দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ
Manabik Bangladesh
বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক
ঢাকা শনিবার ॥ বর্ষ-২ সংখ¨ ¡-২৫৭ ॥ ০৪ জানু য়ারি ২০২৫ ॥ ২০ পৌষ ১৪৩১ বাংলা ॥ ০৩ রজব ১৪৪৬ হিজরি ॥ প্ ষ্ঠা ৮ ঃ মূ ল¨ ৫ টাকা

ডাকসু নির্বাচন নিয়ে যা বললেন ঢাবি উপাচার্য

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) নির্বাচন নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেছেন, এ নির্বাচন নিয়ে আমরা অত্যন্ত আগ্রহী। আমরা চাই, সবার মধ্যে এ নির্বাচন নিয়ে ঐক্য তৈরি হোক। সবার মধ্যে এ ব্যাপারে যেন চুক্তি বা সমঝোতার মতো কিছু হয়। শুক্রবার (৩ জানুয়ারি) সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউটের (আইবিএ) ২০২৪-২০২৫ শিক্ষাবর্ষে বিবিএ প্রোগ্রামের ভর্তি পরীক্ষাকেন্দ্র পরিদর্শন শেষে তিনি এ কথা বলেন।

শীতের দাপটে ভিড় বেড়েছে গরম কাপড়ের দোকানে

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীসহ সারাদেশে বেড়েছে শীতের তীব্রতা, সঙ্গে বইছে হিমেল হাওয়া উষ্ণতার জন্য গরম পোশাক কিনতে ছুটছেন মসব শ্রেণি-পেশার মানুষ। দিনভর রাজধানীর আশপাশের বিভিন্ন এলাকার মার্কেটগুলোসহ ফুটপাতে ক্রেতার ভিড় লেগেই আছে। হঠাৎ গরম কাপড়ের বিক্রি বেড়ে যাওয়ায় সন্তুষ্ট বিক্রেতারাও। শুক্রবার (৩ জানুয়ারি) সরেজমিনে রাজধানীর নিউমার্কেট, সায়েন্সল্যাব, এলিফ্যান্ট রোডসহ আশপাশের এলাকা ঘুরে দেখা গেছে, শীতের পোশাক কিনতে আসা লোকজনের ভিড় দেখা গেছে। ক্রেতারা বলছেন, গত কয়েকদিন তুলনামূলক বেশি শীত পড়ায় তারা গরম কাপড় কিনতে এসেছেন। আর হঠাৎ শীত বাড়ায় ব্যবসায়ও লাভ হচ্ছে তাদের। ঘুরে দেখা যায়, নিউমার্কেট, নিউ সুপার মার্কেট, চন্দ্রিমা সুপার মার্কেট, নুরজাহান প্লাজা, গ্লোব সুপার মার্কেট, গাউছিয়া মার্কেট, বদরুদ্দোজা সুপার মার্কেটসহ আশেপাশের সব মার্কেটেই ক্রেতারা ভিড় করছেন। ক্রেতা-বিক্রেতাদের মধ্যে দরকষাকষি যেমন হচ্ছে, বিক্রিও হচ্ছে সেরকম।

তবে নিউমার্কেট এলাকা ঘুরে দেখা যায়, চন্দ্রিমা মার্কেট, চাঁদনী চক শপিং কমপ্লেক্স, নূর ম্যানশন, নিউমার্কেট এবং ঢাকা কলেজের রাস্তার দু'পাশের ফুটপাতে শীতের কাপড়-চোপড় কেনাকাটায় ব্যস্ত ক্রেতারা। এ সময় হকারদের বলতে শোনা যায়, 'দেইখ্যা লন বাইছা লন, এক দাম ৩০০।' কয়েকজন ক্রেতার সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, শীতে নতুন কাপড়-চোপড় কিনতেই তারা নিউমার্কেটে এসেছেন। স্বল্প মূল্যে আরামদায়কভাবে কেনাকাটা করা যাচ্ছে। পুরুষদের হুডি, জ্যাকেট, ফুলহাতা টি-শার্ট কেনার প্রবণতা বেশি দেখা গেছে। মেয়েরা ব্যস্ত সোয়েটার, চাদর, হুডি কিনতে। এছাড়া, শিশুদের জন্য জাম্পার, গেঞ্জি, টুপি, কাপড়ের জুতা কিনতে দেখা যায় অনেক নারী ক্রেতাকে। ফুটপাতের দোকানগুলোতে প্রতিটি হুডি ২৫০-৩৫০ টাকায়, টি-শার্ট ২০০-২৫০ টাকায় এবং সোয়েটার ৩৫০-৪৫০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। কিছু জায়গায় সোয়েটার ৫০০-৭০০ টাকায়ও বিক্রি হচ্ছে। শীতের টুপি ১০০-২০০ টাকা, চাদর ২৫০-৪৫০ টাকার মধ্যে এবং কাপড়ের জুতা ২০০-২৫০ টাকায় পাওয়া যাচ্ছে। জ্যাকেট প্রকারভেদে ৪০০-৯০০ টাকার মধ্যে বিক্রি হচ্ছে। শিশুদের শীতবস্ত্র সবচেয়ে বেশি বিক্রি হচ্ছে বলে জানিয়েছেন বিক্রেতারা। মার্কেটের দোকান গুলো ঘুরে দেখা গেছে, কাপড়ের মান ভেদে ২০০ টাকা থেকে দুই থেকে তিন হাজার টাকা দামে কাপড় বিক্রি হচ্ছে। সোয়েটার ৩০০ টাকা থেকে ৫০০ টাকার মধ্যে বিক্রি হচ্ছে। হুডি ৪০০ থেকে ৮০০ টাকায়, জ্যাকেট ১০০০ থেকে ৩০০০ টাকা, ফুলহাতা ৭-এর পাতায় দেখুন

নতুন বইয়ে জাতীয় চার নেতার তালিকায় মওলানা ভাসানী স্বাধীনতার ঘোষক জিয়া

স্টাফ রিপোর্টার : জুলাই অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবইয়ে রাজনৈতিক অতিকথন ও বন্দনায় ব্যাপক পরিবর্তন আনা হয়েছে। গত সরকারের চালু করা সৃজনশীল শিক্ষাক্রম বাদ দিয়ে শিক্ষায় চালু করা হয়েছে ২০১২ সালের কারিকুলাম। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) প্রণীত নতুন শিক্ষাবছরের পাঠ্যবই গত ১ জানুয়ারি শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। তাতে দেখা গেছে, বিভিন্ন শ্রেণির পরিবর্তিত পাঠ্যপুস্তকে স্থান পেয়েছে ছাত্র-জনতার জুলাই অভ্যুত্থানের নানান গল্প, ছবি, কার্টুন, গ্রাফিতিসহ বিভিন্ন বিষয়। পাঠ্যবই থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে অতিরিক্ত শেখ মুজিববন্দনা। চার নেতার বিবরণীতে স্থান পেয়েছেন শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। স্বাধীনতার ঘোষণায় স্থান পেয়েছেন মেজর জিয়াউর রহমান। জুলাই আন্দোলনে রাজধানীর বাড্ডায় হেলিকপ্টার থেকে ছাত্র-জনতার ২-এর পাতায় দেখুন

আমাদের ঐক্যের যুদ্ধে ব্যর্থতা রয়েছে: মির্জা ফখরুল

দিনাজপুর প্রতিনিধি : বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, 'গণতান্ত্রিক যুদ্ধ শেষ হলেও আমাদের ঐক্যের যুদ্ধে ব্যর্থতা রয়েছে। সবাইকে সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে একটি সত্য, সুন্দর, সুখী, সমৃদ্ধ, প্রেমময় বাংলাদেশ নির্মাণ করতে হবে। আমরা গণতন্ত্রের কথা বললেও গণতন্ত্রকে চর্চা করি না। এখানে পর পর গণতন্ত্রকে হত্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে। গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেনি। রাজনৈতিক দলগুলো পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে বিরোধে লিপ্ত হয়েছি। কিন্তু সহনশীলতার মধ্যদিয়ে গণতন্ত্রকে চর্চা করে যদি এগিয়ে যেতে পারি, তাহলে আমরা গণতন্ত্রকে লাভ করতে পারবো, অধিকারকে অর্জন করতে পারবো।'শুক্রবার (৩ জানুয়ারি) দিনাজপুর সরকারি কলেজের অর্থনীতি বিভাগের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে সুবর্ণ জয়ন্তী ও গুণীজন সম্মাননা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। অর্থনীতি বিভাগের প্রধান জাহেদা পারভীনের সভাপতিত্বে কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর এ কে এম আল আব্দুল্লাহ, জেলা বিএনপির সভাপতি মোফাজ্জল হোসেন দুলালসহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন। মির্জা ফখরুল বলেন, 'আমাদের ২-এর পাতায় দেখুন

৭২ ঘণ্টার মধ্যে ডাকসু নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণার আল্টিমেটাম

স্টাফ রিপোর্টার : ৭২ ঘণ্টার মধ্যে ডাকসু নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণার দাবি জানিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। গত বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ১২টা ৪০ মিনিটের দিকে ভিসি চত্বরে এই আল্টিমেটাম ঘোষণা করেন তারা। এর আগে গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনের সামনে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট মিটিংয়ে আওয়ামীপন্থি তিন সদস্যের নিমন্ত্রণ ও সিন্ডিকেটে ডাকসু নিয়ে কোনও সিদ্ধান্ত না নেওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমেদ খান ও প্রক্টর সাইফুদ্দিন আহমেদ খানের সঙ্গে ছাত্রদলের হট্টগোলের অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার্থীদের একটি অংশ। পরে তারা এ ঘটনার প্রতিবাদে রাত সাড়ে ১১টায় ঢাবি ক্যাম্পাসে ২-এর পাতায় দেখুন

দাম বেড়েছে চালের

কমেছে আলু পেঁয়াজ সবজির

স্টাফ রিপোর্টার : সরবরাহ কম ও বন্যায় ধানের উৎপাদন ব্যাহত হওয়ার অজুহাতে বাজারে গত দুই সপ্তাহের ব্যবধানে প্রায় প্রতি জাতের চালের দাম খুচরা পর্যায়ে গড়ে ৬ থেকে ১০ টাকা বেড়েছে। যার ফলে সাধারণ ক্রেতারা অসন্তোষ প্রকাশ করছেন। শুক্রবার (৩ জানুয়ারি) রাজধানীর নিউমার্কেট কারওয়ানবাজারসহ গুরুত্বপূর্ণ বাজারগুলোতে ঘুরে বিক্রেতাদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, বাজারে গত দুই সপ্তাহের ব্যবধানে চালের দাম উর্ধ্বমুখী। তাদের অভিযোগ, পাইকারি ও মিল পর্যায়ে দাম বাড়ার কারণে খুচরা পর্যায়েও দাম বেড়েছে। এখন বাজারে বিআরআই-২৮ জাতের চাল প্রতিকেজি বিক্রি হচ্ছে ৬৫ থেকে ৬৮ টাকা, যা গত সপ্তাহে বিক্রি হয়েছে ৬০-৬৫ টাকায়। প্রতিকেজি মিনিকেট চাল বিক্রি হচ্ছে ৭৮ থেকে ৮০ টাকা, যা গত দুই সপ্তাহ আগে বিক্রি হয়েছে ৬৮ থেকে ৭৫ টাকায়।

নাজিরশাইল প্রতিকেজি বিক্রি হচ্ছে ৮০ থেকে ৮৬ টাকা, যা দুই সপ্তাহ আগে বিক্রি হয়েছে ৭০ থেকে ৭৮ টাকায়। গুটি স্বর্ণা জাতের চাল প্রতিকেজি বিক্রি হচ্ছে ৫৫ থেকে ৫৬ টাকা, যা দুই সপ্তাহ আগেও বিক্রি হয়েছে ৫০ থেকে ৫৫ টাকায়। সরকারি সংস্থা টিসিবির তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, এক বছরের ব্যবধানে চালের দাম কেজিতে গড়ে বেড়েছে ১২ শতাংশ। কমেছে আলু পেঁয়াজসহ অন্যান্য সবজির দাম : রাজধানীর খুচরা পর্যায়ে বিভিন্ন কাঁচাবাজারগুলো ঘুরে বিক্রেতাদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, বেগুন মানভেদে প্রতি কেজি ৩০ থেকে ৪০ টাকা, করলা ৬০ টাকা, গাজর ৪০ টাকা, সিম ৩০ টাকা, মুলা ১৫ টাকা, কাঁচামরিচ ৫০ থেকে ৬০ টাকা, প্রতিটি পিস লাউ ৪০ টাকা, বড় সাইজের ফুলকপির জোড়া ২০ থেকে ৩০ টাকা, টমেটো ৫০ থেকে ৬০ টাকা, চিচিঙ্গা ৫০ ২-এর পাতায় দেখুন

পুলিশের ১৮ কর্মকর্তাকে বিভিন্ন ইউনিটে বদলি

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশ পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ও সহকারী পুলিশ সুপার পদমর্যাদার ১৮ জন কর্মকর্তাকে বিভিন্ন ইউনিটে বদলি করা হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ, বাংলাদেশ (আইজিপি) বাহারুল আলম স্বাক্ষরিত পৃথক প্রজ্ঞাপনে পদায়ন করা হয়। এর আগের দিন বুধবার পুলিশের ৬৫ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে একযোগে বদলি করা হয়। গত মঙ্গলবারও সাত কর্মকর্তাকে বদলি করা হয়। বুধবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের পুলিশ-১ শাখা থেকে পৃথক দুটি প্রজ্ঞাপনে তাদের বদলির আদেশ জারি করা হয়। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, পুলিশ সদর দফতর, হাইওয়ে পুলিশ, রেঞ্জ ডিআইজি অফিস, ডিএমপি, ইনসার্ভিস ট্রেনিং সেন্টার, নৌ পুলিশ, পিবিআই, সিআইডি ও ২-এর পাতায় দেখুন

ছুটির দিনে ক্রেতাশূন্য বাণিজ্য মেলা

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার ২৯তম আসর এখনও সেভাবে জমে ওঠেনি। পহেলা জানুয়ারি উদ্বোধনের পর কাঙ্ক্ষিত ক্রেতা-দর্শনার্থী না থাকলেও আজ সরকারি ছুটির দিন থেকে মেলায় প্রাণ ফেরার প্রত্যাশা ছিল ব্যবসায়ীদের? কিন্তু বৈরী আবহাওয়ার কারণে ক্রেতা-দর্শনার্থীর উপস্থিতি অনেকটা কম। ব্যবসায়ীরা পণ্যের পসরা সাজিয়ে বসলেও ক্রেতা-দর্শনার্থীদের দেখা মিলছে না। মেলার প্রাঙ্গণ অনেকটা ফাঁকা। ছুটির দিনে এমন বৈরী আবহাওয়ায় হতাশ তারা। বিক্রয় কর্মীদের আশা, বেলা গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে দর্শনার্থীর সংখ্যা বাড়বে। তিনি বলছেন, দিনের শুরুতে বেচা-বিক্রি থাকে না। বিকাল নাগাদ শুরু হয়। সপ্তাহিক ছুটির দিনে ক্রেতা সমাগম বাড়ে। এ দিন ব্যবসাও ভালো হয়। কিন্তু শীতের কারণে হোঁচট খাচ্ছে। বাইরে বাতাসের কারণে কেউ কেউ প্যাভিলিয়ন ও স্টলে ঢুকে বের হতে চাচ্ছেন না। নিজেদের পছন্দের পণ্য এবং ২-এর পাতায় দেখুন

রাজধানীতে মাদকবিরোধী অভিযানে গ্রেপ্তার ১৬

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় মাদকবিরোধী অভিযান চালিয়ে মাদকদ্রব্য উদ্ধারসহ ১৬ জনকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) বিভিন্ন অপরাধ ও গোয়েন্দা বিভাগ। এ সময় তাদের কাছ থেকে ২০ কেজি ৪৯০ গ্রাম গাঁজা ও ৬০ পিস ইয়াবা উদ্ধার করা হয়। গতকাল শুক্রবার সকালে ঢাকা মহানগর পুলিশের গণমাধ্যম ও জনসংযোগ শাখা থেকে এ তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে। এতে জানানো হয়, ডিএমপির নিয়মিত মাদকবিরোধী অভিযানের অংশ হিসেবে গত বৃহস্পতিবার সকাল ছয়টা থেকে গতকাল শুক্রবার সকাল ছয়টা পর্যন্ত রাজধানীর বিভিন্ন থানা এলাকায় অভিযান চালিয়ে মাদকদ্রব্য উদ্ধারসহ তাদেরকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তারকৃতদের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে ১৩টি মামলা করা হয়েছে বলে এতে জানানো হয়। ২০ কেজি গাঁজাসহ ২-এর পাতায় দেখুন

শুক্রবার রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) ঢাকা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সিপিবির সাবেক সভাপতি শহীদুল্লাহ চৌধুরী আর নেই

স্টাফ রিপোর্টার : বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) সাবেক সভাপতি শ্রমিকনেতা শহীদুল্লাহ চৌধুরী আর নেই (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। শুক্রবার (০৩ জানুয়ারি) দুপুরের দিকে রাজধানীর নিজ বাসভবনে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন বলে সিপিবির একটি সূত্র জানিয়েছে। বাংলাদেশের শ্রমিক আন্দোলনের অন্যতম নেতা শহীদুল্লাহ চৌধুরী স্বাধীনতা যুদ্ধ থেকে শ্রমিক আন্দোলনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ছিলেন সংগ্রামী যোদ্ধা। শহীদুল্লাহ চৌধুরী বেশ কয়েক বছর ধরেই শারীরিকভাবে অসুস্থ ছিলেন। ২০২০ সাল থেকে তিনি পাটকল শ্রমিক আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। পাট-সুতা ও বস্ত্রকল শ্রমিক-কর্মচারী সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়কের দায়িত্ব সামলেছেন ২-এর পাতায় দেখুন

গাজাজুড়ে ২৪ ঘণ্টার হামলায় নিহত ৯০

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ইসরায়েলি বাহিনী গাজা সিটিতে একের পর এক বিমান হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। গত ২৪ ঘণ্টায় গাজা উপত্যকা জুড়ে আক্রমণ বাড়িয়েছে। অবরুদ্ধ ছিটমহলের চিকিৎসা সূত্র আল জাজিরাকে জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার ভোর থেকে ইসরায়েলি হামলায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৯০ হয়েছে। ওয়াফা নিউজ এজেন্সি অনুসারে, প্রায় ৪০ জন হতাহত হয়েছে উত্তর গাজায় এবং ৫০ জন মধ্য ও দক্ষিণ গাজায়। গাজার সরকারি মিডিয়া অফিস এর আগে জানিয়েছিল, গত ২৪ ঘণ্টায় ৭১ জন বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছে। আল জাজিরার সংবাদদাতারা রিপোর্ট করেছেন যে মধ্য গাজার নুসেইরাত শরণার্থী শিবিরের একটি আবাসিক বাড়িতে রাতে ইসরায়েলি হামলায় অন্তত পাঁচজন নিহত হয়েছে। কুদস নিউজ নেটওয়ার্ক এবং শেহাব নিউজ এজেন্সির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী মধ্য গাজার দেইর এল-

বালাহ শহরের পশ্চিমে সালমান পরিবারের বাড়িতে বোমা হামলা চালিয়েছে। আল জাজিরার আরবি সহকর্মীরা রিপোর্ট করেছেন, গাজা শহরের পশ্চিমে জালা স্ট্রিটে একটি বাড়িতে আঘাত হানা ইসরায়েলি সামরিক গোলাগুলির পরে একজন ২-এর পাতায় দেখুন

হারানো টাকা মালিককে ফিরিয়ে দিলো ট্রাফিক পুলিশ

স্টাফ রিপোর্টার : বাসের মধ্যে হারিয়ে যাওয়া ৪৫ হাজার টাকা প্রকৃত মালিককে ফিরিয়ে দিয়েছে ডিএমপির ট্রাফিক-মতিঝিল বিভাগ। গতকাল শুক্রবার দুপুরে ঢাকা মহানগর পুলিশের গণমাধ্যম ও জনসংযোগ শাখা থেকে জানানো হয়, গত বৃহস্পতিবার সকাল ৯টার দিকে শ্রাবণ পরিবহনে ডেমরা থেকে গুলিস্তান যাচ্ছিলেন মোহাম্মদ নাজমুল ইসলাম (৪৩) নামে এক ব্যক্তি। পরে গুলিস্তান থেকে তিনি তার অফিস মতিঝিলের টয়নবী সার্কুলার রোডের জেমি এয়ার ইন্টারন্যাশনালে আসেন। অফিসে পৌছে তিনি দেখেন বাসা থেকে আনা ৪৫ হাজার টাকা তার পকেটে নেই। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও টাকা না পান তিনি। এদিকে শ্রাবন পরিবহনের ওই বাসের এক যাত্রী একটি খামের মধ্যে থাকা টাকা ও একটি এনআইডি কার্ডের ফটোকপি পান। সেই টাকা ও এনআইডি কার্ডের ফটোকপি গুলিস্তানে দায়িত্বরত ট্রাফিক পুলিশ পরিদর্শক (টিআই) মোহাম্মদ মেজবাহ উদ্দিনের কাছে জমা দেন। ট্রাফিক পুলিশ পরিদর্শক বিষয়টি মতিঝিল ২-এর পাতায় দেখুন

সর্বস্ব কেড়ে নিতে মারমুখী হয়ে উঠছে ছিনতাইকারীরা

স্টাফ রিপোর্টার : সর্বশেষ পাঁচ বছর পর সৌদি আরব থেকে গত ৩১ ডিসেম্বর সকালে তিনি ঢাকায় শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করেন। বিমানবন্দরে গাড়িতে ওঠার আগে তাকে চারজন মিলে জিম্মি করে বেধড়ক মারধর করে। এ সময় তার কাছে থাকা বাংলাদেশি দশ লাখ টাকা সমমূল্যের ৩০ হাজার রিয়াল ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা। তিনি চিৎকার করলেও কেউ এগিয়ে আসেনি। দিগ্বিদিক কিছু বুঝতে না পেরে তিনি বিমানবন্দর থানায় যান। সেখানে তিনি জিডি করেন। জিডিতে তিনি পুরো ঘটনা উল্লেখ করেন। কিন্তু ঘটনার দু-দিন পার হলেও জড়িত ছিনতাইকারী কিংবা ছিনতাইকৃত টাকা উদ্ধার হয়নি। ভুক্তভোগী সাত্তার আলী বলেন, কষ্টের টাকা নিয়ে দীর্ঘ পাঁচ বছর পর আমি সৌদি আরব থেকে দেশে ফিরেছি। ঘরে আমার তিনটা সন্তান। আমার কষ্টের রোজগারের টাকা এভাবে দেশে ফিরতেই ছিনতাই হয়ে যাবে ভাবিনি। প্রবাসে দুঃখ-কষ্টের রোজগারের টাকা উদ্ধারের আকুল আবেদন জানিয়ে তিনি বলেন, আমি বর্তমান সরকারের প্রতি আবেদন জানাই, আমার প্রবাস জীবনের কষ্টটা বুঝুন। আমার জন্য পরিবার অপেক্ষা করছে। খালি হাতে কীভাবে ঘরে ফিরব, আমার কষ্টের টাকা উদ্ধার করে দেন। ধু প্রবাস থেকে দেশে ফেরা সাত্তার আলী নন, খোদ দিনে-দুপরে ঢাকা শহরে ছিনতাইয়ের শিকার হচ্ছেন সাধারণ মানুষ। গত বছরের নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাস থেকে ছিনতাইকারীরা আরও যেন বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। সর্বস্ব কেড়ে নিতে মারমুখী হয়ে উঠছে ছিনতাইকারীরা। গত পাঁচ মাসে ঢাকায় ছিনতাইকারীদের হাতে প্রাণ গেছে ৭ জনের। গত চার মাসে ছিনতাই-অপকর্মে জড়িত থাকার অভিযোগে ৮৬৪ 'ছিনতাইকারী'কে গ্রেপ্তার করেছে ডিএমপি। ডিএমপির ট্রাফিক বিভাগের ৯৬২ মামলা, জরিমানা ৩৯ লাখ : রাজধানীর মোহাম্মদপুর, ধানমন্ডি, নিউমার্কেট, ফার্মগেট, যাত্রাবাড়ী, মিরপুর, খিলগাঁও, হাতিরঝিল, শাহজাহানপুর, হাজারীবাগ, চকবাজার, শাহ আলী, এমনকি গুলশানসহ বিভিন্ন এলাকায় ছিনতাইয়ের ঘটনা বেড়েছে। মূলত সন্ধ্যা নামার পর ছিনতাই আতঙ্ক বাড়ছে বেপরোয়া ছিনতাই চক্রের অপতৎপরতায়। এসব ঘটনায় প্রায়শই গুরুতর আহত এমনকি প্রাণহানির খবর পাওয়া যাচ্ছে। ভুক্তভোগী ও নগরবাসী প্রশ্ন তুলছেন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সক্রিয়তা নিয়ে। অন্যদিকে ছিনতাই রোধে পুলিশ নানা পদক্ষেপের কথা জানালেও কার্যত ছিনতাই কমেনি। ডিএমপি ও ২-এর পাতায় দেখুন

থার্টি-ফার্স্ট নাইটে কিশোরকে গুলি: দুই আগ্নেয়াস্ত্র জব্দ

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকার ধামরাইয়ে থার্টি-ফার্স্ট নাইটে খিচুড়ি খাওয়া নিয়ে দ্বন্দ্বের জেরে এক কিশোর গুলিবিদ্ধ হওয়ার ঘটনায় দুটি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করেছে পুলিশ। গত বৃহস্পতিবার রাতে উপজেলার রোয়াইল ইউনিয়নের রোয়াইল এলাকা থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় আগ্নেয়াস্ত্র দুটি উদ্ধার করা হয়। এর আগে গত ৩১ ডিসেম্বর (থার্টি ফার্স্ট নাইটে) রাতে ধামরাইয়ের রোয়াইল ইউ নিয়নে এ ঘটনা ঘটে। পুলিশ জানায়, থার্টি ফার্স্ট নাইটে এক কিশোরকে গুলি করা হয়। এ ঘটনায় গত বৃহস্পতিবার রাতে ধামরাই থানার ওসির নেতৃত্বে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে ঘটনাস্থল থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় দুটি আগ্নেয়াস্ত্রসহ দুটি ম্যাগাজিন ও এক রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা হয়। তবে এ ঘটনায় কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি। ধামরাই থানার ওসি মনিরুল ইসলাম বলেন, বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে আগ্নেয়াস্ত্র দুটি উদ্ধার করা হয়েছে। তবে এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত কাউকে আটক করা যায়নি। প্রসঙ্গত, গত মঙ্গলবার ৩১ ডিসেম্বর রাতে ইংরেজি নতুন বছর ২-এর পাতায় দেখুন

শীতার্তদের পৌনে ৭ লাখ কম্বল দেবে সরকার

স্টাফ রিপোর্টার : কয়েকদিন ধরে ঢাকাসহ সারাদেশেই জেঁকে বসেছে শীত। পৌষের শুরু থেকেই সারাদেশে বেড়েছে শীতের তীব্রতা। এ পরিস্থিতিতে ৬ লাখ ৭৯ হাজার কম্বল দেওয়া হবে প্রধান উপদেষ্টার ত্রাণ তহবিল থেকে। এ কম্বল কিনতে আট বিভাগের ৬৪টি জেলার ৪৯৫টি উপজেলা ও সব পৌরসভার জন্য ৩৩ কোটি ৮৭ লাখ ৫০ হাজার টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। শুক্রবার (৩ জানুয়ারি) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। এবার শীত মৌসুমের শুরুতেই মন্ত্রণালয় থেকে দেশের উত্তরাঞ্চলের ১৪টি জেলায় শীতার্তদের মধ্যে বিতরণের লক্ষ্যে ১৫ হাজার ২৫০টি কম্বল বিতরণ করা হয়েছে। প্রধান উপদেষ্টার ত্রাণ তহবিল থেকে বরাদ্দ করা কম্বল যথাযথভাবে বিতরণ এবং মন্ত্রণালয় থেকে বরাদ্দ দেওয়া অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সব আর্থিক বিধিবিধান যথাযথভাবে প্রতিপালন করতে বলা হয়েছে জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারদের। একই সঙ্গে জরুরি ভিত্তিতে কম্বল ক্রয় করে দুস্থদের মাঝে বিতরণ করতেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এদিকে শুক্রবার (৩ জানুয়ারি) সকাল ৯টায় দেশে তাপমাত্রা রেকর্ড হয়েছে ৮ দশমিক ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এর আগে সকাল ৬টায় তাপমাত্রা রেকর্ড হয়েছে ৮ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ২ জানুয়ারি সকাল ৯টায় রেকর্ড ২-এর পাতায় দেখুন

রাজধানীতে সড়ক দুর্ঘটনায় নারী নিহত

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর হাজারীবাগ থানার বসিলা ব্রিজের ঢালে সড়ক দুর্ঘটনায় মোটরসাইকেল আরোহী অজ্ঞাত এক নারী (৩০) নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন মোটরসাইকেল চালক। গতকাল শুক্রবার ভোরে এ দুর্ঘটনা ঘটে। হাজারীবাগ থানার এএসআই সোহরাব হোসেন এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, গতকাল শুক্রবার ভোরে বসিলা এলাকায় ডিউটিকালিন সময় স্থানীয়দের মাধ্যমে জানতে পারি বসিলা ব্রিজের ঢালে সড়ক দুর্ঘটনা ঘটেছে। এতে মোটরসাইকেল আরোহী নারী ও চালক রাস্তায় পড়ে আছেন। পরে গুরুতর অবস্থায় দুজনকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আনা হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক ওই নারীকে মৃত ঘোষণা করেন। আহত চালক চিকিৎসাধীন। তাকে ঢামেক হাসপাতালে আইসিইউতে ভর্তি করা হয়েছে। তার বয়স আনুমানিক ৪০ বছর। তিনি বলেন, আহত ওই চালক রাইট শেয়ারিং করতেন বলে জানা গেছে। কোন যানবাহনের ২-এর পাতায় দেখুন

দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ
Manabik Bangladesh
বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক
ঢাকা শনিবার ॥ ০৪ জানুয়ারি ২০২৫ ॥ ২০ পৌষ ১৪৩১ বাংলা

সারা দেশেই শীতের প্রকোপ ৭ জেলায় বইছে মৃদু শৈত্যপ্রবাহ

স্টাফ রিপোর্টার : সারা দেশেই শীতের প্রকোপ বাড়তে শুরু করেছে। কনকনে হিমেল বাতাসে কাবু হয়ে পড়েছে সাধারণ মানুষ। ইতোমধ্যে সাত জেলার ওপর দিয়ে বইতে শুরু করেছে শৈত্যপ্রবাহ। দিনে শীতের অনুভূতি বেশি থাকলেও রাতের তাপমাত্রা কিছুটা বাড়তে পারে বলে আবহাওয়া অধিদফতর জানায়। গত ২৪ ঘণ্টায় দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে তেঁতুলিয়া ও চুয়াডাঙ্গায় ৮ দশমিক ৩। চুয়াডাঙ্গায় যা গতকাল ছিল ৯ দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। একইভাবে ঢাকায় আজ ১৩ দশমিক ৭, যা গতকাল ছিল ১৩ দশমিক ৮; রাজশাহীতে ছিল ১০ দশমিক ৫, আজ তাপমাত্রা কমে ৯ দশমিক ৮; রংপুরে ছিল ১২ দশমিক ৫, আজ তা প্রায় ৩ ডিগ্রি কমে ৯ দশমিক ৭; ময়মনসিংহে ছিল ১৩ দশমিক ৫, আজকে ১৪ দশমিক ২; সিলেটে ছিল ১৬ দশমিক ২, আজকে ১৫; চট্টগ্রামে ছিল ১৬ দশমিক ৫, আজকে ১৫ দশমিক ৪; খুলনায় ছিল ১২ দশমিক ৩, আজকে ১২ দশমিক ৫ এবং বরিশালে ছিল ১৪ দশমিক ৫, আজ ১৩ দশমিক ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে। শুক্রবার (৩ জানুয়ারি) রাজশাহী, পাবনা, বগুড়া, নওগাঁ এবং কুষ্টিয়া জেলাসহ রংপুর বিভাগের ওপর দিয়ে মৃদু শৈত্যপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে। প্রসঙ্গত, তাপমাত্রা ৮ দশমিক ১ থেকে ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকলে তাকে মৃদু শৈত্যপ্রবাহ বলা হয়, ৬ দশমিক ১ থেকে ৮ ডিগ্রি হলে মাঝারি আর ৪ দশমিক ১ থেকে ৬ ডিগ্রি হলে তীব্র শৈত্যপ্রবাহ বলা হয়? এর বাইরে ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াস ও একেবারে কাছাকাছি তাপমাত্রা থাকা জেলাগুলো হচ্ছেড় রাজারহাটে ৯ দশমিক ৫, কুমারখালি ও ঈশ্বরদীতে ৯ দশমিক ৬, রংপুরে ৯ দশমিক ৭, সৈয়দপুর, দিনাজপুর ও বদলগাছিতে ১০, সীতাকুণ্ড, ডিমলা ও বগুড়ায় ১০ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে। আবহাওয়া অধিদফতর জানায়, উপ-মহাদেশীয় উচ্চচাপ বলয়ের বর্ধিতাংশ পশ্চিমবঙ্গ ও আশেপাশের এলাকা পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। মৌসুমের স্বাভাবিক লঘুচাপ দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে অবস্থান করছে, এর বর্ধিতাংশ উত্তরপূর্ব বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। আগামী ২৪ ঘণ্টার পূর্বাভাসে বলা হয়, অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারাদেশের আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে। কুয়াশার বিষয়ে বলা হয়, মধ্য রাত থেকে সকাল পর্যন্ত সারাদেশে মাঝারি থেকে ঘন কুয়াশা পড়তে পারে এবং তা কোথাও কোথাও দুপুর পর্যন্ত অব্যাহত থাকতে পারে। ঘন কুয়াশার কারণে বিমান চলাচল, অভ্যন্তরীণ নদী পরিবহন

২-এর পাতায় দেখুন

প্রতি বছর আমদানি-রপ্তানি বাড়লেও সক্ষমতা বাড়ছে না চট্টগ্রাম বন্দরের

চট্টগ্রাম প্রতিনিধি : চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর হচ্ছে দেশের প্রধান বন্দর। ওই বন্দর দিয়ে প্রতি বছর দেশে আমদানি-রপ্তানি বাড়লেও চট্টগ্রাম বন্দরের সক্ষমতা বাড়ছে না। তবে বিগত ২০০৭ সালে নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল চালু হলেও দীর্ঘদিন আর কোনো নতুন টার্মিনাল নির্মিত হয়নি। আর ২০২৪ সালে চালু হয়েছে পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনাল। সীমিত পরিসরে নতুন টার্মিনালটিতে হ্যান্ডলিং শুরু হয়েছে। তবে পুরোদমে অপারেশন শুরু হলে বছরে হ্যান্ডলিং সক্ষমতা প্রায় ৪ লাখ টিইইউএস কনটেইনার বাড়বে। বন্দর ব্যবহারকারীরা দীর্ঘদিন ধরেই চট্টগ্রাম বন্দরের সক্ষমতা বাড়ানোর দাবি জানিয়ে আসছে। তাদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে মেগা প্রকল্প হিসেবে বে-টার্মিনাল, লালদিয়া টার্মিনাল ও কক্সবাজারের মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণ প্রকল্প হাতে নেয়া হয়। তবে ধীরগতিতে চলছে প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন। বন্দর ব্যবহারকারীদের মতে, বন্দরের সক্ষমতা বাড়াতে টার্মিনাল নির্মাণ করতে হবে। আর সেক্ষেত্রে বে-টার্মিনালের কোনো বিকল্প নেই। চট্টগ্রাম বন্দর সংশ্লিষ্ট সূত্রে এসব তথ্য জানা যায়। সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, আন্তর্জাতিক শিপিং বিষয়ক ব্রিটিশ সাময়িকী লয়েডস লিস্ট প্রতি বছর বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় ১০০টি বন্দরের তালিকা তৈরি করে। মোট পরিবহন করা কনটেইনারের সংখ্যার ভিত্তিতে ওই তালিকা তৈরি করা হয়। সাময়িকীটির ২০২৪ সালে প্রকাশিত তালিকায় চট্টগ্রাম বন্দরের অবস্থান ৬৭তম। লয়েডস লিস্টের তথ্যানু-যায়ী চট্টগ্রাম বন্দর ২০২৩ সালে

৭-এর পাতায় দেখুন

শহীদরা শহীদ, তাদের নিয়ে কোনো বিতর্ক থাকবে না: আদিলুর রহমান

চট্টগ্রাম প্রতিনিধি : বাংলাদেশে যেন আর কখনোই ফ্যাসিবাদ ফেরত আসতে না পারে, আগামী দিনের প্রজন্ম যেন এ উদ্যানে এসে বা উড়াল সেতুর ওপর দিয়ে যাওয়ার সময় তাদের কথা মনে রাখতে পারেন, তাদের ত্যাগের কথা মনে রাখতে পারেন সেই জন্যই মূলত উড়াল সেতু ও উদ্যানের উদ্বোধন। শুক্রবার (৩ জানুয়ারি) পাঁচলাইশে জুলাই স্মৃতি উদ্যান উদ্বোধন শেষে গৃহায়ন ও গণপূর্ত উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন। উপদেষ্টা বলেন, যারা অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে, ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে, সাড়ে ১৫ বছরের অন্যায়ের বিরুদ্ধে যারা সংগ্রাম করেছেন জীবন দিয়েছেন তাদেরও একই সঙ্গে স্মরণ করছি। এক প্রশ্নের উত্তরে উপদেষ্টা বলেন, শহীদদের নিয়ে কোনো বিতর্ক থাকবে না। শহীদরা শহীদ। শহীদদের তালিকা দেওয়া থাকবে। শহীদদের সম্মান দেওয়া আমাদের দায়িত্ব। চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার দৃশ্যমান করার কাজ মেয়র সাহেবরা করবেন। আন্ডারপাসও দরকার। তিনি বলেন, উদ্যান জায়গা সবার জন্য উন্মুক্ত, কোনো গোষ্ঠীর ব্যবহারের জন্য না। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি বজায় থাকা যেন মানুষ যেতে পারে সেই কাজগুলো আমরা চেষ্টা করছি। ইনশাআল্লাহ সবার সহযোগিতায় এটা বাস্তবায়িত হবে। বড় বিষয় হচ্ছে চট্টগ্রামের জলাবদ্ধতা। এটি আমাদের নজরে আছে। জলাবদ্ধতা থেকে মানুষ মুক্তি পায় সেই চেষ্টা হচ্ছে। মেয়র, সিডিএ, ডিসি সবাইকে নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ হচ্ছে। চসিক মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেন, পাঁচলাইশে ঐতিহ্যবাহী পার্ক, আমরা একসময় জাতিসংঘ পার্ক নামে চিনতাম। শৈশব এখানে কেটেছে। এটি নান্দনিকভাবে সাজানো হয়েছে। আমি মনে করি এটার দায়িত্ব চসিক, সিডিও, জেলাপ্রশাসন, আমাদের নিতে হবে। একসময় আমাদের সমন্বয় ছিল না। এখন একসাথে মিলে কাজ করছি। একসাথে মিলে চট্টগ্রামকে সাজাতে চাই। সব কিছু জনগণের জন্য আমরা করতে চাই। পতেঙ্গাকে আন্তর্জাতিক পর্যটন কেন্দ্র করতে চাই। সময় লাগবে। আমরা আশা করছি, আমাদের মধ্যে যে সমন্বয় আছে এটার মাধ্যমে কাজ করতে পারলে চট্টগ্রামকে ক্লিন ও গ্রিন সিটি করতে পারবো। জেলা প্রশাসক ফরিদা খানম বলেন, যে চেতনা নিয়ে আমাদের এই জুলাই অভ্যুত্থানে চট্টগ্রামের নয়জন বীর শহীদ প্রাণ দিয়েছেন,

৭-এর পাতায় দেখুন

মিডিয়াকে দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিতে হবে: হাসান হাফিজ

স্টাফ রিপোর্টার : জাতীয় প্রেসক্লাবের সভাপতি ও দৈনিক কালের কণ্ঠের সম্পাদক কবি হাসান হাফিজ বলেছেন, জাতীয় সংকট আমাদের আছে। ষড়যন্ত্র হচ্ছে, আরো অনেক ষড়যন্ত্র হবে। আমরা মিডিয়া যেন দায়িত্বশীলতার পরিচয় দেই। আমরা যেন স্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচারিতা না করি। আমরা রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সংস্কার চাই, পরির্বতন চাই। বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে ছাত্র-সাংবাদিকসহ অনেক মানুষ প্রাণ দিয়েছে। সবার রক্তের সঙ্গে যেন আমরা বেঈমানি না করি। গতকাল শুক্রবার চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবের ভিআইপি লাউঞ্জে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। জাতীয় প্রেসক্লাবের সভাপতি ও দৈনিক কালের কণ্ঠের সম্পাদক কবি হাসান হাফিজ এবং সাধারণ সম্পাদক আইয়ুব ভূঁইয়ার সংবর্ধনা সভার আয়োজন করে চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাব। তিনি বলেন, দেশে ও দেশের বাইরে ষড়যন্ত্র চলছে। আমাদের

৭-এর পাতায় দেখুন

তরুণ প্রজন্মের ত্যাগ বৃথা যেতে দেওয়া যাবে না : উপদেষ্টা সাখাওয়াত

খুলনা প্রতিনিধি : নৌপরিবহন এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ড. এম সাখাওয়াত হোসেন বলেছেন, "বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে প্রায় দুই হাজার তরুণ জীবন দিয়েছেন। আমরা সবাই তাদের এই দানকে স্বীকার করি। আমাদের তরুণ প্রজন্ম যে ত্যাগ স্বীকার করেছে, তা বৃথা যেতে দেওয়া যাবে না। আসুন আমরা সবাই মিলে দেশটাকে এগিয়ে নিয়ে যাই। শুক্রবার (৩ জানুয়ারি) সকালে খুলনা সরকারি সুন্দরবন আদর্শ কলেজের ৫৬ বছরপূর্তি ও পুনর্মিলনী- ২০২৫ উদযাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় একথা বলেন তিনি। উপদেষ্টা বলেন, "সরকারি সুন্দরবন আদর্শ কলেজ আয়তনে ছোট হলেও এটি অনেক বড় বড় ব্যক্তির জন্ম দিয়েছে। খুলনার উন্নয়নে এই কলেজের অবদান অনেক। তবে অনেক পুরোনো কলেজ হিসেবে এর অবকাঠামোর যতটা উন্নত হওয়া উচিত ছিল, ততটা হয়নি। কলেজটি সম্প্রসারণ করা প্রয়োজন জানিয়ে কলেজের উন্নয়নে অনুষ্ঠানে উত্থাপিত তিনটি দাবির বিষয়ে শিক্ষা উপদেষ্টাকে অবহিত করবেন বলে আশ্বাস দেন নৌপরিবহন এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা। তিনি আরও বলেন, একসময় খুলনা শহরে মোংলা পোর্টের অফিস ছিল। আমদানিকারক, শিপিং এজেন্টসহ সবার প্রয়োজনে আবার এই অফিসটি খুলনা শহরে ফিরিয়ে আনতে হবে। মোংলা পোর্ট খুলনার পোর্ট, তাই এটিকে বাঁচিয়ে রাখা ও আরো কার্যকর করার দায়িত্ব আপনাদের সকলের। এখানে কন্টেইনার টার্মিনাল নির্মাণ না হলে বন্দরটির পুর্ণবিকাশ হবে না, এক্ষেত্রে উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। ট্যারিফ কমিয়ে আমদানিকারকদের এবন্দর ব্যবহারে আরো আগ্রহী করে তুলতে হবে। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তৃতা

৭-এর পাতায় দেখুন

নতুন ভাইরাসের মুখোমুখি চীন, মহামারির শঙ্কা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : কোভিড-১৯ মহামারির পাঁচ বছর পর চীনে নতুন করে আরেকটি ভাইরাস ছড়িয়ে পড়েছে। ভাইরাসটির নাম হিউম্যান মেটাপনিউমোভাইরাস (এইচএমপিভি)। ভারতীয় গণমাধ্যম এনডিটিভি এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানায়। এনডিটিভি জানায়, চীনের স্থানীয় গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলোর বিভিন্ন পোস্টে বলা হচ্ছে, নতুন এই ভাইরাসটি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। রোগীদের চাপে হাসপাতালগুলোতে ডাক্তারদের হিমশিম খেতে হচ্ছে। কেউ কেউ শ্মশানগুলোতে চাপ বাড়ছে বলেও দাবি করেছেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যবহারকারীরা জানিয়েছেন, ইনফ্লুয়েঞ্জা এ, এইচএমপিভি, মাইকোপ্লাজমা নিউমোনিয়া এবং কোভিড-১৯ সহ একাধিক ভাইরাস চীনে ছড়িয়ে পড়ছে। এ পরিস্থিতিতে চীন জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছে বলেও অনেকে দাবি করেন। যদিও এটি নিশ্চিত হওয়া

৭-এর পাতায় দেখুন

সংস্কার শেষে নির্বাচন দিয়ে নিজ জায়গায় ফিরে যান : জামায়াতের আমির

নাটোর প্রতিনিধি : অন্তর্বর্তী সরকারের উদ্দেশে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, "প্রয়োজনীয় সংস্কার শেষে দ্রুত নির্বাচন দিয়ে নিজ নিজ জায়গায় ফিরে যান। জনগণের আমানতকে শ্বশুরবাড়ি নিয়ামত ভাববেন না।"তিনি বলেন, "স্বাধীনতার পরে দফায় দফায় যারা ক্ষমতায় এসেছে তারা আমানতের খেয়ানত করেছে। কম-বেশি সবাই এ জাতিকে কষ্ট দিয়েছে। সবচেয়ে বেশি কষ্ট দিয়েছে গত ১৫ বছর যারা ক্ষমতায় ছিল তারা।" শুক্রবার (৩ জানুয়ারি) দুপুর ১২টার দিকে নবাব সিরাজ-উদ-দ্দৌলা সরকারি কলেজ মাঠে নাটোর জেলা জামায়াতের কর্মী সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।শফিকুর রহমান বলেন, "এতো মানুষ জীবন দিয়েছে কেন কারণ তারা চেয়েছেন বৈষম্যহীন সমাজ। শিশু থেকে শুরু করে ৮০ বছরের বৃদ্ধরা জুলাই আন্দোলনে নেমেছিলেন। সব শ্রেণি-পেশার মানুষ আন্দোলনে

৭-এর পাতায় দেখুন

বিদ্যুতের খুঁটিতে মোটরসাইকেলের ধাক্কা, ইমাম নিহত

গাইবান্ধা প্রতিনিধি : গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশের বিদ্যুতের খুঁটির সঙ্গে ধাক্কায় জাহিদুল হাসান (৩০) নামের এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। গতকাল শুক্রবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে গোবিন্দগঞ্জ-দিনাজপুর আঞ্চলিক মহাসড়কের গোবিন্দগঞ্জ শহরের পশ্চিম চৌমাথা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত জাহিদুল ইসলাম বগুড়া জেলার শিবগঞ্জ উপজেলার দাড়িদহ কালুগাড়ি গ্রামের ছোলায়মান আলীর ছেলে। পেশায় তিনি মসজিদের ইমাম। পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, জাহিদুল ইসলাম মোটরসাইকেল নিয়ে শহরের দিকে যাচ্ছিলেন। সকালে ঘন কুয়াশার কারণে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশের বিদ্যুতের খুঁটির সঙ্গে ধাক্কা লাগে। এসময় মাথায় হেলমেট না থাকায় প্রচণ্ড আঘাতে ঘটনাস্থলেই মারা যান তিনি। বিষয়টি নিশ্চিত

৭-এর পাতায় দেখুন

দেশের ১৩ জেলার উপর দিয়ে শৈত্যপ্রবাহ বয়ে যাওয়ার তথ্য দিয়েছে আবহাওয়া অফিস। ছবিটি কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন থেকে।

প্রতি হাটে দেড় থেকে দুই কোটি টাকার খেজুর গুড় বিক্রি হয় সরোজগঞ্জে

চুয়াডাঙ্গা প্রতনিধি : সারি সারি হাঁড়িভর্তি গুড়। কোনোটার মুখ পলিথিন দিয়ে ঢাকা আবার কোনোটার খোলা। ব্যাপারী ও ক্রেতা-বিক্রেতার উপস্থিতিতে হাটে যেন পা ফেলার জায়গা নেই। দর কষাকষি করে গুড় বেচাকেনা চলছে। পরে এসব গুড় গাড়িতে করে চলে যাচ্ছে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে। এটিই সরোজগঞ্জের ৩০০ বছরের ঐতিহ্যবাহী খেজুর গুড়ের হাটের পরিচিত দৃশ্য। শীত জেঁকে বসার সঙ্গে জমে উঠেছে দেশের সর্ববৃহৎ গুড়ের হাট চুয়াডাঙ্গা জেলা সদরের 'সরোজগঞ্জ গুড়ের বাজার'। এটি 'সরোজগঞ্জ গুড় হাট' নামেই বেশি পরিচিত। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রতি হাটে গুড় কিনতে আসেন শত শত ক্রেতা। খেজুরগাছ থেকে সংগ্রহ করা রস দিয়ে তৈরি ঝোলাগুড় ও নলেন গুড়ের পাটালি বেচাকেনার জন্য এই হাটের নামডাক দেশজুড়ে। সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নের চুয়াডাঙ্গা-ঝিনাইদহ আঞ্চলিক

৭-এর পাতায় দেখুন

দুই সপ্তাহের ব্যবধানে স্বর্ণের দাম সর্বোচ্চ, জানা গেল কারণ

স্টাফ রিপোর্টার : দুই সপ্তাহের ব্যবধানে স্বর্ণের দাম সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে। সংযুক্ত আরব আমিরাতের স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার (২ জানুয়ারি) দেশটির স্পট গোল্ডের দাম ১ শতাংশ বেড়ে প্রতি আউন্স দুই হাজার ৬৪৯ দশমিক ৭৩ ডলার হয়েছে, যা ডিসেম্বর ১৮-এর পর সর্বোচ্চ। মার্কিন গোল্ড ফিউচারস শূন্য দশমিক ৮ শতাংশ বেড়ে ২ হাজার ৬৬৩ দশমিক ২০ ডলার হয়েছে। খবর খালিজ টাইমসের। বাজার বিশ্লেষকরা জানিয়েছেন, নিরাপদ বিনিয়োগ হিসেবে স্বর্ণের কেনা-বেচা বেড়ে যাওয়া এর দর বাড়ার পেছনে সরাসরি ভূমিকা রেখেছে। সেই সঙ্গে মার্কিন ট্রেজারি বন্ডের দর কমে যাওয়া এর প্রধান কারণ। একইসঙ্গে, ফেডারেল রিজার্ভের সুদের হার নিয়ে নেতিবাচক সিদ্ধান্ত এবং নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের আসন্ন শুল্ক নীতি এই দর বাড়ার পেছনে ভূমিকা রাখছে। মার্কিন ১০ বছরের বন্ডের দর কমায় স্বর্ণের প্রতি ক্রেতার আকর্ষণ বাড়ছে, কারণ এটি মুনাফা দেয় না। বিশ্লেষকরা বলছেন, আন্তর্জাতিক অঙ্গনে উত্তেজনা এবং আর্থিক অনিশ্চয়তার কারণে বিনিয়োগকারীরা স্বর্ণের প্রতি ঝুঁকছেন। ২০২৪ সালে সুদের হার কমানো, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ক্রয়

৭-এর পাতায় দেখুন

জামায়াতের বক্তব্যের প্রতিবাদ জানিয়ে জেএসডির বিবৃতি

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী নিজেদের পরীক্ষিত দেশপ্রেমিক শক্তি বলে আখ্যায়িত করায় তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলজেএসডি। শুক্রবার (৩ জানুয়ারি) গণমাধ্যমে পাঠানো বিবৃতিতে দলটির সভাপতি আ স ম আবদুর রব জানান, ১৯৭১-এ স্বাধীনতা যুদ্ধের বিপক্ষে এবং মানবতাবিরোধী অবস্থান করেও স্বাধীন দেশে জামায়াতে ইসলামীকে দেশপ্রেমিক শক্তি হিসেবে আখ্যায়িত করা ইতিহাসের নির্মম রসিকতা ছাড়া কিছুই নয়। তিনি বলেন, মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করে নিজ দেশের নাগরিকদের হত্যার সঙ্গে জড়িত থাকা দেশপ্রেমের পরিচয় নয়। এসব বক্তব্য মুক্তিকামী মানুষের জন্য অসম্মানজনক। জেএসডি সভাপতি বলেন, অন্যদের বীরত্ব লড়াই-সংগ্রামকে অস্বীকার করে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করার রাজনীতি গত

৭-এর পাতায় দেখুন

বাংলামোটরে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন নারী

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর বাংলামোটরে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন ৪৫ বছর বয়সী এ নারী। তার নাম-পরিচয় উদ্ধার করা যায়নি এখনও। শুক্রবার (৩ জানুয়ারি) দুপুরে বাংলামোটর এলাকায় কনকর্ট টাওয়ারের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে নিশ্চিত করেছেন ডিএমপির হাতিরঝিল থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) মো. রেজাউল। তিনি বলেন, শুক্রবার দুপুরে বাংলামোটর কনকর্ট টাওয়ারের সামনে অজ্ঞাত এক গাড়ির ধাক্কায় ওই নারী গুরুতর আহত হন। খবর পেয়ে সেখান থেকে উদ্ধার করে তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতাল নেওয়া হয়। কিন্তু সেখানকার কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহটি হাসপাতাল মর্গে রাখা হয়েছে। ডিএমপির এ কর্মকর্তা আরও বলেন, প্রাথমিকভাবে জানা গেছে

৭-এর পাতায় দেখুন

ঝুঁকিপূর্ণ রেলওয়ে গার্ডার ব্রিজে থেমে যায় ২২ জোড়া ট্রেন!

পাবনা প্রতিনিধি : দেড়শ বছর আগে সেই ব্রিটিশ আমলের কথা। তৎকালীন সরকার পশ্চিমাঞ্চল রেলওয়ে পাকশী বিভাগীয় রেলের ঈশ্বরদী-রাজশাহী-পার্বতীপুর রেলরুটে নির্মাণ করেছিল ২১৪ নম্বর রেলওয়ে গার্ডার ব্রিজ। ১৬০ ফুট লম্বা ৮টি স্প্যান বিশিষ্ট ৭ পিলারের ডাবল লাইনের ব্রিজটির আয়ুষ্কাল ব্রিটিশ প্রকৌশলীরা ধরেছিলেন একশ বছর। ইটের মাঝে চুন-সুড়কি এবং ভাতের মাড় দিয়ে তৈরি ব্রিজটি নির্মাণ করার পর ব্যবহারের মেয়াদকাল শেষ হয়েছে ৫০ বছর আগেই। বর্তমানে চুন-সুড়কির গুণাগুণ নষ্ট হয়ে বেড ব্লক ও পিলারে ফাটল ধরায় ব্রিজটি এখন ঝুঁকিপূর্ণ। বর্তমানে ঝুঁকিপূর্ণ গার্ডার ব্রিজের ওপর দিয়ে মাত্র ১০ কিলোমিটার গতিতে রাজধানী ঢাকাসহ উত্তর-দক্ষিণাঞ্চলের মধ্যে চলাচলকারী ২২ জোড়া ট্রেন অর্থাৎ যাত্রীবাহী ৪৪টি আন্তঃনগর-মেইল-লোকাল ট্রেনসহ মালবাহী ট্রেন পারাপার করছে পাকশী বিভাগীয় রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ। এতে নির্ধারিত সময় থেকে কিছুটা দেরিতে ট্রেন চলাচল করছে। সকালে ঈশ্বরদী বাইপাস স্টেশন- আজিমনগর রেলস্টেশনে সরেজমিনে দেখা যায়, রেললাইনের মাঝে লাল কাপড়ের ব্যানার টাঙিয়ে রাখা হয়েছে। দূর থেকে লাল সংকেত দেখে ব্রিজে ওঠার আগেই চালকেরা ট্রেনকে দুই পাশে শূন্য কিলোমিটারে থামিয়ে দিচ্ছেন। পরে চালকরা ওটিপিতে স্বাক্ষর করে ৮০ কিলোমিটার গতিতে ট্রেন না চালিয়ে মাত্র ১০ কিলোমিটার গতিতে ট্রেনগুলো পারাপার করছে। এতে নির্ধারিত সময়ের চেয়ে কিছুটা দেরিতে ট্রেনগুলো চলাচল করছে। ফলে ভ্রমণপ্রিয় ট্রেন যাত্রীদের ভোগান্তি বেড়েছে। পশ্চিমাঞ্চল রেলওয়ে

৭-এর পাতায় দেখুন

নারায়ণগঞ্জে বিএনপির মিছিলে গুলি করা ডিবির এসআই কনক গ্রেপ্তার

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি : নারায়ণগঞ্জের বিএনপির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর কর্মসূচিতে গুলি চালিয়ে যুবদল নেতা শাওন হত্যার ঘটনায় তৎকালীন জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশের সমালোচিত উপপরিদর্শক (এসআই) মাহফুজুর রহমান কনককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল শুক্রবার ঢাকা বিমানবন্দরে নিজ কর্মস্থল থেকে কনককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। বিষয়টি নিশ্চিত করে নারায়ণগঞ্জ সদর মডেল থানার ওসি নাসির জানান, শাওন হত্যা মামলার ১৬ নম্বর আসামি মাহফুজুর রহমান কনককে গত বৃহস্পতিবার রাত ১১টায় তার ঢাকা এয়ারপোর্টের ১৩ এপিবিএন অফিস থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আসামিকে আদালতে সোপর্দ করে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সাতদিনের রিমান্ডের আবেদন করা হয়েছে। এর আগে ২০২২ সালের ১ সেপ্টেম্বর নারায়ণগঞ্জ শহরের ডিআইটি এলাকা থেকে বিএনপির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে রগ্যালি বের

৭-এর পাতায় দেখুন

ঠান্ডাজনিত রোগে আক্রান্ত বেশি শিশু ও বয়স্করা

স্টাফ রিপোর্টার : কয়েক দিন ধরে ঢাকাসহ সারাদেশেই জেঁকে বসেছে শীত। পৌষের শুরু থেকেই সারাদেশে বেড়েছে শীতের তীব্রতা। এ সময় ঠান্ডাজনিত রোগে কাবু হচ্ছে শিশু ও বয়স্করা। চিকিৎসকদের মতে, শীতে শিশুদের ডায়রিয়া, সর্দি-কাশি, শ্বাসকষ্টসহ নানা ধরনের রোগ দেখা দেয়। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বাংলাদেশ শিশু হাসপাতাল, আজিমপুর মাতৃসদন ও শিশুস্বাস্থ্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, কলেরা হাসপাতালসহ রাজধানীর বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ হাসপাতালে খোঁজ নিয়ে জানা যায়, ডায়রিয়া, সর্দি-জ্বরে আক্রান্ত রোগীর চাপ বেড়েছে। বিভিন্ন হাসপাতালে আসা সর্দি-জ্বরে আক্রান্তদের অধিকাংশই শিশু। এ ছাড়াও সেখানে বহির্বিভাগে প্রতিদিন সেবা নিতে আসা জ্বর, ঠান্ডা ও নিউমো-নিয়ায় আক্রান্ত শিশুর সংখ্যা স্বাভাবিক সময়ের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ। চিকিৎসকরা বলছেন, চলতি বছরে হঠাৎ করে শীত বেড়ে যাওয়ার কারণে দুই থেকে তিন গুণ বেড়েছে ঠান্ডাজনিত রোগ। বিভিন্ন হাসপাতাল ও ক্লিনিকে চিকিৎসা নিতে আসা বেশির ভাগই শিশু। বাচ্চারা শ্বাসতন্ত্রের নানা ধরনের সংক্রমণ ও নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হচ্ছে। বাচ্চাদের অ্যাজমাও বেড়ে গেছে। আক্রান্ত অনেক শিশুকে দেরিতে তাদের কাছে আনা হচ্ছে। আগেই অভিভাবকরা স্থানীয় ফার্মেসির ওষুধ খাওয়াচ্ছেন। এতে শারীরিক জটিলতা বাড়ছে। বাংলাদেশ শিশু হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউটের (ঢাকা শিশু হাসপাতাল) পরিচালক অধ্যাপক ডা. মাহবুবুল আলম বলেন, শুধু শীতে নয়, এখন বায়ুদূষণেও আক্রান্ত হচ্ছে শিশুরা। জ্বর-সর্দি-কাশি গলায় ইরিটেশন হচ্ছে। দুই বছরের কম বয়সী শিশুদের

৭-এর পাতায় দেখুন

ঘন কুয়াশায় ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েতে পৃথক দুর্ঘটনায় নিহত ৪

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েতে সিরাজদিখান ও শ্রীনগরে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় চার জন নিহত ও আহত হয়েছেন কমপক্ষে ১০ জন। গত বৃহস্পতিবার রাতে ঘন কুয়া

রাজধানীতে সড়ক দুর্ঘটনায় নারী

ধাক্কায় সড়ক দুর্ঘটনার শিকার হয়েছে তারা তা জানা যায়নি। তাদের পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে। মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে রাখা হয়েছে।

শীতার্তদের পৌনে ৭ লাখ

হয়েছে ১১ দশমিক ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা। তেঁতুলিয়া প্রথম শ্রেণির আবহাওয়া অফিসের ভারপ্রাপ্ত সহকারী কর্মকর্তা জিতেন্দ্র নাথ রায় বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। প্রচণ্ড শীতে জবুথবু হয়ে পড়েছে জনজীবন। বিশেষ করে রাতে বেশি শীত অনুভূত হচ্ছে। বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে জনজীবন। শীতের কারণে বেড়েছে শীতজনিত বিভিন্ন রোগব্যাধিতে আক্রান্তের পরিমাণ। প্রতিদিনই জেলা ও উপজেলার হাসপাতালগুলোর বহির্বিভাগে জ্বর, সর্দি, ডায়রিয়া, নিউমোনিয়াসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসা নিচ্ছেন রোগীরা। অপরদিকে গতকালের ন্যায় আজও দেখা নেই সূর্যের। বৃষ্টির মতো টিপটিপ করে ঝরছে কুয়াশা, সঙ্গে হিমেল হাওয়া। সবমিলিয়ে বিপর্যস্ত জনজীবন। ভোর থেকেই রাজধানী ঢেকে গেছে ঘন কুয়াশায়। এতে ব্যাহত হচ্ছে যান চলাচল। হেডলাইট জ্বালিয়েও মিলছে না সুফল। সরেজমিনে কারওয়ান বাজার, তেজগাঁও, মহাখালী, মোহাম্মদপুর, কল্যাণপুর, উত্তরা, বিমানবন্দর ও খিলক্ষেতসহ আশপাশের এলাকা ঘুরে দেখা গেছে, বৃষ্টির মতো ঝিরিঝিরি কুয়াশায় ভিজে গেছে রাস্তাঘাট। যানবাহন চলছে হেডলাইট জ্বালিয়ে। তবে ছুটির দিন হওয়ায় রাস্তাঘাটে মানুষের আনাগোনা তুলনামূলক কম। আর যারাই জীবিকার টানে বের হচ্ছেন বৃষ্টির মতো কুয়াশা আর কনকনে ঠান্ডায় পড়ছেন ভোগান্তিতে। গরম পোশাক গায়ে জড়িয়েও যেন রেহাই মিলছে না।তেজগাঁও রেলস্টেশনের পাশে আগুন জ্বালিয়ে তাপ নিচ্ছিলেন কয়েকজন শ্রমজীবী মানুষ। তারা বলেন, প্রচণ্ড শীত লাগার কারণে আগুন জ্বালিয়ে গরমের তাপ নিচ্ছি। প্রচণ্ড শীত থাকলেও আগুন জ্বালানোর পরে কিছুটা ভালো লাগছে। কারওয়ান বাজার এলাকায় এই প্রতিবেদকের কথা হয় রিকশাচালক আব্দুল মজিদের সঙ্গে। তিনি বলেন, বৃষ্টির মতো কুয়াশা পড়ছে ঠিক, তাই বলে ঘরে বসে থাকলে হবে? খাবো কী? বৌ-বাচ্চারা কষ্ট পাবে, আর আমি চেয়ে চেয়ে দেখবো? এটা হতে পারে না। তাইতো বাধ্য হয়ে রাস্তায় নেমেছি। এক টুকরো গরম কাপড় আর সূর্যের মান ভাঙার দিকে তাকিয়ে আছেন মোহাম্মদপুর এলাকার ছিন্নমূল মানুষ। তাদের কয়েকজনের সঙ্গে কথা হলে তারা বলেন, শীতে কষ্ট হচ্ছে। গরম কাপড় আর কম্বল হলে ভালো হতো। কিন্তু তা কেনার সামর্থ্য কোথায়? বিদ্যমান আবহাওয়া আরও কিছুদিন অপরিবর্তিত থাকবে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস। বৃহস্পতিবার (২ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় আবহাওয়াবিদ মো. ওমর ফারুকের স্বাক্ষর করা এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, আগামী রোববার (৫ জানুয়ারি) সন্ধ্যা পর্যন্ত সারাদেশে দিন ও রাতের তাপমাত্রা বাড়তে পারে। যদিও ঘন কুয়াশার কারণে সারাদেশের কোথাও কোথাও তীব্র শীত অনুভূত হতে পারে। এতে আরও বলা হয়, এ সময় মধ্যরাত থেকে দুপুর পর্যন্ত সারাদেশে মাঝারি থেকে ঘন কুয়াশা পড়তে পারে। এতে বিমান চলাচল, অভ্যন্তরীণ নদী পরিবহন এবং সড়ক যোগাযোগ সাময়িকভাবে ব্যাহত হতে পারে।

থার্টি-ফার্স্ট নাইটে কিশোরকে গুলি

বরণ উপলক্ষে ধামরাইয়ের রোয়াইল ইউনিয়নের রোয়াইল গ্রামে খিচুড়ি খাওয়ার আয়োজন করা হয়। আয়োজকদের মধ্যে একজনের কাছে আগ্নেয়াস্ত্র ছিল। খিচুড়ি খাওয়া নিয়ে তার সঙ্গে দ্বন্দ্বের জেরে আকাশ সরকার নামে এক কিশোরকে গুলি করে সে। পরে ওই কিশোরকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় উদ্ধার করে সাভারের এনাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

হারানো টাকা মালিককে ফিরিয়ে

ট্রাফিক জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার শইমী ইমতিয়াজকে জানান। তখন সেই এনআইডি নম্বরের সূত্র ধরে তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় মোবাইল নম্বর সংগ্রহ করে নাজমুল ইসলামকে ফোন করা হয়। পরে তিনি এলে যাচাই-বাছাই করে টাকা ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

সর্বস্ব কেড়ে নিতে মারমুখী হয়ে

পুলিশের তথ্যমতে, ঢাকা শহরসহ সারা দেশে বেড়েছে ছিনতাইয়ের ঘটনা। পুলিশের দেওয়া তথ্য শুধু মামলার পরিপ্রেক্ষিতে। কিন্তু ছিনতাইয়ের প্রকৃত ঘটনা অনেক বেশি। যার বেশিরভাগই থানায় নথিভুক্ত হচ্ছে না। অধিকাংশ ভুক্তভোগী থানায় অভিযোগ করছেন না, কেউ কেউ হারানো বলে জিডি করছেন। যারা শারীরিকভাবে জখম, মারধর কিংবা নিহতের মতো ঘটনা ঘটছে, কেবল সেসব ক্ষেত্রে হচ্ছে মামলা বা অভিযোগপত্র জমা পড়ছে।

গত ১৮ নভেম্বর রাত সাড়ে ৮টার দিকে ছিনতাইয়ের শিকার হন রবিউল মিল্টন নামে এক যুবক। তিনি এক ফেসবুক পোস্টে লেখেন, অজ্ঞাতনামা ৫ জনের একটি দল আদাবর এলাকা থেকে ল্যাপটপ, মোবাইল ফোন, মানিব্যাগ ছিনতাই করে নিয়ে গেছে। এ সময় চাপাতির চ্যাপ্টা পাশ দিয়ে আমার মাথায় দুটি, চাপাতির উল্টো পাশ দিয়ে বাম পায়ের পেছনে হাঁটুর উপরে এবং ডান হাতের কব্জিতে আঘাত করে। এলাকার ৯ নম্বর এবং ১০ নম্বর গলির মাঝামাঝি থেকে এই ছিনতাইয়ের শিকার হই। ছিনতাইকারীরা পরে ৮ নম্বর গলি থেকে আরও একজনের মোবাইল ফোন ছিনতাই করার পর কয়েকজন তাদের ধাওয়া দিলে একজনের মাথায় চাপাতি দিয়ে কোপ মেরে পালিয়ে যায়। তবে ধাওয়া খেয়ে পালিয়ে যাওয়ার সময় আমার ল্যাপটপের ব্যাগটি ফেলে রেখে যায়। ৭ নম্বর রাস্তার একটি বাড়ির কেয়ারটেকার আমার ব্যাগটি বাড়ির সামনে থেকে পেয়ে সংরক্ষণ করেন। পুলিশ আসার পর আমার ল্যাপটপ বুঝিয়ে দিয়ে থানায় নিয়ে যায় জিডি করানোর জন্য। একই দিন হাফেজ কামরুল হাসান তার বন্ধুদের সঙ্গে সাজেক যাওয়ার জন্য রায়েরবাগ বাসস্ট্যান্ড থেকে সায়েদাবাদ বাসস্ট্যান্ডের উদ্দেশে রওনা করেন। রাত পৌনে ৯টার দিকে যাত্রাবাড়ী ফ্লাইওভারের সায়েদাবাদ এলাকায় নেমে সায়েদাবাদ বাসস্ট্যান্ডে যাওয়ার জন্য ফ্লাইওভার দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। তিনি ফ্লাইওভারের ওপর সাথী আবাসিক হোটেল বরাবর পৌঁছালে কয়েকজন ছিনতাইকারী তার গতিরোধ করে। ছিনতাইকারীরা দেশীয় অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে তার কাছে থাকা নগদ অর্থ ও মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নিতে চায়। বাধা দিলে ধস্তাধস্তি শুরু হয়। ধস্তাধস্তির একপর্যায়ে ছিনতাইকারী ধারালো চাকু দিয়ে তার বুকে আঘাত করে। কামরুল হাসান ফ্লাইওভারের ওপর লুটিয়ে পড়লে ছিনতাইকারীরা তার মোবাইল ফোন নিয়ে পালিয়ে যায়। গুরুতর আহত অবস্থায় কামরুল হাসানকে ফ্লাইওভারের ওপর পড়ে থাকতে দেখে পথচারীরা ধলপুরের ইসলামিয়া হাসপাতালে নিয়ে যায়। পরে মুগদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পর সেখানে মারা যান কামরুল। এ ঘটনায় তার বাবা ইমাম হোসেনের যাত্রাবাড়ী থানায় দায়ের করা একটি হত্যা মামলায় দুই ছিনতাইকারীকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তাদের বয়স ১৬ ও ১৭ বছর। পুলিশ জানিয়েছে, দুজনই মাদকাসক্ত। নেশার টাকা জোগাড় করতে ছিনতাই করেছিল। এদিকে গত ১৬ ডিসেম্বর রাতের একটি ছিনতাইয়ের ঘটনার ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়। সেই ভিডিওতে দেখা যায়, রাজধানীর আসাদ গেট এলাকায় যানজটে স্থবির সড়কে চাপাতি হাতে ঘুরছে তিন যুবক। একপর্যায়ে একটি প্রাইভেটকারের জানালা দিয়ে ছোঁ মেরে মোবাইল ফোন নিয়ে যায় তারা। পুলিশ ও আদালতসংশ্লিষ্ট সূত্রে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, ঢাকার ৫০টি থানা এলাকায় গত সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ১২৫টি ছিনতাইয়ের মামলা হয়েছে। এ সময় একজন ছিনতাইকারীর হাতে নিহত হয়েছেন। গুরুতর জখম হয়েছেন আরও বেশ কয়েকজন। তবে সুনির্দিষ্ট করে ছিনতাইজনিত কোনো জিডির তথ্য নেই পুলিশের কাছে। যদিও এই ক্ষেত্রে ভুক্তভোগীর সংখ্যাই বেশি। ৫ আগস্ট থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ৫ মাসে ছিনতাইকারীর হাতে নিহত হয়েছেন সাতজন। পুলিশ ও অপরাধ বিশেষজ্ঞরা বলছেন, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর নিষ্ক্রিয়তার কারণে এসব ঘটনা বাড়ছে। ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি) বলছে, এ বছরের আগস্ট মাসে পুলিশি কার্যক্রম একেবারেই ভেঙে পড়েছিল। এখনও পুলিশি কার্যক্রম পুরোপুরি স্বাভাবিক হয়নি। পুলিশকে আরও সক্রিয় ও বিট পুলিশিংকে চাঙ্গা করার চেষ্টা চলছে। ৪ মাসে ঢাকায় ছিনতাইয়ের ১২৫ মামলা : গত চারমাসে ঢাকায় ছিনতাইয়ের মামলা হয়েছে ১২৫টি। আর ডাকাতির মামলা ২২টি। গত সেপ্টেম্বরে ছিনতাই মামলা হয়েছে ১৭টি, ডাকাতি ৫, অক্টোবরে ছিনতাই ৩৩টি, ডাকাতি ৬, নভেম্বরে ছিনতাই ৩৮টি, ডাকাতি ২ এবং ডিসেম্বরে ছিনতাই মামলা ৩৭, ডাকাতির ঘটনায় দায়ের করা মামলার সংখ্যা ৯।

ছিনতাইয়ের মামলার তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায়, ঢাকায় মোহাম্মদপুর, খিলগাঁও, হাতিরঝিল ও শাহজাহানপুর থানায় এসব মামলা রুজু হয়। ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে প্রাণ হারালেন অটো চালক পুলিশের ছয় বছরের পরিসংখ্যানে ছিনতাই ২০২৪ সালে ছিনতাইয়ের মামলা ছিল মোট ৮৫৯টি, ২০২৩ সালে যা ছিল ১২২৭টি। যদিও ২০২৪ সালে পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা ছিল। এর আগে ২০২২ সালে ১১২৮টি, ২০২১ সালে ৯৭১, ২০২০ সালে ৯৭৮টি, ২০১৯ সালে ৮৯৬টি ছিনতাইয়ের মামলা রুজু হয়। ছিনতাইয়ের কবলে সাংবাদিকরাও : গত কয়েক মাসে বেশ কয়েকজন সাংবাদিক ঢাকায় ছিনতাইয়ের শিকার হয়েছেন। ছিনতাইয়ের শিকার হয়ে প্রাণ রক্ষার্থে খুইয়েছেন ক্যামেরা, মোবাইল, টাকা আর ব্যাগ। হয়েছেন জখমও। গত ১৬ ডিসেম্বর ছুটির দিন সন্ধ্যার দিকে রাজধানীর মিরপুর সনি সিনেমা হলের সামনে ছিনতাইয়ের শিকার হন জাগো নিউজের জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক মফিজুল ইসলাম সাদিক। তার মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নেওয়া হয়। তিনি বলেন, মোবাইলটি ছোঁ মেরে নিয়ে যায় ছিনতাইকারী। চিৎকার করলেও আমার কথা আশপাশের কেউ শোনেনি। থানায় জিডি করলেও মোবাইল উদ্ধার হয়নি। জাতীয় বিপ্লবী পরিষদের কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক কমিটির সদস্য ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি আজিবুল হক পার্থও ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতের শিকার হন। গত ২২ ডিসেম্বর ধানমন্ডির ৩২ নম্বর রোডসংলগ্ন লেকের পাড়ে এ ঘটনা ঘটে। আহত পার্থ বলেন, আমি সকালবেলা অফিসের দিকে যাচ্ছিলাম। পথে তিনজন যুবক সম্ভবত ছিনতাই করে ফিরছিল। আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম। তারা সরাসরি এসে আমাকে হামলা করে। তাদের একজন আমার হাতে ছুরি দিয়ে আঘাত করে পালিয়ে যায়। তাদের ধারণা ছিল আমি ছিনতাই দেখে ফেলেছি। এর কয়েক মিনিট পর বুঝতে পারি হাতে রক্ত ঝরছে। পাশে একজন লোক ছুটে এসে আমার ব্যাগে থাকা লুঙ্গি দিয়ে হাত বেঁধে দেয়। এরপর হাসপাতালে নিয়ে যায়। রাজধানীতে ছিনতাইকারীদের কবলে পড়েছেন খোদ রিপোর্টারদের সংগঠন ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির (ডিআরইউ) সাধারণ সম্পাদক মাইনুল হাসান সোহেল। গত ২৪ ডিসেম্বর রাতে কর্মস্থল দৈনিক ইনকিলাব থেকে ফেরার পথে মতিঝিলে এ ঘটনা ঘটে। ছিনতাইকারীরা তার মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নিয়ে যায়। মাইনুল হাসান সোহেল বলেন, তারা মোবাইল ফোন টার্গেট করে আমার ওপর হামলা করে এবং মোবাইল ছিনিয়ে নেয়। এ সময় হাত ও পায়ে জখম হয়। প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে বাসায় ফিরেছি। গত ৩ ডিসেম্বর স্যাটেলাইট টেলিভিশন চ্যানেল বৈশাখীর সিনিয়র রিপোর্টার ও অপরাধবিষয়ক অনুষ্ঠান নির্মাতা জে ইউ জুবায়ের ছিনতাইয়ের শিকার হয়েছেন। ছিনতাইকারীরা চাপাতি ও পিস্তল ঠেকিয়ে সঙ্গে থাকা নগদ অর্থসহ তার মানিব্যাগ ও মুঠোফোন নিয়ে যায়। চাপাতির কোপে পায়ে আঘাত পেয়েছেন তিনি। রামপুরা টেলিভিশন ভবনের পেছনে বনশ্রী এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। জে ইউ জুবায়ের জানান, বইমেলার জন্য একটি পাণ্ডুলিপির কাজ শেষ করে লেখক মোবারক হোসেনসহ তিনি অটোরিকশায় গুলশান থেকে বাসায় ফিরছিলেন। বনশ্রী ঢোকার পথে রামপুরা টিভি ভবনের পাশের গলিতে পেছন থেকে একটি মোটরসাইকেল হঠাৎ করেই তাদের রিকশার গতিরোধ করে। মোটরসাইকেলে তিনজন আরোহী ছিল। মাথায় ছিল হেলমেট, মুখে ছিল মাস্ক। একজনের হাতে ছিল চাপাতি, অন্যজনের হাতে ছিল পিস্তল। অস্ত্রের মুখে ছিনতাইকারীরা তাদের কাছ থেকে নগদ অর্থ, মোবাইল ফোন, আইডি কার্ডসহ মানিব্যাগ ছিনিয়ে নিয়ে যায়। জুবায়ের বলেন, সবকিছু লুটে নেওয়ার পরও তারা আমাদের চাপাতি দিয়ে কোপানোর চেষ্টা করে। বিপরীত দিক থেকে একটি পিকআপ চলে আসায় দ্রুত মোটরসাইকেলে উঠে তারা পালিয়ে যায়। গত ১৩ নভেম্বর রাত ৯টা ৩৫ মিনিটের দিকে মোহাম্মদপুরের বসিলা রোডের তিন রাস্তার মোড়ে দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার ফটো সাংবাদিক মো. নাঈমুর রহমান ছিনতাইয়ের শিকার হন। এ সময় তার কাছে থাকা নগদ ৭ হাজার টাকা, ব্যাটারি এবং সনির মেমোরিকার্ডসহ একটি নিকন ডি-৮৫০ ক্যামেরা, একটি নিকন ২৪-১২০ এমএম ক্যামেরার লেন্স, একটি মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নিয়ে যায়। পরে ১৬ নভেম্বর অভিযান চালিয়ে তিনজন ছিনতাইকারীকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ছিনতাই হওয়া ক্যামেরাও উদ্ধার করা হয়। ডিসেম্বরে রেকর্ড ৫৬৪ জনকে গ্রেপ্তার : ডিএমপির মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপ-কমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান জানান, ছিনতাইয়ের অভিযোগ ও থানায় দায়ের করা মামলার পরিপ্রেক্ষিতে ৮৬৪ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এর মধ্যে সেপ্টেম্বরে ২৩ জন, অক্টোবরে ৯১, নভেম্বরে ১৪৮ ও সর্বশেষ ডিসেম্বরে রেকর্ড ৫৬৪ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ডিএমপির এই পরিসংখ্যানই বলছে পুলিশ কতটা তৎপর হয়েছে। সার্বক্ষণিক ডিউটিতে থাকছেন পুলিশ সদস্যরা। ঝুঁকিপূর্ণ, জনবহুল ও ছিনতাইপ্রবণ এলাকায় ডিবিপুলিশ কাজ করছে। আবাসিক এলাকার অলিগলিতে টহলে থাকছে থানাপুলিশ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রিমিনোলজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক এ বি এম নাজমুস সাকিব বলেন, ৫ আগস্টের বড় প্রভাব পুলিশের ওপরে পড়েছে। ভেঙে পড়া মনোবল ও চেইন অব কমান্ড এখনো শক্ত হয়নি। আর বড় সমস্যা পুলিশের গণহারে ঘন ঘন পোস্টিং। এতে করে সোর্সনির্ভর পুলিশিংয়ে বড় সমস্যা হয়। তিনি বলেন, মামলা-মোকদ্দমার হয়রানির ভয় থেকে ভুক্তভোগী অনেকেই পুলিশ কেস বা মামলায় জড়াতে চান না। ফলে যথেষ্ট প্রমাণের অভাবে জামিন পেয়ে আবারও ছিনতাই কাজে জড়িয়ে পড়ছে ছিনতাইকারীরা। শাস্তি নিশ্চিত না হওয়ায় ছিনতাইকারীরা উৎসাহিত হচ্ছে। আবার গ্রেপ্তার হলেও জামিন পেয়ে যাচ্ছে। সম্প্রতি স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী সাংবাদিকদের বলেন, রাজধানীতে ছিনতাই রোধে শেষ রাতে পুলিশি টহল বাড়ানোর জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। শেষ রাতে সাধারণত ছিনতাই হয়, সেজন্য শেষ রাতে যেন টহলটা বাড়িয়ে দেওয়া যায় সেই চেষ্টা করছি। ঢাকায় 'ঝুঁকিপূর্ণ' থানার আশপাশে ২৪ ঘণ্টা টহল দেবে পুলিশ : র‍্যাব সদর দপ্তরের লিগ্যাল অ্যান্ড মিডিয়া উইং পরিচালক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মুনীম ফেরদৌস বলেন, অপরাধ রোধে প্রত্যেকটি ব্যাটালিয়নকে কার্যকরী ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্ট এলাকার অপরাধপ্রবণ জায়গাগুলো চিহ্নিত করে সে অনুযায়ী ব্যবস্থা, বিশেষ করে রাতে টহল কার্যক্রম ও চেকপোস্ট জোরদার করতে বলা হয়েছে।

তিনি বলেন, ছিনতাই মামলার আসামি গ্রেপ্তারের পর বের হয়ে নতুন করে আবারও ছিনতাই অপরাধে জড়াচ্ছে কিনা তা গোয়েন্দা অনুসন্ধানে দেখা হচ্ছে। জানতে চাইলে ডিএমপির অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (ক্রাইম অ্যান্ড অপারেশনস) এস, এন, মো. নজরুল ইসলাম বলেন, ঢাকার ছিনতাইপ্রবণ এলাকাগুলো চিহ্নিত করতে থানাকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে কিছু ছিনতাইপ্রবণ এলাকা শনাক্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। রাতে টহল বৃদ্ধি করা হয়েছে। এ ছাড়া ডিএমপির কন্ট্রোল রুম থেকে ওয়ারলেসে পেট্রোলগুলোর লোকেশন নেওয়া হচ্ছে এবং তারা সজাগ আছে কি না সেটিও তদারকি করা হচ্ছে।

গাজাজুড়ে ২৪ ঘণ্টার

নিহত এবং আরও বেশ কয়েকজন আহত হয়েছে। ফিলিস্তিনি মানবাধিকার গোষ্ঠী আল-হক বলেছেন, গাজায় ইসরায়েলের জোরপূর্বক উচ্ছেদের আদেশ তথাকথিত মানবিক 'নিরাপদ অঞ্চল'সহ ছিটমহলের জনসংখ্যার ওপর আক্রমণের সুবিধার্থে ছক করা হয়েছে। এদিকে জাতিসংঘ গাজার হাসপাতালগুলোকে লক্ষ্যবস্তু করার নিন্দা জানিয়ে বলেছে, চিকিৎসা সুবিধাগুলো সামরিক আক্রমণ এবং অনুপ্রবেশের জন্য সীমাবদ্ধ হওয়া উচিত। গাজায় ইসরায়েলের যুদ্ধে ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর থেকে কমপক্ষে ৪৫ হাজার ৫৮১ ফিলিস্তিনি নিহত এবং এক লাখ আট হাজার ৪৩৮ জন আহত হয়েছে। ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে হামাসের নেতৃত্বাধীন হামলার সময় কমপক্ষে ১১ ৩৯ জন নিহত হয়েছিল এবং ২০০ জনেরও বেশি বন্দী হয়েছিল।

সিপিবির সাবেক সভাপতি শহীদুল্লাহ

দীর্ঘদিন। বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের সভাপতির দায়িত্বও পালন করেছেন অনেক দিন। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিপর্যয়ের পর ১৯৯৩ সালের ১৫ জুন অনুষ্ঠিত হয় সিপিবির বিশেষ জাতীয় সম্মেলন (বিশেষ কংগ্রেস)। এই কংগ্রেসে শহিদুল্লাহ চৌধুরীকে সভাপতি ও মুজাহিদুল ইসলাম সেলিমকে সাধারণ সম্পাদক করে কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা হয়। ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত শহীদুল্লাহ চৌধুরী সিপিবির সভাপতির পদে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬৪ সালে লতিফ বাওয়ানী জুট মিলে সাধারণ শ্রমিক হিসেবে যোগ দেন শহীদুল্লাহ চৌধুরী। তিনি দেশের বিভিন্ন গণ-আন্দোলনে শ্রমিক নেতা হিসেবে ভূমিকা রাখেন।

শেখ হাসিনার পালানোর ঘটনাসহ

সোহরাওয়ার্দী ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। স্বাধীনতার ঘোষণায় স্থান পেয়েছেন মেজর জিয়াউর রহমান। জুলাই আন্দোলনে রাজধানীর বাড্ডায় হেলিকপ্টার থেকে ছাত্র-জনতার ওপর গুলি করার বিষয়টি পাঠ্যবইয়ে কার্টুনের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। জুলাই আন্দোলনে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী শহীদ হওয়া আবু সাঈদ ও মীর মাহফুজুর রহমান মুগ্ধের নাম যুক্ত করা হয়েছে। নতুন পাঠ্যবইয়ে জন-আন্দোলনে স্বৈরাচার শেখ হাসিনা সরকারের গণভবন ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার বিষয়টিও উঠে এসেছে। এনসিটিবির তথ্য মতে, ষষ্ঠ শ্রেণির চারুপাঠে 'কার্টুন, ব্যঙ্গচিত্র ও পোস্টারের ভাষা' শিরোনামে একটি লেখা ছাপানো হয়েছে। কার্টুনের ছবির মাধ্যমে যে প্রতিবাদ বা বিদ্রোহের প্রকাশ ঘটে, তা দেখানো হয়েছে এই লেখায়। এখানে বলা হয়েছে, '৬৯-এর গণ অভ্যুত্থান থেকে শুরু করে ২০২৪ সালের জুলাই গণঅভ্যুত্থান পর্যন্ত বারবার কার্টুনে প্রতিবাদের প্রকাশ দেখা গেছে। জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সময় সারা দেশের দেয়ালে দেয়ালে অসংখ্য গ্রাফিতির কথাও বলা হয় এই লেখায়। এই লেখায় কার্টুনের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে হেলিকপ্টার থেকে গুলি ছোড়ার চিত্র। পঞ্চম শ্রেণির বাংলা বইয়ে যুক্ত করা হয়েছে 'আমরা তোমাদের ভুলব না' অধ্যায়টি। দেশের জন্য যুদ্ধ করে শহীদ মীর নিসার আলী তিতুমীর, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, শহীদ মতিয়ুর রহমান মল্লিক, সার্জেন্ট জহুরুল হক, ড. মুহম্মদ শামসুজ্জোহা, নূর হোসেনসহ বিভিন্ন শহীদের তথ্য তুলে ধরা হয়। এই অধ্যায়ের সংযোজন করা হয় জুলাই আন্দোলনে বিশ্ববিদ্যালয়শিক্ষার্থী শহীদ হওয়া আবু সাঈদ ও মীর মাহফুজুর রহমান মুগ্ধের নাম। এই অধ্যায়ে বলা হয়েছে, অধিকারের দাবি ও বৈষম্যের কথা বলতে গিয়ে ২০২৪ সালে রাস্তায় নামেন শিক্ষার্থীরা। সরকারি বাহিনী নির্মমভাবে সেই আন্দোলন দমন করতে চায়। পুলিশের অত্যাচারের বিরুদ্ধে রংপুরে ছাত্রনেতা আবু সাঈদ দুই হাত প্রসারিত করে দাঁড়ান। পুলিশ তাকে খুব কাছ থেকে গুলি করে হত্যা করে। এতে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। সারা দেশের মানুষ রাস্তায় নেমে আসে, বিশাল গণঅভ্যুত্থানের সৃষ্টি হয়। আরও বলা হয়, রাজধানীর উত্তরায় শিক্ষার্থী মুগ্ধ আন্দোলনরত সবাইকে পানি বিতরণ করতে করতে নিহত হন। নবম ও দশম শ্রেণির বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বইয়ে 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা' অধ্যায়ে বলা হয়েছে, ২৬ মার্চ মেজর জিয়াউর রহমান চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এরপর তিনি ২৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে আবারও স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। নবম ও দশম শ্রেণির বাংলা সাহিত্য বইয়ে স্থান দেওয়া হয়েছে 'আমাদের নতুন গৌরবগাঁথা' অধ্যায়। এ অধ্যায়ে গণ-আন্দোলনে শেখ হাসিনা সরকারের গণভবন ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার তথ্য উঠে এসেছে। এখানে বলা হয়, সেদিন ৫ আগস্ট ২০২৪- ৩৬শে জুলাই। বাংলাদেশের ক্যালেন্ডার জুলাইতে থেমে গেছে। শুধু দেশ নয় সারা দুনিয়ার মানুষ তাকিয়ে আছে বাংলাদেশের দিকে। আন্দোলনকারী ছাত্র-জনতা এক দফা দাবি পেশ করেছে। সারা দেশ থেকে মানুষ ঢাকায় ছুটছে। ঘেরাও করবে গণভবন। মূলোৎপাটন করবে শাসনক্ষমতা আঁকড়ে থাকা ফ্যাসিবাদী শাসককে। কারফিউ উপেক্ষা করে ঢাকার উত্তরার পথে মানুষের দেখা মিলল। যাত্রাবাড়ীর দিকে মানুষ জড়ো হতে থাকল ধীরে ধীরে। নামল মানুষের ঢল। জনতা গণভবনে পৌঁছে যায় দুপুর নাগাদ। পতন অত্যাসন্ন টের পেয়ে স্বৈরাচার সরকারপ্রধান পালিয়ে যান দেশ ছেড়ে। এ অধ্যায় আরও বলা হয়, ২০২৪ সালের শুরুতে প্রহসনের নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করে সরকার। উঠে আসে বিভিন্ন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুল-কলেজ- মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের অবদানের কথাও। এ অধ্যায়ে বলা হয়, সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলো বন্ধ করে দেওয়ার পর আন্দোলন কর্মসূচি গতি হারাতে পারত। কিন্তু বিভিন্ন প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসাশিক্ষার্থীরা তখন ব্যাপকভাবে এগিয়ে আসেন। এই পাঠ্য বইয়ে আওয়ামী আমলের দীর্ঘ দুঃশাসনের কথাও উঠে আসে। সামান্য দাবির কারণে নির্বিচারের নির্যাতন আর গুম-খুন করা হয়েছে- বলে পাঠ্যবইয়ে উল্লেখ করা হয়। এ অধ্যায়ে বছরের পর বছর ব্যাংকসহ বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান লুট হওয়াও উঠে আসে। এতে আরও বলা হয়, সাবেক সরকারের দানবীয় শাসন চালানোর জন্য মুক্তিযুদ্ধের গল্প ছিল প্রধান অবলম্বন। কিন্তু লোকে দেখল হাজার সার্টিফিকেটধারী মুক্তিযোদ্ধার জন্ম হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের পরে। জাল সনদ সংগ্রহ করে চাকরির সুবিধা নিয়েছে অনেকে। সরকার সব অনিয়ম অবৈধতাকে ঢেকে দিতে চেয়েছে অবকাঠামোগত 'উন্নয়নের গল্প' দিয়ে। সপ্তম শ্রেণির বাংলা বইয়ে যুক্ত করা হয়েছে জুলাই আন্দোলন নিয়ে 'সিঁথি' নামে কবিতা। কবিতায় বলা হয়েছে, ভাই মরলো রংপুরে সেই/ রংপুরই তো বাংলাদেশ। কবিতায় বলা হয়, খোদার আরশ কাঁইপা ওঠে/ শুইনা বাপের হাহাকার/ একটা মানুষ মারার লাগি/ কয়টা গুলি লাগে ছার? আন্দোলন চলাকালে একজনকে মারতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর উপর্যুপরি গুলির বিষয়টিও উঠে এসেছে। তৃতীয় শ্রেণির বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বইয়ে অধ্যায় যুক্ত করা হয়েছে 'আমাদের চার নেতা'। চার নেতার বিবরণীতে তথ্য দেওয়া হয়েছে, শেরেবাংলা একে ফজলুল হক, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের। এই বইয়ে প্রত্যেকের ছবিসহ তাদের সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। আর গত বছর তৃতীয় শ্রেণির বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বইয়ে থাকা 'আমাদের জাতির পিতা' অধ

ঘন কুয়াশায় ঢাকা-মাওয়া

হাসপাতালে পাঠানো হয়। আর চার জনকে হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। বাকিদের ছেড়ে দেওয়া হয় বলে জানান চিকিৎসক। এদিকে হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, গতকাল শুক্রবার ভোর সাড়ে ৪টার দিকে এক্সপ্রেসওয়ের শ্রীনগর হাঁসাড়ায় অন্য একটি বাস দুর্ঘটনায় দুই জন নিহত হয়েছেন। তাদের পরিচয় পাওয়া যায়নি। লাশ দুটি হাঁসাড়া হাইওয়ে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে জানান শ্রীনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. ক্যামেলিয়া সরকার। ওসি আব্দুল কাদের জিলানী জানান, ঘন কুয়াশায় অজ্ঞাত গাড়ির ধাক্কার পূর্বাশা পরিবহন বাসটির ২ যাত্রী নিহত হয়েছে। ভোর সাড়ে ৪টার দিকে শ্রীনগরের হাঁসাড়া এলাকার ঢাকাগামী সার্ভিস লেনের সড়কে এই ঘটনা ঘটে। প্রথমে তাদের উদ্ধার করে শ্রীনগর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এ নিয়ে গেলে সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে ঢাকা মিটফোর্ড হাসপাতালে নেওয়ার পথে তাদের মৃত্যু হয়। লাশ মিটফোর্ড হাসপাতাল রয়েছে।

ঠান্ডাজনিত রোগে আক্রান্ত

ব্রংকিউলাইটিস এবং দুই বছরের বেশি বয়সি শিশুদের নিউমোনিয়া দেখা দিচ্ছে। যাদের অ্যাজমা আছে, শীতে তা বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। শীতে শিশুদের ডায়রিয়ার ঝুঁকিও থাকে। গরমের তুলনায় শীতকালে শিশুদের তুলনামূলক পানি কম খাওয়ানো হয় উল্লেখ করে তিনি বলেন, এই বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে। যাতে শিশুরা শীতে পর্যাপ্ত পানি পান করে। বাসায় বড়দের যদি জ্বর-সর্দি-কাশি হয়, তাহলে তারা যেন বাসায় মাস্ক ব্যবহার করেন। কারণ তারা যখন হাঁচি, কাশি দেবেন তা দ্বারা শিশুরা যেন সংক্রমিত না হয়। শিশুদের বিষয়ে বিশেষ যত্ন নিতে হবে। ঢাকা শিশু হাসপাতালের শিশু রেসপিরেটরি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডা. নাবিলা আকন্দ বলেন, নিউমোনিয়ার লক্ষণ হচ্ছে- কাশি, তার সঙ্গে জ্বর, শ্বাসতন্ত্রের জটিলতার জন্য শ্বাসকষ্ট হতে পারে। খেতে না পারা, বমি করে দেওয়া। নবজাতকের শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি যদি মিনিটে ৬০ বার থাকে, নবজাতক পরবর্তী এক বছর বয়সি শিশুর শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি যদি ৫০ বার বা তার অধিক হয় এবং এক বছর থেকে ৫ বছর বয়সি শিশুর শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি মিনিটে যদি ৪০ বার বা তার বেশি হয় তাহলে ধরে নিতে হবে অবশ্যই ঝুঁকি আছে। তখন বাসায় বসে না থেকে অবশ্যই শিশুকে চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যেতে হবে। ছয় মাসের কম বয়সী শিশুদের জন্য বুকের দুধ খাওয়ানো খুবই জরুরি উল্লেখ করে তিনি বলেন, শুধু বুকের দুধপানে স্বাস্থ্যঝুঁকি অনেকটা কমে যায়। সময়মতো টিকাগুলো দিতে হবে। যাদের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা কম, দুর্বল প্রকৃতির শিশু, যাদের নিউমোনিয়া বারবার হয় বা হওয়ার আশঙ্কা আছে, তাদের জন্য সরকারি টিকার পাশাপাশি প্রতিবছর ইনফ্লুয়েঞ্জার টিকা নিতে পারলে নিউমোনিয়ার ঝুঁকি কমে আসবে বলে জানান তিনি। এদিকে শুক্রবার (৩ জানুয়ারি) সকাল ৯টায় দেশে তাপমাত্রা রেকর্ড হয়েছে ৮ দশমিক ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এর আগে সকাল ৬টায় তাপমাত্রা রেকর্ড হয়েছে ৮ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ২ জানুয়ারি সকাল ৯টায় রেকর্ড হয়েছে ১১ দশমিক ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা। তেঁতুলিয়া প্রথম শ্রেণির আবহাওয়া অফিসের ভারপ্রাপ্ত সহকারী কর্মকর্তা জিতেন্দ্র নাথ রায় বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। প্রচণ্ড শীতে জবুথবু হয়ে পড়েছে জনজীবন। বিশেষ করে রাতে বেশি শীত অনুভূত হচ্ছে। বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে জনজীবন। শীতের কারণে বেড়েছে শীতজনিত বিভিন্ন রোগব্যাধিতে আক্রান্তের পরিমাণ। প্রতিদিনই জেলা ও উপজেলার হাসপাতালগুলোর বহির্বিভাগে জ্বর, সর্দি, ডায়রিয়া, নিউমোনিয়াসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসা নিচ্ছেন রোগীরা। অপরদিকে গতকালের ন্যায় আজও দেখা নেই সূর্যের। বৃষ্টির মতো টিপটিপ করে ঝরছে কুয়াশা, সঙ্গে হিমেল হাওয়া। সবমিলিয়ে বিপর্যস্ত জনজীবন। ভোর থেকেই রাজধানী ঢেকে গেছে ঘন কুয়াশায়। এতে ব্যাহত হচ্ছে যান চলাচল। হেডলাইট জ্বালিয়েও মিলছে না সুফল। সরেজমিনে কারওয়ান বাজার, তেজগাঁও, মহাখালী, মোহাম্মদপুর, কল্যাণপুর, উত্তরা, বিমানবন্দর ও খিলক্ষেতসহ আশপাশের এলাকা ঘুরে দেখা গেছে, বৃষ্টির মতো ঝিরিঝিরি কুয়াশায় ভিজে গেছে রাস্তাঘাট। যানবাহন চলছে হেডলাইট জ্বালিয়ে। তবে ছুটির দিন হওয়ায় রাস্তাঘাটে মানুষের আনাগোনা তুলনামূলক কম। আর যারাই জীবিকার টানে বের হচ্ছেন বৃষ্টির মতো কুয়াশা আর কনকনে ঠান্ডায় পড়ছেন ভোগান্তিতে। গরম পোশাক গায়ে জড়িয়েও যেন রেহাই মিলছে না। তেজগাঁও রেলস্টেশনের পাশে আগুন জ্বালিয়ে তাপ নিচ্ছিলেন কয়েকজন শ্রমজীবী মানুষ। তারা বলেন, প্রচণ্ড শীত লাগার কারণে আগুন জ্বালিয়ে গরমের তাপ নিচ্ছি। প্রচণ্ড শীত থাকলেও আগুন জ্বালানোর পরে কিছুটা ভালো লাগছে। কারওয়ান বাজার এলাকায় এই প্রতিবেদকের কথা হয় রিকশাচালক আব্দুল মজিদের সঙ্গে। তিনি বলেন, বৃষ্টির মতো কুয়াশা পড়ছে ঠিক, তাই বলে ঘরে বসে থাকলে হবে? খাবো কী? বৌ-বাচ্চারা কষ্ট পাবে, আর আমি চেয়ে চেয়ে দেখবো? এটা হতে পারে না। তাইতো বাধ্য হয়ে রাস্তায় নেমেছি। এক টুকরো গরম কাপড় আর সূর্যের মান ভাঙার দিকে তাকিয়ে আছেন মোহাম্মদপুর এলাকার ছিন্নমূল মানুষ। তাদের কয়েকজনের সঙ্গে কথা হলে তারা বলেন, শীতে কষ্ট হচ্ছে। গরম কাপড় আর কম্বল হলে ভালো হতো। কিন্তু তা কেনার সামর্থ্য কোথায়? বিদ্যমান আবহাওয়া আরও কিছুদিন অপরিবর্তিত থাকবে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস। বৃহস্পতিবার (২ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় আবহাওয়াবিদ মো. ওমর ফারুকের স্বাক্ষর করা এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, আগামী রোববার (৫ জানুয়ারি) সন্ধ্যা পর্যন্ত সারাদেশে দিন ও রাতের তাপমাত্রা বাড়তে পারে। যদিও ঘন কুয়াশার কারণে সারাদেশের কোথাও কোথাও তীব্র শীত অনুভূত হতে পারে। এতে আরও বলা হয়, এ সময় মধ্যরাত থেকে দুপুর পর্যন্ত সারাদেশে মাঝারি থেকে ঘন কুয়াশা পড়তে পারে। এতে বিমান চলাচল, অভ্যন্তরীণ নদী পরিবহন এবং সড়ক যোগাযোগ সাময়িকভাবে ব্যাহত হতে পারে।

নারায়ণগঞ্জে বিএনপির মিছিলে গুলি

করে বিএনপির নেতাকর্মীরা। শহরের দুই নল রেলগেট এলাকায় র‍্যালিতে বাধা দিলে পুলিশের সঙ্গে বিএনপি নেতাকর্মীদের সংঘর্ষ হয়। এসময় সংঘর্ষে চায়নিজ রাইফেলের গুলিতে যুবদলের নেতা শাওন নিহত হন। এ ঘটনার পর ঘটনাস্থলে উপস্থিত অনেকেই কনককে চাইনিজ রাইফেল হাতে গুলি চালাতে দেখা গেছে বলে অভিযোগ করেছিলেন। গুলি করার বেশ কয়েকটি ছবিও সেসময় গণমাধ্যমে এসেছিল।

ঝুঁকিপূর্ণ রেলওয়ে গার্ডার ব্রিজে

পাকশী বিভাগীয় রেলওয়ের পরিবহণ কর্মকর্তা (ডিটিও) মোছা. হাসিনা বেগম জানান, পশ্চিমাঞ্চল রেলওয়ে পাকশী বিভাগীয় রেলওয়ের আওতায় ২১৪ নাম্বার ব্রিজের ওপর দিয়ে ২২ জোড়া অর্থাৎ ৪৪টি ট্রেন চলাচল করে। তার মধ্যে ২০ জোড়া আন্তঃনগর ২ জোড়া মেইল ও ২ জোড়া লোকাল রয়েছে। শুধুমাত্র ১২ জোড়া আন্তঃনগর ট্রেন ঢাকা অভিমুখে চলাচল করে। ঢাকাগামী আন্তঃনগরগুলো হলো- রাজশাহী থেকে ছেড়ে আসা ঢাকা অভিমুখী বনলতা এক্সপ্রেস, সিল্কিসিটি এক্সপ্রেস, পদ্মা এক্সপ্রেস, ধূমকেতু, মধুমতি এক্সপ্রেস। পঞ্চগড় থেকে ছেড়ে আসা ঢাকাগামী একতা এক্সপ্রেস, দ্রুতযান এক্সপ্রেস, চিলাহাটি থেকে ছেড়ে আসা ঢাকাগামী চিলাহাটি এক্সপ্রেস, নীল সাগর এক্সপ্রেস, রংপুর থেকে ছেড়ে আসা ঢাকাগামী রংপুর এক্সপ্রেস, লালমনিরহাট থেকে ছেড়ে আসা ঢাকাগামী লালমনি এক্সপ্রেস, বুড়িমাড়ী থেকে ছেড়ে যাওয়া ঢাকাগামী বুড়িমাড়ী এক্সপ্রেস, কুড়িগ্রাম থেকে ছেড়ে যাওয়া কুড়িগ্রাম এক্সপ্রেস। পশ্চিমাঞ্চল রেলওয়ের পাকশী বিভাগীয় রেলওয়ে প্রকৌশলী-২ বীরবল মণ্ডল জানান, ঈশ্বরদী জংশন স্টেশন আজিমনগর রেলস্টেশনের মধ্যবর্তী ২১৪ নাম্বার গার্ডার ব্রিজটি প্রায় দেড়শ বছরের পুরোনো রেলব্রিজ। ব্রিজটি নির্মাণের পর কখনোই সংস্কার হয়নি। ১৬০ ফুট লম্বা ব্রিজটির আয়ুষ্কাল পেরিয়েও ৫০ বছর অতিক্রম করেছে। রেলওয়ে ব্রিজটি নির্মাণের সময় যে ধারণ ক্ষমতা ছিল, কিন্তু এই রেলপথ দিয়ে উত্তর-দক্ষিণাঞ্চলের মধ্যে যাত্রীবাহী ৪৪টি ট্রেন সপ্তাহের একদিন ছাড়া প্রতিদিনই চলাচল করে। এছাড়া অতিরিক্ত লোডের ধারণক্ষমতা সম্পন্ন ট্রেন যাতায়াত করার কারণে ব্রিজটির পিলার-বেডব্লকগুলোতে ফাটল ধরেছে। ট্রেনগুলো অতিক্রম করার সময় কেঁপে ওঠে পিলারগুলো। দ্রুত ব্রিজটির সংস্কার দরকার। যে ব্রিজটি খুবই ঝুঁকিপূর্ণ তখন ডেডস্টপ ঘোষণা করা হয়। ডিএন২ বীরবল মণ্ডল আরও জানান, পাকশী বিভাগীয় রেলওয়ের আওতায় সর্বমোট ৫৬১টি বড়-ছোট গার্ডার ব্রিজ ও কালভার্ট ব্রিজ রয়েছে। সবগুলো ব্রিজ সেই ব্রিটিশ আমলে তৈরি। তার মধ্যে গত বছরে ৫টি গুরুত্বপূর্ণ রেলওয়ে ব্রিজ সংস্কার করা হয়েছে। এ বছরে ঈশ্বরদী-রাজশাহী রুটে বড় দুইটি গার্ডার ব্রিজ ও ঈশ্বরদী-পার্বতীপুর রেলরুটে ছয়টি ব্রিজ নতুন করে সংস্কার করা হয়েছে। ওই আটটি ব্রিজ অতিক্রম করে যে আন্তঃনগর-মেইল-লোকাল ট্রেন ২১৪ নাম্বার ব্রিজ দিয়ে আসা- যাওয়া করে। এই ব্রিজটি এখন খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। দ্রুত সংস্কার কাজ শুরু হবে। পশ্চিমাঞ্চল রেলওয়ের প্রধান প্রকৌশলী আসাদুল হক আসাদ জানান, মানুষ এখন ট্রেনমুখী। ভ্রমণ নিরাপদ ও স্বাচ্ছন্দ্যদায়ক হওয়ার কারণেই মানুষ ট্রেনেই চড়ে। বাংলাদেশ রেলওয়ে যেহেতু একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। নিরাপদে যাত্রীবাহী ট্রেনগুলো যেন চলতে পারে, যেন কোনো অসুবিধাই না হয়। আমরা সব পুরোনো ব্রিজগুলো পরিদর্শন করেছি, ঝুঁকিপূর্ণ ব্রিজ চিহ্নিত করেছি। প্রধান প্রকৌশলী আসাদুল হক আসাদ আরও জানান, রেলপথ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশক্রমে, ব্রিটিশ আমলে নির্মিত ব্রিজগুলো আমরা প্রকল্পের মাধ্যমে ইতোমধ্যে সবচাইতে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ ব্রিজ সংস্কার কাজ শেষ করেছি। পর্যায়ক্রমে ঝুঁকিপূর্ণ ব্রিজগুলো সংস্কার করা হবে, পশ্চিমাঞ্চল রেলওয়েতে ঝুঁকিপূর্ণ কোনো ব্রিজ থাকবে না। উল্লেখ্য, ১৮৭৪ সালে ট্রেন চালু হওয়ার পর ভারতের জলপাইগুঁড়ি, দার্জিলিং, শিয়ালদহে ট্রেন চলাচল করতো। সে সময় দার্জিলিং মেইল নামে একটি ট্রেন এ রুটে চলাচল করত। ওই সময় ব্রিজটি নির্মাণ করে তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার।

বাংলামোটরে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ

বাংলামোটর এলাকায় ভিক্ষাভিত্তি করে জীবন চালাতেন ওই নারী। তার পরিচয় নির্ণয়ে কাজ করছে সিআইডি ক্রাইম সিন ইউনিট।

জামায়াতের বক্তব্যের প্রতিবাদ

১৫ বছর জাতি প্রত্যক্ষ করেছে। এক জাতি এক নেতা এক দেশ- অপ্রতিরোধ্য করার পরিণতিও আমরা দেখেছি। এবার ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মাধ্যমে যে নজিরবিহীন পরিবর্তন ঘটেছে, তাকে আত্মসাৎ করার প্রবণতা থেকে সব পক্ষকেই সতর্ক থাকতে হবে। এর আগে, গত ১৩ ডিসেম্বর জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান বলেন, দেশে পরীক্ষিত দুটি দেশপ্রেমিক শক্তি আছে, এর একটা সেনাবাহিনী আরেকটা জামায়াতে ইসলামী।

দুই সপ্তাহের ব্যবধানে স্বর্ণের দাম

এবং ভূরাজনৈতিক উত্তেজনা মূল্যবান এই ধাতুটির দরকে রেকর্ড উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিল, যা বছরে ২৭ শতাংশ বেড়ে যায়। বিশ্লেষকরা বলছেন, নতুন বছরের শুরুতে মুনাফা সমন্বয়ের পর স্বর্ণের দাম ফের বাড়তে থাকে। ২০২৫ সালে প্রতি আউন্স স্বর্ণের দাম ৩ হাজার ডলার পর্যন্ত হতে পারে বলে অনুমান করছেন। অন্যান্য ধাতুর মধ্যে রুপার দর ২ দশমিক ১ শতাংশ বেড়ে ২৯ দশমিক ৪৮ ডলার, প্লাটিনামের দর ২ দশমিক ১ শতাংশ বেড়ে ৯২২ দশমিক ৮৫ ডলার এবং প্যালাডিয়ামের দাম ১ দশমিক ৩ শতাংশ বেড়ে ৯২২ দশমিক ৪ ডলার হয়েছে।

প্রতি হাটে দেড় থেকে দুই কোটি

মহাসড়ক ঘেঁষে স্থানীয় সরোজগঞ্জ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মাঠে এ হাটের অবস্থান। ভোর থেকে দুপুর পর্যন্ত চলে বেচাকেনা। তবে ট্রাক লোডসহ অন্যান্য কার্যক্রম চলে সন্ধ্যা অবধি। প্রতি সপ্তাহে এ হাটে প্রায় দেড় থেকে দুই কোটি টাকার গুড় বেচাকেনা হয়। মাটির হাঁড়ি বা ভাঁড়ের আকার ও ওজনভেদে দাম ওঠানামা করে। প্রতিকেজি গুড় ২০০-২৫০ টাকা এবং এক ভাঁড় গুড় ৯০০-২৬০০ টাকা পর্যন্ত বিক্রি হয়। হাট সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, প্রতিবছর এ হাট থেকে বেচাকেনার পরিমাণ দাঁড়ায় ৫০-৬০ কোটি টাকা। ঢাকা, চট্টগ্রাম, মেহেরপুর, কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ, পাবনা, বরিশাল, ময়মনসিংহ, মাগুরা, রাজবাড়ী, পঞ্চগড়, সিলেট, খুলনা, রংপুর, রাজশাহীসহ দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে ক্রেতারা আসেন গুড় কিনতে। জিল্লুর রহমান নামের একজন ব্যবসায়ী বলেন, 'গুড়ের দাম বেড়েছে। প্রতি ভাঁড় (গুড় রাখার পাত্র) গুড় ওজনভেদে ৯০০-২৬০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। তবে চিনির দাম বেড়ে যাওয়ায় গুড়ে ভেজাল বন্ধ হয়েছে। এ হাটের ঝোলাগুড় ও নলেন পাটালি সারাদেশে বিখ্যাত। পাবনা থেকে আসা ব্যবসায়ী শহীদুল ইসলাম বলেন, 'এবার গুড়ের দাম বেশি কিন্তু সরবরাহ কম। তবে গুড়ে ভেজাল নেই। এছাড়া এ হাটে ব্যাপারীরা বেশ নিরাপত্তা পান। তাই ইচ্ছেমতো গুড় কেনা যায়।' গুড় কিনতে এসেছেন আব্দুর রউফ। তিনি বলেন, 'এই হাটে ভেজালমুক্ত গুড়-পাটালি পাওয়া যায় বলেই এর সুনাম সারাদেশে। তবে দাম কিছুটা বেশি এই হাটে।' হাট ঘুরে দেখা যায়, খেজুর গুড়ভর্তি মাটির ভাঁড় ও নলেন গুড়ের পাটালি পুরো হাটজুড়ে সাজানো রয়েছে। ক্রেতা-বিক্রেতারা যাচাই করে দেখছেন। দরদাম ঠিক হলে ওজন করে ভর্তি করা হচ্ছে ট্রাকে। আবার কেউ কেউ নিজের বাড়ি বা আত্মীয়ের বাড়ি পাঠানোর জন্যও কিনছেন। হাটের প্রবেশ পথের দুই ধারে বসে কৃষকরা কাঠায় করে তাদের বাড়িতে তৈরি পাটালি বিক্রি করছেন। পাটালির দোকান পার হয়ে যত ভেতরে যাওয়া হয়, বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে ততই চোখে পড়ে সারি সারি সাজানো গুড়ের ভাঁড়। সেইসঙ্গে ক্রেতা-বিক্রেতা ও শ্রমিকদের কর্মযজ্ঞ। স্থানীয়রা জানান, প্রতিবছর শীত মৌসুমে সারাদেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি খেজুর গুড়ের বেচাকেনা হয় এই হাটে। স্বাদে ও গন্ধে এখানকার গুড় অতুলনীয়। মৌসুমের প্রায় পুরো সময়জুড়ে হাজারো ক্রেতা-বিক্রেতার ভিড়ে জমজমাট থাকে এই হাট। স্থানীয় পাইকার, মহাজন এবং বিভিন্ন মোকাম থেকে আসা ব্যাপারীরা এমনটাই দাবি করেন। স্থানীয় গুড় ব্যবসায়ী উজ্জ্বল কুমার অধিকারী বলেন, 'আমাদের গুড়টা সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, পাবনা ও ঢাকাসহ সারাদেশে যায়। বাপ-দাদার মুখে শুনে আসছি, এটা ৩০০ বছরের পুরোনো দেশের সর্ববৃহৎ হাট।' চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার বোয়ালিয়া গ্রামের গুড় ব্যবসায়ী বাবুল বলেন, 'এ হাটে খাঁটি গুড় পাওয়া যায়। এখানকার গুড়ে কোনো ভেজাল নেই। বহু জায়গা থেকে ব্যাপারী আসে এখানে।'

শামসুল মিয়া নামের একজন চাষি বলেন, 'গতবছর ২৫টি গাছ প্রস্তুত ছিল। এবার সে সংখ্যা কমে ১২টিতে নেমেছে। গাছ থেকে যেটুকু রস পাওয়া যাচ্ছে তা দিয়ে গুড় তৈরি করা হচ্ছে।' বর্তমানে সরোজগঞ্জ গুড়ের হাট পরিচালনার দায়িত্বে আছেন মো. আলাউদ্দিন আলা। তিনি জানান, এই হাট থেকে রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় গুড় সরবরাহ করা হয়। প্রতি হাটের দিন গড়ে ২৫০ টন বা এর কমবেশি খেজুর গুড় বিক্রি হয়। যার বিক্রয়মূল্য দেড় থেকে দুই কোটি টাকার মতো। তিনি আরও বলেন, সরোজগঞ্জ হাটে বিক্রি হওয়া বেশিরভাগ গুড়ই এলাকার কৃষক বা গাছিরা বাড়িতে যত্নের সঙ্গে তৈরি করেন। এতে চিনি বা কোনো রাসায়নিক পদার্থ নেই। কিছুটা খয়েরি রঙের হলেও এসব গুড় পুরোটাই খাঁটি। চুয়াডাঙ্গা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে জেলায় দুই লাখ ৭২ হাজার খেজুরগাছ রয়েছে। এর অর্ধেকই সদর উপজেলায়। এ জেলা থেকে প্রতি মৌসুমে প্রায় দুই হাজার ৭০০ মেট্রিক টন গুড় উৎপাদিত হয়। তবে গাছিদের অভাব এবং নতুন করে গাছ রোপণ না করায় খেজুর গাছের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। প্রতিনিয়ত বাড়ছে চাহিদা, যারফলে তুলমামূলক উৎপাদন কম হচ্ছে। বর্তমানে এ জেলায় দুই লাখ ৭২ হাজারের মতো খেজুর গাছ আছে। আর প্রতি মৌসুমে গড়ে প্রায় ২ হাজার ৭০০ মেট্রিক টন গুড় উৎপাদিত হয়। এরসঙ্গে প্রায় ১০-১২ হাজার মানুষের জীবিকা জড়িত। চুয়াডাঙ্গা জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক মাসুদুর রহমান সরকার বলেন, শীত মৌসুমে প্রতিটি গাছ থেকে অন্তত ১০-১২ কেজি গুড় পাওয়া যায়। সে হিসেবে প্রতিবছর গড়ে দুই হাজার ৭০০ মেট্রিক টন গুড় উৎপাদিত হয়। সরোজগঞ্জ খেজুর গুড়ের দেশের প্রধান হাট। এখানে সপ্তাহে প্রায় দুই কোটি টাকার গুড় বেচাকেনা হয়। তিনি আরও বলেন, নানা কারণে গাছের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। গাছের সংখ্যা বৃদ্ধি না পেলে ভবিষ্যতে গুড়ের উৎপাদন কমে যাবে। এতে ঐতিহ্যবাহী সরোজগঞ্জ হাটের ওপর দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব পড়তে পারে। খেজুর গাছ রোপণে কৃষকদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

হাসিনা দেশে এলে সব খুনের হিসাব

ক্যাসেট বাজাচ্ছেন। এসব ভুয়া ক্যাসেট ভুলে বাজাচ্ছেন কি না? নাকি তাদের মাথায় সমস্যা আছে, তা দেখতে হবে। মুক্তিযোদ্ধারা স্বাধীনতা এনে দিলেও এখন পর্যন্ত এর সুফল পায়নি মানুষ। কিন্তু ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতা নতুন স্বাধীনতার স্বাদ এনে দিয়েছে। এখন দেশের শান্তির জন্য দরকার আল্লাহর আইন। এছাড়া ভুয়া মুক্তিযোদ্ধাদের ভাতা বন্ধ করে শহীদ পরিবারের সদস্যদের পুনর্বাসনের আহ্বানও জানান বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় এ নেতা।

বিদ্যুতের খুঁটিতে মোটরসাইকেলের

করে গোবিন্দগঞ্জ হাইওয়ে থানার ওসি মোজাফফার হোসেন জানান, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠিয়ে লাশ উদ্ধার করা হয়। পরে আইনি প্রক্রিয়া শেষে স্বজনদের কাছে লাশ হস্তান্তর করা হয়েছে।

সংস্কার শেষে নির্বাচন দিয়ে নিজ

সংহতি জানিয়েছিলেন। "আওয়ামী লীগ বিভিন্ন দলের দেশপ্রেমিক নেতাকর্মীদের ওপর নির্যাতন চালিয়েছে। নির্বাচন তাদের জন্য, যারা দেশের মাটিকে আমানত মনে করে। আমরা চাই অতিদ্রুত সংস্কার করে দেশে একটি নির্বাচন হোক। আশা করি তারা (আন্তর্বর্তীকালীন সরকার) সেই দিকেই যাবে" বলেন তিনি। তিনি আরো বলেন, "যারা বাংলাদেশে অকাম-কুমাম করেছে, তারাই মানুষকে চোর বলত। যারা মানুষের সম্পদ, ইজ্জতের ওপর হাত দিচ্ছে না তাদের মানুষ গ্রহণ করবে। পট পরিবর্তনের পর নেতাকর্মীদের বলেছি, সবাইকে ধৈর্য ধরতে হবে। আলহামদুলিল্লাহ, সবাই সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। আন্দোলনে হতাহতদের পাশে দাঁড়িয়েছে। আমরা যুবকদের হাতকে দেশ গড়ার হাতে পরিণত করব। জামায়াতের আমির বলেন, "আমরা বিদেশি বন্ধু চাই, প্রভু চাই না। আমরা পিন্ডির হাত থেকে মুক্ত হয়েছি, অন্য কারো হাতে যাওয়ার জন্য নয়। কারো লাল চোখ আমরা দেখতে চাই না। জামায়াত ইসলাম বৈষম্যহীন মানবিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চায়। আমরা বিভেদ নয়, ঐক্য চাই। এ দেশের হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান সবাই গর্বিত নাগরিক।" নাটোর জেলা জামায়াতের আমির অধ্যাপক ড. মীর নুরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন- জামায়াতে ইসলামের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা রফিকুল ইসলাম খান, জামায়াতের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য অধ্যক্ষ শাহাবুদ্দিন, মোবারক হোসেন প্রমুখ।

নতুন ভাইরাসের মুখোমুখি চীন

যায়নি। এইচএমপিভি ভাইরাসটির উপসর্গ ফ্লু-এর মতো। এতে কোভিড-১৯-এর মতো উপসর্গও দেখা দিতে পারে। ভাইরাসটি ছড়িয়ে পড়ায় স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যেম এক্সে সার্স-কোভ-২ (কোভিড-১৯) নামের একটি হ্যান্ডল থেকে বলা হয়েছে, চীন ইনফ্লুয়েঞ্জা এ, এইচএমপিভি, মাইকোপ্লাজমা নিউমোনিয়া এবং কোভিড-১৯ সহ একাধিক ভাইরাসের মুখোমুখি হচ্ছে। হাসপাতালগুলোতে নিউমোনিয়া এবং হোয়াইট লাংয়ে আক্রান্ত শিশুদের চাপ বাড়ছে। এদিকে বার্তাসংস্থা রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, চীনের রোগ নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ গত শুক্রবার জানিয়েছেন যে নিউমোনিয়া আক্রান্ত রোগী বাড়ায় ছোট আকারে একটি পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা পরিচালনা করছে। রাষ্ট্রীয় সম্প্রচারকারী সিসিটিভি প্রশাসনের এক কর্মকর্তাকে উদ্ধৃত করে জানায়, ন্যাশনাল ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ভাইরাসটি নিয়ে কাজ করছে। এর থেকে কীভাবে মুক্ত থাকা যায় সেটা নিয়ে গবেষণা চলছে। এদিকে বৃহস্পতিবার প্রকাশিত একটি অফিসিয়াল বিবৃতি অনুসারে, ১৬ থেকে ২২ ডিসেম্বরের মধ্যে এ ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। তীব্র শ্বাসকষ্টে ভোগা রোগীদের সংখ্যাই বেশি। সাংহাই হাসপাতালের এক শ্বাসপ্রশ্বাস বিশেষজ্ঞ রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যম ন্যাশনাল বিজনেস ডেইলিকে জানান, এখনো এর ভ্যাকসিন আবিষ্কার হয়নি। এই ভাইরাসের প্রাথমিক লক্ষণ সর্দি। এখনই এর বিরুদ্ধে পরামর্শ ব্যতীত অ্যান্টিভাইরাস গ্রহণ না করতে জনসাধারণকে সতর্ক করেছেন তিনি।

তরুণ প্রজন্মের ত্যাগ বৃথা যেতে

করেন- ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজের সিনিয়র ডাইরক্টিং স্টাফ ও বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মেজর জেনারেল খান ফিরোজ আহমেদ, মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান রিয়ার এডমিরাল শাহীন রহমান, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. মো. রেজাউল করিম, বিভাগীয় কমিশনার মো. ফিরোজ সরকার, মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার মো. জুলফিকার আলী হায়দার, জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম, সরকারি সুন্দরবন আদর্শ কলেজের প্রাক্তন শিক্ষার্থী নজরুল ইমলাম মঞ্জু এবং সাবেক শিক্ষার্থী ও জাতীয় গুম সংক্রান্ত কমিশন অব ইনকোয়ারির সদস্য নূর খান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সরকারি সুন্দরবন আদর্শ কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর আবু তাহের মো. আনিছুর রহমান। স্বাগত বক্তৃতা করেন পুনর্মিলনী উদযাপন কমিটির আহ্বায়ক মো. তরিকুল ইসলাম। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন পুনর্মিলনী উদযাপন কমিটির সদস্য সচিব মোল্লা মারুফ রশীদ।

মিডিয়াকে দায়িত্বশীলতার পরিচয়

গণমাধ্যমগুলো এখনো সঠিক লাইনে আসে নাই। ভারতীয় মিডিয়া আমাদের দেশ নিয়ে বিশ্ববাসীর কাছে ভুল বার্তা দিচ্ছে। আমাদেরকে রুখে দাঁড়ানোর এখনই সময়। এখনও কেন রক্ত ঝড়বে, আমাদের সীমান্তের কাঁটাতারে ফেলানীর মতো লাশ দেখতে চাই না। আমাদের বন্ধুত্ব হতে হবে সমতা ও ন্যায্যতার ভিত্তিতে। হাসান হাফিজ বলেন, আমরা যেন সত্যিকারের বৈষম্যমুক্ত, সাম্যের , ন্যায়ের এবং শোষণমুক্ত, মুক্তচিন্তার প্রতিধ্বনি থাকবে সেই রকম একটা বাংলাদেশ চাই। সাংবাদিকদের দায়িত্ব অনেক বেশি। আমরা সবাই মিলে কাজ করবো। তিনি বলেন, আমাদের একজন মাহাথীর মোহাম্মদ লাগবে। কারন আমরা ১০০ বছর ৫০ বছর অপেক্ষা করতে পারবো না। একটা স্বাধীন সার্বভৌম দেশ হিসেবে আমরা নিজেদের মাথা তুলে দাঁড়াতে চাই। আমরা যে সুযোগ পেয়েছি সেটা যদি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে হয়তো আরো বড় স্বৈরাচার আমাদের ওপর চেপে বসবে। হাসান হাফিজ বলেন, জাতীয় প্রেসক্লাব আপনাদের পাশে আছে। আপনারা যখনই ঢাকায় যাবেন আপনাদ

সম্পাদকীয়

মাদকের সহজলভ্যতা

যুবসমাজকে রক্ষা করতে হবে

আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর কার্যক্রমে শিথিলতার কারণে সারা দেশ মাদকে রীতিমতো সয়লাব হয়ে গেছে। তরুণদের পাশাপাশি কিশোররাও মাদকাসক্ত হয়ে পড়ছে। অথচ মাদকের এই সর্বনাশা বিস্তার ঠেকানোর দায়িত্ব যাদের, তারা সীমাহীন ব্যর্থতার পরিচয় দিয়ে চলেছে। দেশে তরুণসমাজের অবক্ষয় চূড়ান্ত পর্যায়ে চলে যাচ্ছে। আগামী দিনের সুনাগরিক গড়ে উঠবে দেশের যেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে, সেসব শিক্ষাঙ্গনই হয়ে উঠেছে মাদকের আখড়া। প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, শিক্ষার্থীরা এখন শুধু মাদকসেবী নয়, অনেকে একই সঙ্গে মাদকের কারবারিও বনে গেছে। ফলে পাড়া-মহল্লা, অলিগলিতে এখন উচ্ছৃঙ্খল মাদকসেবীদের বাড়বাড়ন্ত। মাদক কারবারের নিয়ন্ত্রণ, আধিপত্য বিস্তারসহ নানা কারণে বাড়ছে খুনাখুনি। মাদকের অর্থ সংগ্রহের জন্য এসব তরুণের অনেকেই চুরি, ডাকাতি, ছিনতাইসহ নানা অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে। সুযোগসন্ধানীরা সামান্য অর্থের বিনিময়ে মাদকাসক্তদের দিয়ে নানা অপরাধ করিয়ে নিচ্ছে। অনেকে ভাড়াটে খুনি হিসেবেও ব্যবহৃত হচ্ছে। আবার যারা অর্থের জন্য এসবের সঙ্গে যুক্ত হতে পারছে না, তারা চড়াও হচ্ছে পরিবারের ওপর। একটি সংস্থার গবেষণায় উঠে এসেছে, বর্তমানে দেশে মাদকসেবীর সংখ্যা এক কোটির বেশি। এ ছাড়া মাদকাসক্ত হওয়ার কারণে বহু পরিবারে চলছে অশান্তি। ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে পরিবারের স্থিতি। সন্তানের হাতে খুন হচ্ছেন মা-বাবা। মা-বাবা বাধ্য হচ্ছেন, সন্তানকে পুলিশের হাতে তুলে দিতে কিংবা আরো অসহ্য হলে প্রিয় সন্তানের প্রাণও কেড়ে নিতে। এরই মধ্যে দেশের কয়েকটি জায়গায় এমন অনেক মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে। শুধু তরুণ বা কিশোর নয়, মাদকসেবীদের মধ্যে উদ্বেগজনক হারে বাড়ছে তরুণী ও কিশোরীর সংখ্যাও। বাংলাদেশে মাদক আসে মূলত বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে সংখ্যাও। বাংলাদেশে মাদক আসে মূলত বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে। প্রধান দুটি মাদকের মধ্যে ইয়াবা আসে মূলত মায়ানমার থেকে এবং ফেনসিডিল আসে ভারত থেকে পাচার হয়ে। স্থলসীমান্তের পাশাপাশি জলপথেও প্রচুর মাদক আসে। তথ্য বলছে, বর্তমানে মাছ ধরার ট্রলারগুলোর মাধ্যমে বিভিন্ন উপকূল দিয়ে ব্যাপক হারে মাদক প্রবেশ করছে। শুধু রাজধানী বা বড় শহরগুলোই নয়, প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলেও মাদকের ছড়াছড়ি। মাদকের বিস্তার এভাবে চলতে থাকলে দেশের যুবসমাজ ধ্বংস হয়ে যাবে। কাজেই মাদক ঠেকাতে সর্বোচ্চ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

> ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে পরিবারের স্থিতি। সন্তানের হাতে খুন হচ্ছেন মা-বাবা। মা-বাবা বাধ্য হচ্ছেন, সন্তানকে পুলিশের হাতে তুলে দিতে কিংবা আরো অসহ্য হলে প্রিয় সন্তানের প্রাণও কেড়ে নিতে। এরই মধ্যে দেশের কয়েকটি জায়গায় এমন অনেক মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে। শুধু তরুণ বা কিশোর নয়, মাদকসেবীদের মধ্যে উদ্বেগজনক হারে বাড়ছে তরুণী ও কিশোরীর সংখ্যাও। বাংলাদেশে মাদক আসে মূলত বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে

নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতের বিকল্প নেই

সুস্থভাবে বেঁচে থাকতে হলে যথাযথ খাদ্য ও পুষ্টির চাহিদা পূরণ করা অত্যাবশ্যক। প্রত্যেক নাগরিকের খাদ্য চাহিদা পূরণ ও নিরাপদ খাদ্য তথা খাদ্যের মান নিশ্চিত করা আমাদের সাংবিধানিক অধিকার। সব আন্তর্জাতিক আইনেও খাদ্য চাহিদা পূরণের অধিকারের স্বীকৃতি রয়েছে। পুঁজিবাদী রাষ্ট্র নাগরিকের জন্য খাদ্যসহ এসব মৌলিক জীবনোপকরণ সরবরাহ না করলেও প্রতিটি রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হচ্ছে, খাদ্যসহ মৌলিক জীবনোপকরণের সরবরাহ এবং মান নিশ্চিত রাখা। আমাদের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো নিরাপদ খাদ্য তথা, সুলভ মূল্যে প্রয়োজনীয় খাদ্যের উৎপাদন, আমদানি ও সরবরাহ নিশ্চিত করার সাথে সাথে এর পুষ্টিমানসহ আনুষঙ্গিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পুরোপুরি ব্যর্থ হচ্ছে। খাদ্যে ভেজাল, নকল এবং ক্ষতিকর-বিষাক্ত রাসায়নিকের ব্যবহার আমাদের জনস্বাস্থ্যকে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলেছে। সর্বক্ষেত্রে ভেজাল ও মানহীন খাদ্য গ্রহণের ফলে কোটি কোটি মানুষ চরম স্বাস্থ্য বিপর্যয়ের সম্মুখীন হচ্ছে। মানুষ স্বাস্থ্য ঝুঁকি নিয়েই হোটেল-রেস্তোরাঁয় খাবার গ্রহণ করছে। অনিরাপদ খাদ্য খেয়ে গ্যাস্ট্রিক, আলসার, ডায়রিয়ার মতো পেটের পীড়া, লিভার-কিডনির জটিলতা তৈরি হচ্ছে। আধুনিক বিশ্বে যা কল্পনাও করা যায় না। বিশ্বের অনেক দেশে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করার জন্য কঠোর আইন রয়েছে। অনেক দেশে খাদ্যে ভেজালের জন্য মৃত্যুদ- বা যাবজ্জীবন কারাদ-ও দেওয়া হয়। আমাদের দেশে ভেজাল বা অনিরাপদ খাদ্যের জন্য যে শাস্তি দেওয়া হয়, তা আমলেই নিচ্ছে না কেউ। জরিমানা গুনে আবারও সেই পথেই পা বাড়াচ্ছে তারা। বিষয়টি নিয়ে সরকারকে আরও ভাবতে হবে। মানুষের জীবন হয়ে উঠছে ব্যস্ত থেকে ব্যস্ততম। বদলাচ্ছে মানুষের লাইফস্টাইল। একই সঙ্গে বদলাচ্ছে খাদ্যাভ্যাস। এক সময়ের ভেতো বাঙালি এখন নানা ধরনের খাদ্য সংযোজন করছে খাদ্য তালিকায়। জীবন যখন যেমন, তেমনি ধারায় অভ্যস্ত হতে হচ্ছে সবাইকে। রেস্তোরাঁ এবং পর্যায়ক্রম স্ট্রিট ফুডগুলোতে নিরাপদ খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করতে না পারলে মানুষের স্বাভাবিক জীবনধারা বাধাগ্রস্ত হবে। দেশের উন্নয়নের পাশাপাশি নজর দিতে হবে নিরাপদ খাদ্যের দিকে। খাদ্য উৎপাদনে সঠিক জ্ঞান ও অসাধুতা এবং বাজারজাতকরণ ও বিপণনে দক্ষ ব্যবস্থাপনার অভাবে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য যোগানে অনেক পিছিয়ে। বর্তমান সরকার দেশের গুরুত্বপূর্ণ খাতগুলোর সংস্কার কাজ হাতে নিয়েছে। দেশের সকল মানুষের জন্য নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ। সবার জন্য নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে না পারলে সুস্থ জাতি গঠন সম্ভব হবে না।

ঘুষ-দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠিন পদক্ষেপ নেয়া জরুরি

দেশে ঘুষ দুর্নীতিতে পরিপূর্ণ। ঘুষ ছাড়া যে কোন কাজেই সেবা পাওয়া কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। চিকিৎসা সেবা থেকে শুরু করে প্রতিটি ক্ষেত্রেই ঘুষ দিতে বাধ্য হয় সেবা গ্রহীতারা। বছরের পর বছর এ নিয়ে কথা হচ্ছে, কিন্তু অবস্থার উন্নতি না হয়ে দিন দিন আরো অবনতি হচ্ছে। ২০০৯ থেকে ২০২৪ সালের এপ্রিল পর্যন্ত ১৫ বছরে দেশের সেবা খাতে এক লাখ ৪৬ হাজার ২৫২ কোটি টাকার ঘুষ লেনদেন হয়েছে। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) খানা জরিপে এই তথ্য উঠে এসেছে। জরিপের তথ্য অনুযায়ী, জরিপের অধীন ১৭টি সেবা খাতের মধ্যে সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত তিনটি খাত হচ্ছে পাসপোর্ট, বিআরটিএ ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা। একই সঙ্গে সর্বোচ্চ গড় ঘুষ গ্রহণকারী হচ্ছে বিচারিক সেবা, ভূমি ও ব্যাংকিং খাত। গণমাধ্যমে প্রতিনিয়ত রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের বহুবিধ দুর্নীতির খবর প্রকাশিত হচ্ছে। সেবা খাতের তো কথাই নেই। কারাগারে আটক স্বজনকে দেখতে গেলেও ঘুষ দিতে হয়। মামলায় শত শত আসামি করে চলে ঘুষ বাণিজ্য। ঘুষ না দিলে সেবা মেলে না; কী দুর্ভাগ্যজনক শোচনীয় অবস্থা সমাজের। গত এক বছরে বিআরটিএ, পাসপোর্ট এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ছিল সর্বোচ্চ দুর্নীতিগ্রস্ত খাত। পাশাপাশি বিচারিক সেবা, ভূমি এবং ব্যাংকিং সর্বোচ্চ গড় ঘুষ গ্রহণকারী খাত হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। 'সেবা খাতে দুর্নীতি; জাতীয় খানা জরিপ ২০২৩' শিরোনামে পরিচালিত জরিপের ফলাফলে বলা হয়েছে, ২০০৯ থেকে ২০২৪'র এপ্রিল সময়কালে সার্বিকভাবে দুর্নীতির শিকার ৭১ শতাংশ। আর ঘুষের শিকার ৫০ শতাংশেরও অধিক খানা। দেখা যাচ্ছে, বিচারিক সেবা ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থায় দুর্নীতি ও ঘুষের উচ্চহার বহাল রয়েছে; যা জনগণের ন্যায়বিচার পাওয়ার ক্ষেত্রে বড় বাধা। অন্যদিকে ভূমি সেবা, পাসপোর্ট, জাতীয় পরিচয়পত্র এবং বিআরটিএর সেবায় ঘুষ-দুর্নীতি মানুষের দৈনন্দিন জীবনে দরকারি সেবা পাওয়ার অধিকার বাধাগ্রস্ত করছে। সরকার, নীতিনির্ধারক, দুর্নীতি দমন কমিশনসহ অংশীজনদের দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশে টিআইবি এ জরিপ চালায়। দুর্নীতি প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। সমাজ ও রাষ্ট্রের সব ক্ষেত্র থেকে ঘুষ-দুর্নীতি দূর করতে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা প্রয়োজন। সুশাসন নিশ্চিত করা এবং দুর্নীতিগ্রস্তদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে। এ লক্ষ্যে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সেবাদানকারী প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে সেবাদাতার জন্য আচরণবিধি প্রণয়ন ও তা কার্যকর করা জরুরি। দুর্নীতিগ্রস্তদের পদোন্নতি, পদায়ন বন্ধের বিধান এবং তার প্রয়োগ চাই।

কোন পথে দেশ?

এম এ হোসাইন

বাংলাদেশ আবারো রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার দ্বারপ্রান্তে দাবিত হচ্ছে। এমন একটি পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে, যা ২০০৭ সালের ওয়ান-ইলেভেনের রাজনৈতিক উত্তরণের সঙ্গে বেশ সাদৃশ্যপূর্ণ। রাজনৈতিক বিশ্লেষকগণ সতর্ক করছেন যে স্বৈরাচারী প্রবণতা, অর্থনৈতিক স্থবিরতা এবং রাজনৈতিক মেরুকরণ দেশকে আরেকটি সংকটের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। যাইহোক, একটি ক্রমবর্ধমান যুক্তি রয়েছে যে একটি নতুন ওয়ান-ইলেভেন সরকারের হস্তক্ষেপে স্থিতিশীলতা পুনরুদ্ধার করতে এবং জাতিকে সংস্কারের দিকে চালিত করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে। এই মডেলটি একটি নির্দলীয় শক্তিশালী নেতৃত্ব এবং পদ্ধতিগত পরিবর্তনের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ও অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ রক্ষার জন্য একটি কার্যকর পথ দেখাতে পারে। বর্তমানে ক্ষমতায় থাকা অন্তর্বর্‌তী সরকার সুষ্ঠু ও বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন আয়োজনের সক্ষমতা নিয়ে ক্রমবর্ধমান সংশয় দেখা যাচ্ছে। এই সংশয় সরকার ও রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ক্রমবর্ধমান অবিশ্বাস থেকে উদ্ভূত। দেশের অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক শক্তি বিএনপি একটি সুস্পষ্ট নির্বাচনী রোডম্যাপ দাবি করেছে। এদিকে নির্বাচনের আগে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিচারের দাবি জানিয়েছে জামায়াতে ইসলামীসহ কয়েকটি মহল। এই মেরুকৃত দাবিগুলো একটি রাজনৈতিক অচলাবস্থা তৈরি করেছে যা উল্লেখযোগ্য হস্তক্ষেপ ছাড়া কাঙ্ক্ষিত ঐকমত্যে পৌঁছা প্রায় অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে। আজ দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি দিন দিন অবনতির দিকে যাচ্ছে। ভবিষ্যতে যারা ক্ষমতার আসনে আসীন হবেন তারা ব্যস্ত দখলবাজি, চাঁদাবাজি, লুটপাট ও সন্ত্রাসী কার্যক্রমে। দেশের বিচার বিভাগে এক নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। শীর্ষ সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজ, চিহ্নিত জঙ্গিরা নির্বিচারে জেল থেকে বের হয়ে যাচ্ছে। একটি চিহ্নিত গোষ্ঠীর থাবায় দেশের বিচার বিভাগ যেমন খুশি রায় দিয়ে সমাজকে আতঙ্কিত এবং অস্থিতিশীল করে তুলছে। বিগত পাঁচ মাস ধরে দেশের প্রশাসনিক কাঠামোতে নিষ্ক্রিয়তা ও অস্থিতিশীলতা বিরাজ করছে। এমতাবস্থায়, ২০০৭ এর প্রতিধ্বনি উপেক্ষা করা কঠিন। ওয়ান-ইলেভেন সরকারের আবির্ভাব এমন একসময়ে হয়েছিল যখন রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অবিশ্বাস চরমে পৌঁছেছিল। তবে এর বিতর্কিত 'মাইনাস টু ফর্মুলা'– যা দেশের দুই প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতাকে বাদ দিয়ে রাজনৈতিক সংস্কার করতে চেয়েছিল। পরবর্তীতে সেই উদ্যোগটি ব্যাপক বিতর্কের জন্ম দেয়। যদিও সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি কঠোরতার জন্য সমালোচিত হয়েছিল তবে এটি শাসনে দুর্নীতি এবং অদক্ষতা মোকাবিলায় নির্দলীয় নেতৃত্বের সম্ভাবনাকে উজ্জ্বল করেছিল। সংস্কারগুলো যদিও ত্রুটিপূর্ণ ছিল কিন্তু একটি সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে স্থিতিশীলতা এবং আরও জবাবদিহিমূলক ব্যবস্থার আশা জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল। বর্তমানে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিক্রমা একই ধরনের দুর্যোগের মধ্যে রয়েছে। অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জগুলো উল্লেখযোগ্য, মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধি, বৈদেশিক রিজার্ভ হ্রাস এবং বিনিয়োগকারীদের আস্থা সর্বকালের সর্বনিম্নে। এই অর্থনৈতিক দুর্দশাগুলো অন্তর্বর্‌তী সরকারের প্রতি জনগণের অসন্তোষকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে, যা ওয়ান-ইলেভেন সময়কাল চিহ্নিত অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতার কথা মনে করিয়ে দেয়। একই সময়ে, রাজনৈতিক মেরুকরণ গভীর হয়েছে, প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে অন্তর্বর্‌তী সরকারের সম্পর্কের দ্রুত অবনতি হচ্ছে। এই বিচ্ছিন্নতা ২০০৭ প্রশাসনের মুখোমুখি চ্যালেঞ্জগুলোর প্রতিফলন করে, যা রাজনৈতিক অন্তর্ভুক্তি বজায় রাখার প্রয়োজনের সঙ্গে তার সংস্কার এজেন্ডাকে ভারসাম্য বজায় রাখতে লড়াই করেছিল। পদ্ধতিগত পরিবর্তনের আহ্বান এখন আরও জোরে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। সুশীল সমাজ এবং মিডিয়ার অংশগুলো ওয়ান-ইলেভেন সময়কালে অনুসৃত সংস্কারের কথা মনে করিয়ে দেয় যা দেশ শাসনের ক্ষেত্রে কিছুসময় একটি অ-রাজনীতিকরণ পদ্ধতির পক্ষে পরামর্শ দিচ্ছে। এই কণ্ঠস্বর যুক্তি দেয় যে অতীতের শৃঙ্খলাবদ্ধ রাজনৈতিক স্বার্থ এই অগ্রগতিকে বাধা দিচ্ছে এবং শুধু মাত্র একটি শক্তিশালী গোষ্ঠীর অস্থায়ী, নির্দলীয় সরকার অর্থপূর্ণ সংস্কারের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে। তবে সমালোচকরা সতর্ক করে দেন যে ওয়ান-ইলেভেন মডেলটি পুনর্বিবেচনা করলে এর ভুলের পুনরাবৃত্তি হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে, বিশেষ করে রাজনৈতিক স্টেকহোল্ডারদের নিষ্ক্রিয় করে এবং নিজেদের কর্তৃত্ববাদী আচরণের মাধ্যমে। এই উদ্বেগ সত্ত্বেও, আরেকটি ওয়ান-ইলেভেন পদ্ধতির প্রবক্তারা দাবি করেন যে এটি বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার গভীরস্থ জটিলতা সমাধানের জন্য একটি সংশোধনমূলক ব্যবস্থা হিসেবে কাজ করতে পারে। এমন একটি সরকার, যা দলীয় স্বার্থের পরিবর্তে সংস্কারের দিকে মনোনিবেশ করে, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের প্রতি জনগণের আস্থা ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করতে পারে। দলীয় স্বার্থকে উপেক্ষা করে এবং নিরপেক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে এ ধরনের সরকার অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরি করতে সক্ষম। অধিকন্তু, এটি অর্থনীতিকে স্থিতিশীল করা, বিনিয়োগকারীদের আস্থা বাড়ানো এবং বর্তমান অর্থনৈতিক সংকট প্রশমনের লক্ষ্যে নীতিগুলো বাস্তবায়ন করতে পারে। রাজনৈতিক অচলাবস্থা কাটিয়ে ওঠা নির্দলীয় প্রশাসনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হবে। অবিশ্বাস ও মেরুকরণের বর্তমান পরিবেশ রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে গঠনমূলক সংলাপ প্রায় অসম্ভব করে তুলেছে। একটি শক্তিশালী অস্থায়ী সরকার মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করতে পারে, রাজনৈতিক নেতাদের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে পুনর্নির্মাণ এবং পুনরায় যুক্ত হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষেত্র তৈরি করতে পারে। এর জন্য সব রাজনৈতিক নেতাদের অন্তর্ভুক্তি এবং স্বচ্ছতার প্রতি অঙ্গীকার প্রয়োজন, যাতে সমস্ত স্টেকহোল্ডার সমানভাবে প্রতিনিধিত্ব এবং সম্মান বোধ করে। যাইহোক, ওয়ান-ইলেভেন ধাঁচের সরকার বাস্তবায়নের যে কোনো নতুন প্রচেষ্টাকে অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নিতে হবে। ১/১১ প্রশাসন তার সীমা লঙ্ঘনের জন্য উল্লেখযোগ্য প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হয়েছিল, বিশেষ করে একটি 'কিংস পার্টি' তৈরির মাধ্যমে ক্ষমতা কুক্ষিগত করার প্রচেষ্টা। এই ত্রুটিগুলোর পুনরাবৃত্তি এড়াতে, একটি নতুন পদ্ধতির জন্য সমাজের সব স্তরের প্রতিনিধি ও রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে বিস্তারিত পরামর্শকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। এটি নিশ্চিত করবে যে সংস্কারগুলোকে জবরদস্তির পরিবর্তে সহযোগী হিসেবে দেখা হবে। দেশের ভবিষ্যতের ওপর ভাগ করে নেয়া সহযোগিতার দাবিকে উৎসাহিত করবে। দীর্ঘ শাসনের আশঙ্কা দূর করতে নির্বাচনের জন্য একটি পরিষ্কার ও স্বচ্ছ সময়রেখা অপরিহার্য হবে। ওয়ান-ইলেভেন সরকারের এই ধরনের টাইমলাইন প্রদানে ব্যর্থতা জনগণের আস্থা হারাতে ভূমিকা রেখেছে। একটি পর্যাপ্ত সময় নিয়ে শক্তিশালী দেশপ্রেমিক গোষ্ঠীর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সংস্কার বাস্তবায়িত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জবাবদিহিতা এবং জনগণের কাছে ক্ষমতা ফিরিয়ে দেয়ার প্রতিশ্রুতির ওপর জোর দিতে হবে। শুধু একটি নির্বাচন দিয়ে জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য এত জীবন উৎসর্গ হয়নি। কাজেই সেই সরকার না আসা পর্যন্ত জুলাই বিপ্লব সফল হবে না। ১/১১ সরকার থেকে আরেকটি মূল শিক্ষা হলো একত্রীকরণের পরিবর্তে শাসনের ওপর গুরুত্ব দেয়া। অন্তর্বর্‌তীকালীন প্রশাসনের ক্ষমতা দখলের চেষ্টা না করে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্ষমতায়ন এবং জবাবদিহিতার সংস্কৃতি গড়ে তোলার ওপর জোর দেয়া উচিত। এর জন্য রাজনৈতিক নেতারা এবং সাধারণ জনগণ উভয়ের সঙ্গে আস্থা গড়ে তোলার জন্য একটি সমন্বিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন হবে, এটি প্রমাণ করে যে সরকারের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হলো জাতির কল্যাণ। বাংলাদেশের সামনে চ্যালেঞ্জগুলো অপরিসীম, কিন্তু নিষ্ক্রিয়তার জন্য ঝুঁকি অনেক বেশি। অন্তর্বর্‌তী সরকার তার অনুভূত ত্রুটিগুলোর জন্য সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে, তবে এটিকে উপলক্ষ্য করে দেশকে একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে নিয়ে যাওয়ার সুযোগও রাখে। ওয়ান-ইলেভেনের চেতনায় অনুপ্রাণিত একটি সংস্কারমুখী, নির্দলীয় পন্থা অবলম্বন করে– যদি ত্রুটিগুলো না থাকে– জাতি প্রজ্ঞা এবং সংকল্পের সঙ্গে এই অস্থির সময়টি কাটিয়ে উঠতে পারে। একটি সামরিক হস্তক্ষেপ বা কর্তৃত্ববাদের সরকার এখন সময়োচিত পদক্ষেপের দারপ্রান্তে দেশ বরং, এটি একটি অস্থায়ী, সংস্কারকেন্দ্রিক সরকারের আহ্বান যা দলীয় স্বার্থের চেয়ে জাতির কল্যাণকে অগ্রাধিকার দেয়। বাংলাদেশ এমন একটি নেতৃত্বের যোগ্য যে রাজনীতিকে অতিক্রম করে, সততা, স্বচ্ছতা এবং দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে তার জনগণের সেবা করবে। এই অস্থির সময়ে, ওয়ান-ইলেভেনের নীতিগুলি দ্বারা অনুপ্রাণিত একটি সরকার গঠিত হতে পারে, যা প্রয়োজনে রাজনৈতিক অচলাবস্থা ভেঙে এবং বাংলাদেশকে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের দিকে পরিচালিত করতে সুযোগ সৃষ্টি করবে। জাতির গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষাকে অবশ্যই অগ্রগণ্য থাকতে হবে এবং যে কোনো হস্তক্ষেপকে অবশ্যই আস্থা, স্থিতিশীলতা এবং একটি ভালো আসামির আশা পুনরুদ্ধারের কঠোর অঙ্গীকার দ্বারা পরিচালিত হতে হবে। **লেখক : সাংবাদিক ও কলামিস্ট**

> বিগত পাঁচ মাস ধরে দেশের প্রশাসনিক কাঠামোতে নিষ্ক্রিয়তা ও অস্থিতিশীলতা বিরাজ করছে। এমতাবস্থায়, ২০০৭ এর প্রতিধ্বনি উপেক্ষা করা কঠিন। ওয়ান-ইলেভেন সরকারের আবির্ভাব এমন একসময়ে হয়েছিল যখন রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অবিশ্বাস চরমে পৌঁছেছিল। তবে এর বিতর্কিত 'মাইনাস টু ফর্মুলা'– যা দেশের দুই প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতাকে বাদ দিয়ে রাজনৈতিক সংস্কার করতে চেয়েছিল। পরবর্তীতে সেই উদ্যোগটি ব্যাপক বিতর্কের জন্ম দেয়। যদিও সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি কঠোরতার জন্য সমালোচিত হয়েছিল তবে এটি শাসনে দুর্নীতি এবং অদক্ষতা মোকাবিলায় নির্দলীয় নেতৃত্বের সম্ভাবনাকে উজ্জ্বল করেছিল। সংস্কারগুলো যদিও ত্রুটিপূর্ণ ছিল কিন্তু একটি সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে স্থিতিশীলতা এবং আরও জবাবদিহিমূলক ব্যবস্থার আশা জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল। বর্তমানে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিক্রমা একই ধরনের দুর্যোগের মধ্যে রয়েছে। অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জগুলো উল্লেখযোগ্য, মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধি, বৈদেশিক রিজার্ভ হ্রাস এবং বিনিয়োগকারীদের আস্থা সর্বকালের সর্বনিম্নে। এই অর্থনৈতিক দুর্দশাগুলো অন্তর্বর্‌তী সরকারের প্রতি জনগণের অসন্তোষকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে, যা ওয়ান-ইলেভেন সময়কাল চিহ্নিত অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতার কথা মনে করিয়ে দেয়। একই সময়ে, রাজনৈতিক মেরুকরণ গভীর হয়েছে, প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে অন্তর্বর্‌তী সরকারের সম্পর্কের দ্রুত অবনতি হচ্ছে। এই বিচ্ছিন্নতা ২০০৭ প্রশাসনের মুখোমুখি চ্যালেঞ্জগুলোর প্রতিফলন করে, যা রাজনৈতিক অন্তর্ভুক্তি বজায় রাখার প্রয়োজনের সঙ্গে তার সংস্কার এজেন্ডাকে ভারসাম্য বজায় রাখতে লড়াই করেছিল। পদ্ধতিগত পরিবর্তনের আহ্বান এখন আরও জোরে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। সুশীল সমাজ এবং মিডিয়ার অংশগুলো ওয়ান-ইলেভেন সময়কালে অনুসৃত সংস্কারের কথা মনে করিয়ে দেয় যা দেশ শাসনের ক্ষেত্রে কিছুসময় একটি অ-রাজনীতিকরণ পদ্ধতির পক্ষে পরামর্শ দিচ্ছে। এই কণ্ঠস্বর যুক্তি দেয় যে অতীতের শৃঙ্খলাবদ্ধ রাজনৈতিক স্বার্থ এই অগ্রগতিকে বাধা দিচ্ছে এবং শুধু মাত্র একটি শক্তিশালী গোষ্ঠীর অস্থায়ী, নির্দলীয় সরকার অর্থপূর্ণ সংস্কারের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে। তবে সমালোচকরা সতর্ক করে দেন যে ওয়ান-ইলেভেন মডেলটি পুনর্বিবেচনা করলে এর ভুলের পুনরাবৃত্তি হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে, বিশেষ করে রাজনৈতিক স্টেকহোল্ডারদের নিষ্ক্রিয় করে এবং নিজেদের কর্তৃত্ববাদী আচরণের মাধ্যমে

অহেতুক মুক্তিযুদ্ধকে প্রতিপক্ষ বানিয়ে কি লাভ হচ্ছে?

মুহম্মদ দিদারে আলম মুহসিন

বিগত কদিন ধরে দেশের সোশ্যাল ও মেইন স্ট্রিম মিডিয়ার প্রধান আলোচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে আবদুল হাই কানু নামে একজন মুক্তিযোদ্ধার অবমাননা। বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের ভাষ্য অনুযায়ী, কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামের বাতিসা ইউনিয়নের লুদিয়ারা গ্রামের বাসিন্দা বীর মুক্তিযোদ্ধা আবদুল হাই কানুকে কিছু লোক গত ২২ ডিসেম্বর গলায় জুতার মালা পরিয়ে হেনস্তা করেন। এদের মধ্যে অন্তত দুজন জামায়াত সমর্থক ছিলেন। জামায়াতে ইসলামী এ ঘটনায় সাংগঠনিক সম্পৃক্ততার অভিযোগ অস্বীকার করে এবং ঐ দুজনকে সংগঠন থেকে বহিষ্কার করে। আবদুল হাই কানু ১৯৭১ সালে ৪নং সেক্টর কমান্ডার সি আর দত্তের অধীনে একজন প্লাটুন কমান্ডার হিসেবে মৌলভীবাজার অঞ্চলে যুদ্ধ করেছিলেন। মুক্তিযুদ্ধে কৃতিত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি বীরপ্রতীক খেতাব লাভ করেন। তিনি স্থানীয় আওয়ামী লীগের একজন গুরুত্বপূর্ণ নেতা-কৃষক লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এবং কুমিল্লা দক্ষিণ জেলা কমিটির সাবেক সহসভাপতি। পারিবারিক সূত্রে অভিযোগ করা হয়, আওয়ামী লীগ নেতা সাবেক রেলমন্ত্রী মুজিবুল হকের সঙ্গে দ্বন্দ্বের কারণে তিনি দীর্ঘদিন এলাকায় থাকতে পারেননি। সরকার পতনের পর সবেমাত্র কয়েকদিন আগে বাড়ি আসেন। অন্যদিকে, গত ১৫ বছর আওয়ামী শাসন-ামলে তার বিরুদ্ধে বিএনপি-জামায়াত কর্মী-সমর্থকদের ওপর নির্যাতন-নিপীড়ন চালানোর অনেক অভিযোগ রয়েছে। অনেকেই তার অত্যাচারে নিজ নিজ ঘরবাড়ি, এমনকি দেশ ছেড়ে বিদেশে পাড়ি জমাতে বাধ্য হন বলে অভিযোগে প্রকাশ। বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে, এতদিন যারা তার হাতে অত্যাচারিত হন, সেদিনের ঘটনা ছিল তাদের দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভের বহির্প্রকাশ। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, তার বিরুদ্ধে হত্যা, তথ্যপ্রযুক্তি, মারামারি ও রাজনৈতিকসহ অন্তত ৯টি মামলা রয়েছে। ঘটনা যাই হোক, একজন মুক্তিযোদ্ধাকে এভাবে হেনস্তা করাকে অনেকেই

ঘর নেই, কাপড় নেই
গাজায় তীব্র শীতে মারা যাচ্ছে একের পর এক শিশু

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় শীতের তীব্রতা ও প্রতিকূল আবহাওয়ায় একের পর এক শিশুর মৃত্যু হচ্ছে। বার্তা সংস্থা ওয়াফা জানিয়েছে, গতকাল সোমবার সকালে আল-আকসা শহীদ হাসপাতালে এক মাস বয়সের শিশু আলী আল-বাত্রান মারা গেছে। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, তীব্র শীতই তার মৃত্যুর কারণ। এর মাত্র একদিন আগে একই কারণে আলি আল-বাত্রানের যমজ ভাই, জুমা আল-বাত্রান মধ্য গাজার দেইর আল-বালাহ এলাকায় একটি আশ্রয়শিবিরে মারা যায়।

আরও মৃত্যু হতে পারে : গাজা সরকারের তথ্য অফিস জানিয়েছে, বড় ধরনের শৈত্যপ্রবাহ ও হিমপ্রবাহের কারণে বাস্তুচ্যুতদের আশ্রয়শিবিরগুলোতে মৃতের সংখ্যা বেড়ে সাতজনে পৌঁছেছে। এই সংখ্যা আরও বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে। তথ্য অফিসের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, আমরা এরই মধ্যে সতর্ক করেছি যে, শীতকালীন ঝড় এবং ভয়াবহ হিমপ্রবাহ (তুষার ঢেউ) বাস্তুচ্যুত মানুষদের জীবনকে ঝুঁকিতে ফেলছে। ইসরায়েলি দখলদার বাহিনীর নির্মম আগ্রাসনের ফলে আমাদের মানুষ ঘরবাড়ি হারিয়ে আশ্রয়শিবিরে বাস করছে। কিন্তু এসব আশ্রয়শিবির শীত প্রতিরোধে সম্পূর্ণ অকার্যকর। এই মানবিক বিপর্যয়ের জন্য সরাসরি ইসরায়েলকে দায়ী করেছে গাজার প্রশাসন। বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে, ইসরায়েলি দখলদার বাহিনীর আগ্রাসন এবং গণহত্যার কারণে মানবিক পরিস্থিতির দিন দিন অবনতি ঘটছে। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জার্মানি ও ফ্রান্সের মতো দেশগুলোও এ হত্যাযজ্ঞে অংশীদার। আমরা এ বর্বরতা বন্ধের আহ্বান জানাই। গাজার কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, আবহাওয়ার অবনতির কারণে সামনের দিনগুলোতে পরিস্থিতি আরও সংকটজনক হতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক মহলের তাৎক্ষণিক হস্তক্ষেপ প্রয়োজন বলে জানিয়েছেন তারা। উল্লেখ্য, গত বছরের ৭ অক্টোবরের পর থেকে গাজায় ইসরায়েলের বর্বরোচিত হামলায় অন্তত ৫৪ হাজার ৪৮৪ জন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন ১ লাখ ৮ হাজার ৯০ জনেরও বেশি মানুষ। দখলদার বাহিনীর হামলায় পুরোপুরি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে অবরুদ্ধে ফিলিস্তিনি এলাকাটি, বাস্তুচ্যুত হয়েছেন লাখ লাখ মানুষ। সূত্র: আল-জাজিরা

৪৫০ কিলোমিটার গতির পরীক্ষামূলক ট্রেন উন্মোচন চীনে

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : বেইজিংয়ে সিআর ৪৫০ নামের একটি উচ্চগতির ট্রেনের পরীক্ষামূলক সংস্করণ উন্মোচন করেছে চীন। এটি ঘণ্টায় সর্বোচ্চ ৪৫০ কিলোমিটার গতিতে চলতে পারবে। এই দ্রুতগতির ট্রেন চীনের পরিবহন খাতে গতি, জ্বালানি দক্ষতা ও উন্নত ব্রেকিং প্রযুক্তির উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি তুলে ধরেছে। রোববার চায়না রেলওয়ে জানিয়েছে, সিআর৪৫০ ট্রেনটি বাণিজ্যিকভাবে ৪০০ কিলোমিটার গতিতে পরিচালিত হবে। ট্রেনের জ্বালানি দক্ষতাও উন্নত করা হয়েছে, যেখানে চলার সময় গতিরোধী শক্তি ২২ শতাংশ কমানো হয়েছে এবং তুলনামূলক ওজন ১০ শতাংশ কমেছে। ট্রেনের ভেতরকার শব্দের মাত্রা ২ ডেসিবেল কমানো হয়েছে এবং যাত্রীর বসার স্থান ৪ শতাংশ বাড়ানো হয়েছে। এই ট্রেনটিতে নিয়ন্ত্রণ, চালকের ইন্টারফেস, নিরাপত্তা পর্যবেক্ষণেও এসেছে নতুনত্ব। চায়না রেলওয়ে জানিয়েছে, এই প্রোটোটাইপের উৎপাদন ২০২৪ সালে শুরু হয়েছিল। উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ব্যবহার করা হয়েছে উন্নত বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন প্রযুক্তি।

আমিরাতে বিমান বিধ্বস্ত পাকিস্তানি পাইলট ও ভারতীয় চিকিৎসক নিহত

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : সংযুক্ত আরব আমিরাতের (ইউএই) উপকূল ঘেঁসে একটি হালকা বিমান বিধ্বস্ত হয়ে দুইজন নিহত হয়েছেন। দুর্ঘটনায় বিমানটির পাকিস্তানি পাইলট ও ভারতের এক চিকিৎসক নিহত হয়েছেন। জেনারেল সিভিল এভিয়েশন অথরিটির বরাতে স্থানীয় সমংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, গতকাল সোমবার রাস আল খাইমাহ উপকূলে জাজিরাহ এভিয়েশন ক্লাবের একটি হালকা বিমান বিধ্বস্ত হয়। দুর্ঘটনার কারণ জানতে তদন্ত চলছে। নিহতদের মধ্যে ২৬ বছর বয়সী ভারতীয় চিকিৎসক সুলায়মান আল মজিদ রয়েছেন। তার জন্ম ও বেড়ে ওঠা সংযুক্ত আরব আমিরাতেই। অপর নিহত ব্যক্তি ২৬ বছর বয়সী পাকিস্তানি নারী পাইলট। মজিদের বাবা মাজিদ মুকাররম খালিজ টাইমসকে জানান, দুপুর ২টার দিকে সৈকতের কোভ রোটানা হোটেলের কাছে উড্ডয়নের কিছুক্ষণ পর দুর্ঘটনা ঘটে। মজিদ দর্শনীয় স্থানগুলো দেখার জন্য হালকা বিমানটি ভাড়া করেছিলেন। তার ছোট ভাইয়ের পরবর্তী ফ্লাইটে যাওয়ার কথা ছিল। মাজিদের বাবা আরও বলেন, প্রথমে আমাদের বলা হয়েছিল বিমানটি রেডিও যোগাযোগ হারিয়ে ফেলেছে। পরে আমাদের জানানো হয়, এটি জরুরি অবতরণ করেছে এবং আরোহীদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আমরা যখন হাসপাতালে পৌঁছাই, তখন আমাদের বলা হয়েছিল দুজনেই গুরুতর আহত এবং সুস্থ করে তোলার চেষ্টা চলছে। আমরা তাকে দেখার আগেই মারা যায়।

সিরিয়ায় অস্ত্রাগারে বিস্ফোরণে নিহত ১১

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কের কাছে একটি অস্ত্রের ডিপোতে বিস্ফোরণে এখন পর্যন্ত ১১ জন নিহতের খবর পাওয়া গেছে। গতকাল রবিবার এ বিস্ফোরণ ঘটনা ঘটে। সংস্থা এএফপি-এর প্রতিবেদনে এ খবর জানানো হয়। বাশার আল-আসাদের পতনের পর গরিব ও নিম্ন শ্রেণির অনেক মানুষ বিক্রয়যোগ্য ধাতুর সন্ধানে সামরিক স্থাপনাগুলোতে ঢুকে পড়েছিল। এই বিস্ফোরণে তাদের মধ্যে কেউ কেউ নিহত হতে পারেন। সিরিয়ার ২৪ বছরের স্বৈরশাসক বাশার আল-আসাদ। এর কয়েক সপ্তাহ পর দেশটিতে এত বড় বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটল। গত ৮ ডিসেম্বর তিনি ক্ষমতাচ্যুত হন। সিরিয়ান অবজারভেটরি ফর হিউম্যান রাইটস জানিয়েছে, দামেস্ক থেকে প্রায় ৩০ কিলোমিটার দূরে আদ্রার শিল্প এলাকায় এ বিস্ফোরণ হয়েছে।

ভয়াবহ দুর্ঘটনা থেকে রেহাই পেল নরওয়েগামী বিমান

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : বড় ধরনের দুর্ঘটনার কবল থেকে বাঁচলো নরওয়ে থেকে নেদারল্যান্ডসগামী যাত্রীবাহী একটি বিমান। গত রোববার জরুরি অবতরণের সময় রানওয়ে থেকে ছিটকে পড়ে বিমানটি। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এটি তৃতীয় ঘটনা। দক্ষিণ কোরিয়ায় ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনায় ১৭৯ জনের মৃত্যুর পর এ খবর পাওয়া গেল। তুর্কি বার্তা সংস্থা আনাদোলু এজেন্সির খবরে বলা হয়, রোববার নরওয়ে থেকে নেদারল্যান্ডসের উদ্দেশে যাত্রা করে রয়্যাল ডাচ এয়ারলাইন্সের একটি যাত্রীবাহী বিমান। তবে উড্ডয়নের পরপরই কোনো কারণে এটি আবারও নরওয়ের বিমানবন্দরে জরুরি অবতরণ করে। এ সময় রানওয়ে থেকে ছিটকে পড়ে বিমানটি। স্থানীয় সংবাদমাধ্যম এপিসেভেনএম বলেছে, পাইলটরা জরুরি অবতরণের জন্য অসলো থেকে ১১০ কিলোমিটার দূরে স্যান্ডেফজর্ড টর্প বিমানবন্দরে বিমানটিকে ডাইভার্ট করার সিদ্ধান্ত নেন। অবতরণের সময় রানওয়ে থেকে ছিটকে পড়ার পর একটি ঘাসযুক্ত স্থানে বিমানটিকে নিতে সক্ষম হন পাইলট। যদিও এতে কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। তবে অল্প সময়ের মধ্যে বোয়িং বিমানগুলোতে এমন যান্ত্রিক ত্রুটির খবরে বেশ উদ্বিগ্ন যাত্রীরা। এর আগে রোববার স্থানীয় সময় সকাল ৯টার দিকে অবতরণের সময় দক্ষিণ কোরিয়ার মুয়ান আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ১৮১ আরোহী নিয়ে জেজু এয়ারের একটি বিমান বিধ্বস্ত হয়।

ইথিওপিয়ায় সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ৭১

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ইথিওপিয়ার দক্ষিণাঞ্চলে বহু আরোহীসহ একটি ট্রাক নদীতে পড়ে অন্তত ৭১ জন নিহত হয়েছেন। গত রোববার রাতে দক্ষিণাঞ্চলীয় সিদামা অঞ্চলের জনসংযোগ ব্যুরো এক বিবৃতিতে জানায়, বোনা জেলায় দুর্ঘটনাটি ঘটেছে আর এতে ৬০ জনের মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু গতকাল সোমবার সিদামা রাজ্য সরকারের মুখপাত্র ওসেনিয়েলেহ সিমিওন রয়টার্সকে জানান, এ ঘটনায় অন্তত ৭১ জনের মৃত্যু হয়েছে। তাদের মধ্যে ৬৮ জন পুরুষ ও তিন জন নারী। তিনি বলেন, "আহতদের বোনা জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাদের মধ্যে পাঁচজনের অবস্থা সঙ্কটজনক।" সিমিওন বলেন, সামনে সেতুতে ওঠার কথা থাকলেও তা না করে ট্রাকটি দিক হারিয়ে নদীতে পড়ে যায়। সড়কটিতে অনেক বাঁক ছিল। তিনি জানান, ট্রাকে থাকা যাত্রীদের অনেকে একটি বিয়ের অনুষ্ঠান থেকে ফিরছিলেন। অনেকেই তাদের পরিবারের একাধিক সদস্যকে হারিয়েছেন। তিনি আরও জানান, স্থানীয় ট্রাফিক পুলিশ এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে ট্রাকটি ধারণক্ষমতার চেয়ে বেশি যাত্রী বহন করছিল আর এ কারণেই সম্ভবত দুর্ঘটনাটি ঘটেছে।

কৃষক বিদ্রোহে অচল পাঞ্জাব, ২০০ ট্রেন বাতিল

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : দাবি মানেনি কেন্দ্র। এমনকি, আলোচনাতেও বসেনি। নিজেদের দাবিদাওয়া নিয়ে তাই পাঞ্জাবে অবরোধ ডেকেছিলেন কৃষকরা। গতকাল সোমবার সেই অবরোধের প্রভাব পড়লো রাজ্যটির বিভিন্ন জায়গায়। এমনকি, কৃষকদের বিক্ষোভের কারণে ২২১টি ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। অবরুদ্ধ রাস্তাঘাটও। সংযুক্ত কিসান মোর্চা (অরাজনৈতিক) ও কিসান মজদুর মোর্চার ডাকে আবার পথে নেমেছেন কৃষকেরা। ওই দুই সংগঠন আগেই জানিয়েছিল, গতকাল সোমবার সকাল ৭টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত তারা অবরোধ পালন করবে। চিকিৎসাসহ জরুরি পরিষেবার ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া হয়েছে। জানা গেছে, গতকাল সোমবার সকাল থেকেই পাঞ্জাবের বিভিন্ন জায়গায় জড়ো হতে শুরু করেন কৃষকরা। জলন্ধর-দিল্লি জাতীয় সড়ক, অমৃতসার-দিল্লি হাইওয়ের উপর বসে পড়েছেন তারা। ফলে এসব রাস্তায় যান চলাচল বন্ধ। মোহালিতে বিমানবন্দর যাওয়ার পথও অবরোধ করে রেখেছেন কৃষকরা। কৃষকদের কর্মসূচির কারণে যাতে কোনো বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না হয়, সেদিকে সজাগ নজর রেখেছে পুলিশ। আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে মোহালিতে ৬০০ পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্তারা রাজ্যের পরিস্থিতির উপর নজর রাখছেন। কৃষক নেতা সরওয়ান সিংহ পন্ধের বলেন, অবরোধের সময় শুধু জরুরি পরিষেবায় ছাড় থাকবে। কেউ যদি বিমানবন্দরে যান, কিংবা চাকরির ইন্টারভিউ দিতে বা বিশেষ প্রয়োজন থাকে, তাদের আটকানো হবে না। ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য (এমএসপি), কৃষি ঋণ মওকুফ, পেনশনের ব্যবস্থা ও বিদ্যুতের বিল না বাড়ানোসহ ১৩ দফা দাবিতে আমরণ অনশন শুরু করেছেন কৃষক নেতা জগজিৎ সিং দাল্লেওয়ালে। আজ তার অনশন ৩৪ দিনে পড়েছে। জানা গেছে, ডাল্লেওয়ালের শারীরিক অবস্থা সংকটজনক। আর তাই তার পাশে দাঁড়িয়ে কেন্দ্র সরকারের ওপর চাপ বাড়াতে আজ থেকে অবরোধ কর্মসূচি শুরু করেছেন কৃষকরা। গত ১৩ ফেব্রুয়ারি থেকে দিল্লি সংলগ্ন পাঞ্জাব, হরিয়ানার শম্ভু ও খানাউড়ি সীমানায় অবস্থান নিয়েছেন কৃষকরা। তবে ২৬

নভেম্বর জগজিৎ সিংহ ডাল্লেওয়াল আমরণ অনশন শুরু করার পর আন্দোলন নতুন করে উজ্জীবিত হয়ে ওঠে। এর আগে কৃষকরা 'রেল রোকো' কর্মসূচিও নিয়েছিলেন। কৃষক নেতা অভিমন্যু কোহার বলেন, আমাদের দাবিগুলো অত্যন্ত স্পষ্ট। তা সত্ত্বেও আমাদের আন্দোলনকে দমিয়ে রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে।

কেন্দ্র নিজেদের অবস্থানে অনড় থেকে কৃষকদের কোনো দাবিতে গুরুত্ব দিচ্ছে না।

বিনোদন

আয়ের নতুন মাইলফলক স্পর্শ করলো উইকেড

বিনোদন ডেস্ক : সিনথিয়া এরিভো এবং অ্যারিয়ানা গ্র্যান্ডে অভিনীত ব্রডওয়ে মিউজিক্যালের সিনেমা অ্যাডাপ্টেশন 'উইকেড'। মুক্তির পর থেকেই সিনেমাটি বিশ্বব্যাপী বক্স অফিসে দারুণ সাড়া ফেলেছে। গড়েছে আয়ের রেকর্ড। সেই তালিকায় যুক্ত হলো আরও একটি নতুন রেকর্ড। ছবিটি যুক্তরাষ্ট্রের বক্স অফিসে সর্বাধিক উপার্জনকারী ব্রডওয়ে অ্যাডাপ্টেশন হিসেবে ইতিহাস গড়েছে। মোট ৬৩৪.৪ মিলিয়ন ডলার আয় করেছে 'উইকেড'। এর মধ্যে ৪২৪.২ মিলিয়ন ডলারই এসেছে যুক্তরাষ্ট্র থেকে। বাকিটা আন্তর্জাতিক বাজার থেকে পাওয়া আয়। এই আয়ের সুবাদে আরও একটি রেকর্ড নিজের করে নিলো 'উইকেড'। ছবিটি এখন 'মাম্মা মিয়া'-কে পেছনে ফেলে বিশ্বব্যাপী সর্বাধিক আয় করা মিউজিক্যাল অ্যাডাপ্টেশন হিসেবে শীর্ষস্থান অধিকার করেছে। সিনেমাটি এখনও দুর্দান্ত পারফর্ম করছে সিনেমা হলে। সম্প্রতি ৮১টি আন্তর্জাতিক বাজারে আরও ১৩.৭ মিলিয়ন ডলার আয় করেছে। শিগগিরই সিনেমাটি ডিজিটালে মুক্তি পেতে যাচ্ছে। ডিজিটাল স্পাই জানাচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্রে ৩১ ডিসেম্বর থেকে অনলাইনে দেখা যাবে 'উইকেড'। যুক্তরাজ্যে এটি দেখা যাবে ৩ জানুয়ারি। ছবিটি অনলাইনে আনবে প্রাইম ভিডিও এবং আইটিউনস।

এখনো ডিভোর্স হয়নি শ্রীলেখার!

বিনোদন ডেস্ক : বিয়ে ভেঙেছে এক দশক আগে, তবে শ্বশুরবাড়ির মানুষগুলোর সঙ্গে আজও সম্পর্ক অটুট টলিউড অভিনেত্রী শ্রীলেখা মিত্রর। স্বামী প্রাক্তন হতে পারে, অন্য সম্পর্কগুলো নয়। এক দশক আগে স্বামী শিলাদিত্য সান্যালের সঙ্গে আইনি বিচ্ছেদ হয়েছে তার। বিবাহবিচ্ছেদ হলেও শিলাদিত্যর সঙ্গে তার বন্ধুত্ব আগের মতোই রয়ে গিয়েছে, সে কথা বারবার উল্লেখ করেন শ্রীলেখা। প্রাক্তন স্বামীর সঙ্গে জুড়ে থাকা পুরোনো সম্পর্কগুলোও আগের মতোই অটুট। এদিকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রাক্তন স্বামীর পিসির সঙ্গে ছবি পোস্ট করলেন শ্রীলেখা। সঙ্গে মন ছোঁয়া ক্যাপশন। লিখলেন, 'আমার পিসি শাশুড়ি। না উনি আমার এক্স নন, ওনার সঙ্গে ডিভোর্স হয়নি।' শ্রীলেখার শেয়ার করা ছবিতে দেখা যায়, তার ও শিলাদিত্যর একমাত্র মেয়ে মাইয়্যা (ঐশী) সান্যালেরও। এই মাসেই ১৯-এ পা দিয়েছে শ্রীলেখা-কন্যা।

পুষ্পার বিরুদ্ধে টম অ্যান্ড জেরিকে নকল করার অভিযোগ

বিনোদন ডেস্ক : সদ্য মুক্তি পাওয়া আল্লু আর্জুনের দক্ষিণী ছবি 'পুষ্পা টু' নিয়ে নানা আলোচনা চলছে সামাজিক মাধ্যমে। নেটিজেনদের একাংশের মতে, সিনেমাটির কিছু দৃশ্য বা চারিত্রিক ভঙ্গি বহুল জনপ্রিয় কার্টুন 'টম অ্যান্ড জেরি' থেকে অনুপ্রাণিত বা নকল হয়েছে। এমন দাবির পর থেকে ছবিটির পুষ্পা চরিত্র নিয়ে শুরু হয়েছে নেটিজেনদের আলোচনা। ছবিতে আল্লু অর্জুন অভিনীত চরিত্র পুষ্পার আদবকায়দা, হাবভাবসহ বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি দারুণ জনপ্রিয় হয়েছে দর্শকের মধ্যে। এদিকে সম্প্রতি 'টম অ্যান্ড জেরি'র একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে সামাজিক মাধ্যমে। তাতে দেখা যাচ্ছে, কার্টুন চরিত্রগুলিতে সেসব অঙ্গভঙ্গি রয়েছে যা অবিকল দেখা গেছে 'পুষ্পা'র বিখ্যাত অঙ্গিভঙ্গি?র দৃশ্যতেও। বলা বাহুল্য, 'পুষ্পা'র প্রায় ৪-৫ দশক আগেই মুক্তি পেয়েছিল 'টম অ্যান্ড জেরি'র সেসব পর্ব। তাই তো নেটিজেনদের একাংশের মত, এই 'টম অ্যান্ড জেরি'কে দেখেই নকল করেছে পুষ্পা! যেমন, 'পুষ্পা'র চিবুকের নীচ ঘেঁষে হাত চালানোর ভঙ্গি যেমন দর্শকদের নজর কেড়েছে, একই অঙ্গভঙ্গি ঠিক জেরিকেও এর আগে করতে দেখা গেছে। আবার পুষ্পার সেই এক পা টেনে টেনে হেঁটে শ্রীবল্লীকে ডাকার দৃশ্যের মতো অবিকল করে হাঁটার দৃশ্য নয়ের দশকে সেরে ফেলেছে টম-ও! বিষয়টি নিয়ে হাসাহাসির মাঝে এক নেটিজেন লেখেন, ''আমি নিশ্চিত 'পুষ্পা' পরিচালক ছোটবেলায় 'টম অ্যান্ড জেরি' দেখতেন''। অন্য এক নেটিজেন লেখেন, ''এ তো পুরো 'টম অ্যান্ড জেরি'র থেকে কপি''। গত ৫ ডিসেম্বর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পায় 'পুষ্পা টু: দ্য রুল'। মুক্তির মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যে ১০০০ কোটির ক্লাবে নাম লিখিয়েছে আল্লু অর্জুনের ছবি। বক্স অফিস সূত্রে খবর, 'পুষ্পা টু: দ্য রুল' সমস্ত ভারতীয় ছবির ক্ষেত্রে মাইলফলক গড়ে তুলেছে। এই ছবিটিই সর্বপ্রথম যা বিশ্বজোড়া বক্স অফিসে সবচেয়ে কম সময়ের মধ্যে হাজার কোটির ঘরে নাম লিখিয়েছে।

সংকটাপন্ন অবস্থায় চিত্রনায়িকা অঞ্জনা

বিনোদন ডেস্ক : বাংলাদেশের একসময়ের জনপ্রিয় চিত্রনায়িকা ও নৃত্যশিল্পী অঞ্জনা রহমান। গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। বর্তমানে করোনারি কেয়ার ইউনিটে (সিসিইউ) তার চিকিৎসা চলছে। বিষয়টি গণমাধ্যমকে নিশ্চিত করে নায়িকার ছেলে নিশাত মণি জানান, তার মায়ের অবস্থা ভালো নয়, খুব সংকটাপন্ন। সবার কাছে দোয়া চেয়েছেন। ১৫ দিন আগে জ্বর শুরু হয় চিত্রনায়িকার, একপর্যায়ে ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়লে পরে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। তিনি বলেন, 'কয়েকটি পরীক্ষার পর রক্তের সংক্রমণ ধরা পড়ে। কিন্তু গত কয়েকদিন চিকিৎসা দিলেও এখনও সুস্থ হননি। আমার আম্মুই চাননি তার অসুস্থতার কথা কাউকে কিছু বলি। উনি ভেবেছিলেন, দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠবেন। অযথা নিজের অসুস্থতার কথা জানিয়ে কাউকে দুশ্চিন্তায় ফেলতে চাননি।' প্রসঙ্গত, অঞ্জনা রহমান চলচ্চিত্র জগতে আসার আগে একজন নামি নৃত্যশিল্পী ছিলেন। অঞ্জনার অভিনয় জীবন শুরু হয় বাবুল চৌধুরী পরিচালিত 'সেতু' চলচ্চিত্র দিয়ে তবে তার মুক্তিপ্রাপ্ত প্রথম চলচ্চিত্র শামসুদ্দিন টগর পরিচালিত 'দস্যু বনহুর'। আজিজুর রহমান পরিচালিত অশিক্ষিত চলচ্চিত্রে নায়ক রাজ রাজ্জাকের বিপরীতে লাইলি চরিত্রে অভিনয় করেন। রাজ্জাকের বিপরীতে তিনি ৩০টি চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন। অঞ্জনা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে সক্রিয়। তিনি বাংলাদেশ যুব মহিলা লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এবং আওয়ামী সাংস্কৃতিক লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য। তাকে ২০১৭ সালে কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মেয়র প্রার্থী আঞ্জুম সুলতানা সীমার নির্বাচনী প্রচারণায় দেখা যায়।

এবার স্কেলেটর চরিত্রে অভিনয় করবেন জ্যারেড লেটো

বিনোদন ডেস্ক : অনেকের শৈশবের নায়ক হি-ম্যান। এই চরিত্রটি 'মাস্টার্স অব দ্য ইউনিভার্স' ফ্র্যাঞ্চাইজির এক বীরের। একটি কাল্পনিক পৃথিবী এটার্নিয়ার প্রধান চরিত্র প্রিন্স অ্যাডামই হি-ম্যান। যিনি তার ঐশ্বরিক ক্ষমতাধার তরবারি ব্যবহার করে হি-ম্যান রূপে পরিণত হন। অত্যন্ত শক্তিশালী এবং সাহসী সুপারহিউম্যান হি-ম্যান। তার লক্ষ্য পৃথিবীকে স্কেলেটর ও তার শত্রু বাহিনী থেকে রক্ষা করা। ১৯৮২ সালে ম্যাটেল এই খেলনা ব্র্যান্ডটি তৈরি করে। সেটি বিশ্বজুড়েই তুমুল জনপ্রিয়তা পায়। পরে এই চরিত্র ও গল্প নিয়ে অনেক টেলিভিশন সিরিজ, সিনেমা এবং কমিক বই প্রকাশ হয়েছে। সিনেমা আকারে 'মাস্টার্স অব দ্য ইউনিভার্স' ১৯৮৭ সালে মুক্তি পায়। এতে হি-ম্যান চরিত্রে অভিনয় করেন ডল্ফ লুন্ডগ্রেন। যদিও সেটি বক্স অফিসে তেমন সফল হয়নি তবে হি-ম্যান ফ্র্যাঞ্চাইজির প্রতি অনেক ভক্তের মতে এটি একটি কাল্ট ক্লাসিক সিনেমা। আবারও এই গল্প নিয়ে হি-ম্যান ফিরে আসছেন সিনেমার পর্দায়। ম্যাটেল ফিল্মসের সঙ্গে মিলে লাইভ-অ্যাকশন 'মাস্টার্স অব দ্য ইউনিভার্স' নামে এই সিনেমাটি তৈরি করছে আমাজন এমজিএম স্টুডিওস। এই সিনেমাতে চমক হিসেবে যোগ দিয়েছেন জ্যারেড লেটো। তিনি গল্পটির প্রধান ভিলেন আইকনিক স্টেলেটরের ভূমিকায় অভিনয় করবেন, তথ্যটি নিশ্চিত করেছে হলিউড রিপোর্টার। তারা আরও জানায়, ছবিতে যোগ দেবেন বেশ কয়েকজন জনপ্রিয় অভিনেতা। যার মধ্যে স্যাম সি. উইলসন ভিলেন ট্র্যাপ জওয়ের চরিত্রে অভিনয় করবেন।

গেম অফ থ্রোনস সিরিজে দ্য মাউন্টেন চরিত্রে পরিচিত হাফথোর বিওর্নসন অভিনয় করবেন গোট ম্যান চরিত্রে। কোজো আত্তাহ ট্রাই-ক্লক্স চরিত্রে দেখা দেবেন। অ্যালিসন ব্রি অভিনয় করবেন স্কেলেটরের সেকেন্ড ইন কমান্ড ইভিল-লিন চরিত্রে। এই সিনেমার প্রধান চরিত্র হি-ম্যান হয়ে পর্দায় আসবেন নিকোলাস গ্যালিটজাইন। ক্যামিলা মেনডেস টিলা এবং ইদ্রিস এলবা ডাঙ্কান/ম্যান-এট-আর্মস চরিত্রে অভিনয় করবেন। ট্রাভিস নাইট পরিচালিত 'মাস্টার্স অব দ্য ইউনিভার্স' ২০২৬ সালের ৫ জুন সারা বিশ্বে মুক্তি পাবে। এর চিত্রনাট্য লিখেছেন ক্রিস বাটলার। এটি যৌথ প্রযোজনা করবে এসকেপ আর্টিস্টস এবং ম্যাটেল ফিল্মস।

নিজেকে নিয়ে সমালোচনার জবাব দিলেন রুনা খান

বিনোদন ডেস্ক : ইদানীং দেশের শোবিজ অঙ্গনে আলোচনা-সমালোচনার কেন্দ্রে রয়েছেন অভিনেত্রী রুনা খান। সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া তার বেশ কয়েকটি ভিডিও বেশ সমালোচনা ও বিতর্ক সৃষ্টি করেছে। কয়েকদিন আগে 'প্রিয় মালতী' সিনেমার বিশেষ প্রদর্শনীতে গিয়েছিলেন রুনা খান। সেখানে তার পোশাক, চালচলন ভালোভাবে নেননি নেটিজেনরা। বিশেষ করে বন্ধুকে জড়িয়ে ধরার বিষয়টি অনেক বেশি দৃষ্টিকটু লেগেছে তাদের কাছে। এমনকি রুনা খানের অনুরাগীরাও এমনটি তার থেকে আশা করেননি বলে মত দিয়েছেন। 'প্রিয় মালতী'র প্রদর্শনী শেষে অভিনন্দন জানাতে পরিচালক শঙ্খ দাশগুপ্ত ও অভিনেতা শাহজাহান সম্রাটকে জড়িয়ে ধরেন রুনা খান। বিশেষ করে শাহজাহান সম্রাটকে আলিঙ্গন করার মুহূর্ত নিয়ে তোলপাড় হয়ে ওঠে সামাজিক মাধ্যম। ছড়িয়ে পড়া সেই ভিডিওতে দেখা যায়, বন্ধু সম্রাটকে অনেকটা গভীরভাবেই জড়িয়ে ধরেন রুনা খান। এছাড়াও এ সময় রুনা খানের পোশাকও চোখে বাধে নেটিজেনদের; ফলে রীতিমতো শুরু হয় বিদ্রুপ-সমালোচনা, ছোঁড়া হয় কটাক্ষবাণ। সম্প্রতি একটি অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে হাজির হন রুনা খান। সেখানে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সমসাময়িক সমালোচনা নিয়ে মুখ খোলেন অভিনেত্রী। সম্রাটের সঙ্গে সম্পর্কের বিষয়টি স্পষ্ট করে রুনা খান বলেন, 'প্রিয় মালতী দেখে এতই ভালো লেগেছে যে, ছবির নির্মাতা ও প্রধান শিল্পীদের আলিঙ্গন না করে থাকতে পারিনি। এই সিনেমার অভিনেতা সম্রাট আমার দীর্ঘদিনের সহকর্মী। যারা ক্যারিয়ারের প্রথম দিকে ছোট চরিত্রের জন্য ডাক পান না, সে রকম অভিনেতারা যখন একটি সিনেমার প্রধান চরিত্রে কাজ করেন, সেই অনুভূতিটা আমার মতো ছোট ছোট চরিত্রে কাজ করে আসা অভিনয়শিল্পীরাই বুঝবেন। সম্রাটের প্রতি আমার যে আবেগ সেটা সে বুঝলেই চলবে। পৃথিবীর আর কেউ না বুঝলেও হবে।' সমালোচনা প্রসঙ্গে রুনা খান বলেন, 'ইতিবাচকতা ও নেতিবাচকতা সব জায়গাতেই থাকে। অনেক সময় ক্যামেরার অ্যাঙ্গেলের কারণে অনেক কিছু দৃষ্টিকটু লাগে। যা পরে আসি, যেভাবেই আসি, সেই শটটি দৃষ্টিকটু লাগে। ভাইরাল ভিডিওর ক্ষেত্রেও তেমনটা হয়েছে।

এবার নেটিজেনদের কটাক্ষের শিকার তাসনিয়া ফারিণ

বিনোদন ডেস্ক : ছোট পর্দার জনপ্রিয় অভিনেত্রী তাসনিয়া ফারিণ। নিজের অভিনয় দক্ষতা দিয়ে ভক্ত-অনুরাগীদের মনে জায়গা করে নিয়েছে। অভিনয়ের পাশাপাশি নাচেও বেশ দক্ষ তিনি। এবার কালচারাল জার্নালিস্টস ফোরাম অব বাংলাদেশ (সিজেএফবি) বিশেষ সম্মাননা পুরস্কার অনুষ্ঠানে নেচে মঞ্চ মাতালেন তাসনিয়া ফারিন। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ইতোমধ্যে অভিনেত্রীর নাচের ভিডিও নেটিজেনদের নজর কেড়েছে। ভিডিওতে দেখা যায়, পরনে কালো জিন্স পায়ে হাই হিলে গানের তালে তালে মঞ্চ মাতাচ্ছেন তাসনিয়া ফারিন। তবে ফারিনের নাচ দেখে নেটিজেনরা বেশ কটাক্ষ কর

জাল ফেলে মাছ ধরায় ব্যস্ত কয়েকজন জেলে। পানি কমে যাওয়ায় কাপ্তাই হ্রদে বেশ মাছ পাওয়া যাচ্ছে। আসামবস্তি, রাঙামাটি।

উপকূল থেকে হারিয়ে যাচ্ছে গোলপাতা

পাবনা প্রতিনিধি : উপকূলীয় এলাকা থেকে ক্রমেই গোলগাছ বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। জলবায়ুর পরিবর্তন, প্রয়োজনীয় চাষাবাদ ও সংরক্ষণের অভাবে গোলগাছ বিলুপ্তির অন্যতম কারণ বলে জানা গেছে। ক্রমবর্ধমান গতিতে এ অঞ্চলের লোকালয় থেকে গোলগাছ হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এ অবস্থায় গোলগাছ রক্ষার জন্য আরও বেশি যত্নশীল হওয়ার তাগিদ দিয়েছেন পরিবেশবিদরা।জানা গেছে, উপকূলীয় অঞ্চলের লোকালয়ে একসময় খাল, বিল, নদীর তীরসহ সর্বত্র গোলগাছ পাওয়া যেত। গাছের নাম গোল হলেও দেখতে নারিকেল গাছের পাতার মতো। এর উচ্চতা প্রায় ১৫ থেকে ২০ ফুটের বেশি। সাধারণ লবণাক্ত পলিযুক্ত মাটিতে ভালো জন্মায়। বিস্তীর্ণ এলাকাসহ খালের ধার, নদীর চরাঞ্চল গোলগাছ চাষের উপযুক্ত স্থান। গোলগাছের বীজ (গাবনা) মাটিতে পুঁতে রাখলেই চারা জন্মায়। একেকটি গাবনায় ১২৫-১৫০টি পর্যন্ত বীজ থাকে। গোলগাছ চাষে মোটা অঙ্কের টাকা বিনিয়োগ করতে হয় না। সহজলভ্য এবং ব্যয় কম হওয়ায় চাষাবাদ অত্যন্ত লাভজনক। গোলগাছ চাষে রাসায়নিক সার, কীটনাশক ও কোনো ধরনের পরিচর্যা প্রয়োজন হয় না। এ ছাড়া গোলগাছের রস দিয়ে গুড় উৎপাদন করে অতিরিক্ত অর্থ উপার্জন করা সম্ভব। দক্ষিণাঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকায় গোলগাছ চাষের অনুকূল পরিবেশ থাকা সত্ত্বেও সম্ভাবনাময় এ প্রজাতির উদ্ভিদ প্রয়োজনীয় চাষাবাদ ও রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে বিলুপ্ত হতে চলেছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, লবণাক্ততা বৃদ্ধি, নদীভাঙনসহ পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে লোকালয় থেকে গোলগাছ হারিয়ে যাচ্ছে।

গফরগাঁওয়ে মাদক বিরোধী ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত

গফরগাঁও, ময়মনসিংহ প্রতিনিধি : ''মাদকমুক্ত সমাজ গঠনে খেলাধুলার কোনো বিকল্প নেই'' এই প্রতিপাদ্যে ময়মনসিংহের গফরগাঁওয়ে মাদক বিরোধী প্রীতি ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত শনিবার বিকালে উপজেলার শাঁখচূড়া উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে এই ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। মফিজুল স্পোর্টস একাডেমির আয়োজিত ফুটবল খেলায় আগে মাদক বিরোধী শপথ পাঠ করান। শাঁখচূড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের শরীরচর্চা শিক্ষক আশরাফুল আলম মাস্টারের সভাপতিত্বে ও ব্রহ্মপুত্র বিদ্যা নিকেতনের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক মাসুদ আল আজাদ এর সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ মুদ্রণ শিল্প সমিতির সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট জুনায়েদ আল মাহফুজ এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন সমাজসেবক মোঃ আব্দুল কাইয়ুম রিফাত। এছাড়াও আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা ছাত্রদলের সদস্য রুবেল মিয়া,পাঁচবাগ ইউনিয়ন ছাত্রদলের সহ-সভাপতি জাহাঙ্গীর আলম, সাধারণ সম্পাদক অলি আহমেদ ও স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা জহিরুল ইসলাম জয় প্রমুখ। খেলায় মফিজুল স্পোর্টস একাডেমি বনাম উদয়ন তরুণ সংঘ ক্লাব প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। খেলায় ০-১ গোলে বিজয়ী হন উদয়ন তরুণ সংঘ ক্লাব। পরে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। খেলায় রেফারি দায়িত্বে ছিলেন ময়মনসিংহ জেলা ফুটবল রেফারি এসোসিয়েশনের সদস্য আরিফুল ইসলাম শাওন।

মোল্লাহাটে বিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা

মোল্লাহাট, বাগেরহাট প্রতিনিধি : বাগেরহাটের মোল্লাহাট উপজেলার ৫৩ নং কাহালপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শ্রেণি ভিত্তিক পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা, পুরস্কার বিতরণ এবং মা ও অভিভাবক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৫৩ নং কাহালপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আয়োজনে ওই প্রতিষ্ঠানের একটি কক্ষে এ অনুষ্ঠান হয়। সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা রত্না দেবনাথের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন, ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ মনিরুজ্জামান মিয়া, প্রেসক্লাব মোল্লাহাটের সাধারণ সম্পাদক এম এম মফিজুর রহমান, ডাঃ মনসুর আহমেদ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সি-নয়র শিক্ষক ফরিদ আহমেদ চৌধুরী, কাহালপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আসমা খানম, চরকুলিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক মোঃ আমিনুল ইসলাম ও কাহালপুর আলীম মাদ্রাসার শিক্ষক আফরোজা খানম।

এভাবে একসঙ্গে ক্যামেরাবন্দী হওয়াতেই যেন আনন্দ এই পাহাড়ি শিশুদের। সাপছড়ি মুখপাড়া, রাঙামাটি

বাঘায় ১২ সন্তান উচ্চ শিক্ষার পর সফল

বাগমারা, রাজশাহী প্রতিনিধি : রাজশাহীর বাঘা উপজেলার আড়ানী পৌর বাজারের মরহুম হাসনা হেনা ও শামসুল হুদা দম্পতির ১২ সন্তান উচ্চ শিক্ষার পর সফল হয়েছেন। তারা সবাই উচ্চ পর্যায়ের চাকরীজীবী। তবে এরমধ্যে কেউ কেউ অবসর গ্রহণ করেছেন। হাসনা হেনা ও শামসুল হুদা দম্পতির ১২ সন্তানের জন্মই শুধু দেননি। তাদের উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করে সমাজের সম্মানজনক স্থানে জায়গায়ও করে দিয়েছেন। তাঁদের সব সন্তানই চাকরীজীবী। তাদের মধ্যে অধিকাংশই সরকারী কর্মকর্তা। বড় ছেলে ওয়ালী আহাদ বুয়েট থেকে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে পারমানবিক গবেষনার উচ্চ কর্মকর্তা হিসেবে যোগদান করেন। সেখানে দীর্ঘদিন চাকরী শেষে অবসর গ্রহনের পর বেসরকারী একটি ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনা করছেন। দ্বিতীয় সন্তান ফখরুল ইসলাম জনতা ব্যাংকের এজিএম ছিলেন তিনি ২০২৩ সালের ২৩ জুন হার্ডস্টোকে মৃত্যু হয়। তৃতীয় সন্তান জহুরুল ইসলাম সোনালী ব্যাংকের সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার, চতুর্থ সন্তান মারিউল ইসলাম রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস বিষয়ে সম্মান শ্রেনীতে অধ্যয়নরত অবস্থায় খাদ্যে বিষক্রিয়ায় মারাত্নক অসুস্থ হয়ে মানসিক বিকারগ্রস্থ হয়ে বর্তমানে বাড়িতে অবস্থান, ৫ম সন্তান রাবিউল ইসলাম রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালল থেকে মাস্টার্সের পর এমপিওভুক্ত কলেজ শিক্ষক, ৬ষ্ঠ সন্তান মাহফুজুল ইসলাম রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাস বিষয়ে অনার্সসহ মাস্টারস শেষ করে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক, ৭ম সন্তান বড় মেয়ে তহমিনা খাতুন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএ পাশ করে বর্তমানে গৃহিনী, ৮ম মেয়ে মাসুমা খাতুন জনতা ব্যাংকের সিনিয়র অফিসার, ৯ম মেয়ে নাছিমা খাতুন হিরা সরকারি কলেজ শিক্ষক, তিনি ২০১৩ সালের ২৫ জানুয়ারী মৃত্যু বরণ করেন। ১০ সন্তান ফরিদা পারভীন দিনাজপুর বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের সহযোগী অধ্যাপক, ১১ তম সন্তান মোর্শেদা নাজনীন ইডেন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের সহযোগী অধ্যাপক এবং সর্বশেষ ১২ তম মেয়ে নীলা হাফিয়া উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা পদে কর্মরত। একারনেই ২০০৮ সালের ১ জানুয়ারী স্থানীয় এলাকাবাসী আনুষ্ঠানিকভাবে রত্নগর্ভার খেতাবে ভুষিত করেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন তৎকালিন রাজশাহী বিভাগীয় কমিশনার শফিউল আলম। স্বল্প আয়ের শিক্ষক মরহুম শামসুল হুদা এতোগুলো ছেলে-মেয়ের পড়া লেখার খরচ চালাতে যখন হিম-শিম খাচ্ছিলেন তখন হাসনা হেনা তাকে সাহস যুগিয়েছেন। দিয়েছেন প্রেরণা। স্বামীকে বাড়তি আয়ের জন্য টিউশনি করতে পরামর্শের পাশাপাশি নিজে বাড়িতে মুরগী-ছাগল পুষতেন। বাড়ির আঙ্গিনায় শাক-সবজি চাষ আর বাতাবি লেবুর গাছ লাগিয়ে সময়ে-অসময়ে সেগুলো বিক্রি করে তিনি সন্তানদের লেখা পড়ার খরচে সহযোগীতা করতেন। কখনও খেয়ে কখনও বা না খেয়েই সন্তানদের বিশ্ববিদ্যালয়ের খরচের টাকা পাঠাতেন। ১৯৯৩ সালের ১৬ আগষ্ট শিক্ষক শামসুল হুদার মৃত্যুর পর হাসনা হেনা একেবারেই ভেঙ্গে পড়েন। বড় ছেলের চাকরী হলেও বাঁকিগুলোর অনেকের চাকরি, কারও লেখা-পড়া শেষ করানো এ চিন্তা যেন হাসনা হেনাকে তাড়া করে ফেরে। আত্মীয়দের বাড়িতে ধার-কর্য করে আর ছেলেমেয়েদের বাড়তি টিউশনি। সন্তানদের সবাই তীক্ষ্ম বুদ্ধিসম্পন্ন হওয়ায় চাকরির পরীক্ষায় উত্তীর্ন হন এবং সমাজের সম্মানজনক জায়গায় স্থান করে নেন। হাসনা হেনার সব সন্তান প্রতিষ্টিত হওয়ার পর ২০১৬ সালের ৮ ডিসেম্বর পরলোক গমন করেন। জানা গেছে, মরহুম শিক্ষক শামসুল হুদা জন্ম অবিভক্ত ভারতবর্ষের মুর্শিদাবাদের লালগোলায়। পিতার নাম মকছেদ আলী পন্ডিত। মাত্র ৮ বছর বয়সে তৎকালীন প্রথা অনুযায়ী বিয়ের পিঁড়িতে বসতে হয় হাসনা হেনাকে। একই এলাকার পাশ্ববর্তী পাড়ার মৃত সাদির শেখের ছেলে শামসুল হুদার সংগে বিয়ে হয় তাঁর। ১৯৪৩ সালের দিকে স্বামীর চাকরি সুত্রে বর্তমান ঠিকানা রাজশাহী জেলার বাঘা উপজেলার আড়ানীতে আগমন।

চাঁদপুরে কৃষি বিপণন দপ্তরের বাজার মনিটরিং

চাঁদপুর প্রতিনিধি : নিয়মিত বাজার মনিটরিংয়ের অংশ হিসেবে পাইকারি ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রাণকেন্দ্র চাঁদপুর জেলার শহরের পুরান বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দোকানে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেছে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর চাঁদপুর। গত সোমবার বেলা সাড়ে এগারোটায় পরিচালিত বাজার মনিটরিং অভিযানে কৃষি বিপণন লাইসেন্স ও আপডেট মূল্য তালিকা প্রদর্শন না করার অপরাধে বাজার এলাকায় আদা রসুন পেঁয়াজ ডাল তেল পাইকারি বিক্রির ৪টি প্রতিষ্ঠানকে ৪ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।কৃষি বিপণন আইন ২০১৮ এর বিভিন্ন ধারায় এই জরিমানা আদায় করা হয়। জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ মোহসীন উদ্দিনের নির্দেশে অভিযান পরিচালনা করেন সহকারী কমিশনার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট (নেজারত) মোঃ আসাদুজ্জামান সরকার। কৃষি বিপণন কর্মকর্তা মোঃ মাসুদ রানা ও আনসার ব্যাটালিয়নের সদস্যরা অভিযানে সহযোগিতা করেন। কৃষি বিপণন কর্মকর্তা মোঃ মাসুদ রানা জানান,কৃষি বিপণন আইন অনুযায়ী চাল ডাল তেল আদা রসুন পেঁয়াজ পাইকারি বিক্রির প্রতিষ্ঠানগুলোতে কৃষি বিপণন লাইসেন্স থাকা বাধ্যতামূলক। নিয়মিত বাজার মনিটরিং এর অংশ হিসেবে আমরা মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করছি।পুরান বাজারে চারটি দোকানে কৃষি পণ্য বিক্রিতে লাইসেন্স না থাকায় এবং পণ্য বিক্রিতে আপডেট মূল্য তালিকা প্রদর্শিত না থাকায় অভিযান পরিচালনা করে ৪০০০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।আমাদের এই অভিযান চলমান থাকবে।

দিঘলিয়ায় শীতার্ত মানুষদের শীতবস্ত্র বিতরণ

দিঘলিয়া, খুলনা প্রতিনিধি : দুঃস্হ হেলথ প্রোগ্রাম সোসাইটির উদ্যোগে দিঘলিয়ায় আলোচনা সভা ও অন্ধ প্রতিবন্ধীদের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়। সেনহাটি কেসি আই ক্লাব চত্বরে আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন দুঃস্হ হেলথ প্রোগ্রামে সোসাইটির উপজেলা সভাপতি এস এম মেহেদী হাসান, সঞ্চালনায় সাধারণ সম্পাদক মেহেদী হাসান সাজ্জাদ। প্রধান অতিথি ছিলেন দিঘলিয়া উপজেলা বিএনপির সদস্য সচিব আব্দুর রকিব মল্লিক, বিশেষ অতিথি ছিলেন খুলনা জেলা জিয়া পরিষদের সাবেক সভাপতি অধ্যাপক মনিরুল হক বাবুল, উপজেলা বিএনপির যুগ্ন আহবায়ক মোল্লা বিল্লাল হোসেন, মোল্লা নাজমুল হোসেন, দুস্হ হেলথ্ প্রোগ্রাম সোসাইটির চেয়ারম্যান এম এম আজিজুল হাকিম, উপজেলা বিএনপি নেতা সাজ্জাদ মোল্লা, খান মোহাম্মদ, উপজেলা যুবদলের আহ্বায় কুদরতি ইলাহি স্পিকার,জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সহ-সাধারণ সম্পাদক আরিফুল ইসলাম হাসান, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক আব্দুল কাদের জনি, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য সচিব ও দুস্হ হেলথ্ জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী টুটুল, উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক গাজী মনিরুল ইসলাম, গাজী ইনামুল হাসান মাসুম, স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ন আহ্বায় আনোয়ার হোসেন, সামাজিক সংগঠন গ্রীন লাইফ এর পরিচালক শেখ রওশন আজাদ, এম ফরহাদ কাদির, উপজেলা মহিলা দলের সাধারণ সম্পাদিকা সালমা বেগম, বাবুল হোসেন মন্টু, শেখ হেদায়েত হোসেন, ৭ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপ্পির সাধারণ সম্পাদক মনোয়ার হোসেন ফন্টু, তৌহিদুর রহমান, আবু দাউদ উজ্জল, রূপচাঁদ প্রমূখ।

দৌলতপুরে বেড়েছে পেঁয়াজের দাম

দৌলতপুর, কুষ্টিয়া প্রতিনিধি : কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে সপ্তাহখানেক আগে থেকেই দৌলতপুর উপজেলা বাজারে উঠতে শুরু করেছে এ অঞ্চলে উৎপাদিত নতুন পেঁয়াজ। শুরুতে দাম কম থাকায় কয়েক দফায় সড়ক অবরোধ ও মানববন্ধন করেন চাষিরা। তারপরই গত তিনদিনে পাইকারি ও খুচরা বাজারে পেঁয়াজের দাম বেড়েছে কেজিতে ১৫ থেকে ২০ টাকা। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, চলতি মাসের ২৫ তারিখ পর্যন্ত পেঁয়াজের বাজার ছিল নিম্নমুখী। এ সময় পাইকারি বাজারে পেঁয়াজ বিক্রি হয়েছে ২৫ থেকে ৩০ টাকা দরে। পরে প্রতিদিন কেজিতে ৩ থেকে ৫ টাকা পর্যন্ত মূল্য বৃদ্ধি পেয়ে। গত রোববার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত তারাগুনিয়া বড় পাইকারি বাজারে সরজমিনে গিয়ে দেখি চাষিদের কাছে থেকে প্রতি কেজি পেঁয়াজ ৪৩ টাকা থেকে ৪৬ টাকা দরে ক্রয় বিক্রয় হচ্ছে । বাজারের পাইকারি ব্যবসায়ী দের কাছে পেঁয়াজের বাজার দর জানতে চাইলে তারা বলেন, ২৫ তারিখের পর থেকে বাজারে পেঁয়াজের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে কয়েক দফায়। আজ আমরা ৪৬ টাকা দরে চাষিদের পেঁয়াজ কিনেছি। তবে আমদানির ওপর নির্ভর করবে বাজার দর। তবে বাজারে পেঁয়াজের দাম বাড়লেও দুশ্চিন্তা কাটেনি চাষিদের। তারা বলছেন, আর কিছুটা দাম বেড়ে বাজার দর স্থিতিশীল হলে ভালো হয়। দর উঠানামা করলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। পেঁয়াজ চাষিরা বলেন, বর্তমান যা বাজার; এই দামে পেঁয়াজ বিক্রি করলে শুধু খরচ তোলা সম্ভব। তবে কোনো লাভ হবে না। চাষিরা বলেন, এবার বিঘাপ্রতি ১ লাখ ২০ হাজার থেকে দেড় লাখ টাকা পর্যন্ত খরচ হয়েছে।

বিরামপুরে পূবালী ব্যাংকের শাখা উদ্বোধন

ফুলবাড়ি, দিনাজপুর প্রতিনিধি : দিনাজপুরের বিরামপুরে পূবালী ব্যাংক পিএলসির ৫০৬ তম শাখা উদ্বোধন করা হয়েছে। গত রোববার সকাল ১১টায় বিরামপুর ঢাকামোড়ে মিজান মার্কেটের দ্বিতীয় তলায় এই শাখার শুভ উদ্বোধন করেন, অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি পূবালী ব্যাংক রংপুর অঞ্চলের উপ-মহাব্যবস্থাপক ও অঞ্চল প্রধান মো. সাজিদুর রহমান। এসময় উপস্থিত ছিলেন, জহুরা গ্রুপের চেয়ারম্যান আব্দুর হান্নান।

আগুন লাগলেই সর্তক করবে 'অগ্নি' ডিভাইস

বরিশাল প্রতিবেদক : অফিস আদালত, শিল্প-কারখানা কিংবা বাসা-বাড়িতে আগুন লাগলে মানুষের মতো করে আশপাশের লোকজনকে আগুন নিয়ন্ত্রণের জন্য বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় ডেকে সতর্ক করার পাশাপাশি এ্যালার্ম বাজিয়ে সতর্ক করে দিবে ক্ষুদে বিজ্ঞানী ইরান সরদারের উদ্ভাবিত 'অগ্নি' নামের ডিভাইস। অগ্নি ডিভাইসটির প্রধান কাজ হচ্ছে বাসা-বাড়ি, অফিস-আদালত, শিল্প-কারখানার গ্যাস লাইন থেকে গ্যাস লিকেজ হলে ডিভাইসটি গ্যাস সনাক্ত করে সেকেন্ডে মধ্যে অটোমেটিক গ্যাস লাইন এবং বাসার গ্যাস সিলিন্ডার বন্ধ করে দিবে। পাশাপাশি রেড সিগন্যাল দিবে এবং এ্যালার্ম বাজিয়ে আশেপাশের লোকজনকে সতর্ক করে দিবে। এছাড়াও বাসা-বাড়ির গ্যাস ছড়িয়ে পড়ার আগে ডিভাসইটি গ্যাস বাসার বাহিরে বের করে দিবে এবং সেখানে যদি আগুন লাগে বা অগ্নিকান্ডের দুর্ঘটনা ঘটে যায় তাহলে অগ্নি ডিভাইসটি সেকেন্ডের মধ্যে মানুষের মতো আশপাশের লোকজনকে আগুন নিয়ন্ত্রণের জন্য বাংলা এবং ইংরেজী ভাষায় ডেকে সতর্ক করার পাশাপাশি এ্যালার্ম বাজিয়ে সতর্ক করে দিবে। এমনই এক ডিভাইস উদ্ভাবন করে রিতীমতো হৈচৈ ফেলে দিয়েছেন বরিশালের আগৈলঝাড়া উপজেলার গৈলা গ্রামের ইব্রাহিম সরদার ও মমতাজ বেগমের ছোট ছেলে ক্ষুদে বিজ্ঞানী ইরান সরদার। সরকারি গৈলা মডেল মডেল মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে ইরান সরদার বিজ্ঞান বিভাগে এসএসসি ও মাহিলাড়া ডিগ্রি কলেজ থেকে এইচএসসি পাশ করেছেন। ইরান বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রোবটিক নিয়ে পড়াশুনার জন্য ভর্তিচ্ছুক প্রার্থী। ক্ষুদে বিজ্ঞানী ইরান সরদার বলেন, আমাদের দেশে প্রতিনিয়ত অগ্নিকান্ড দুর্ঘটনা লেগেই রয়েছে। যা একটি মানবসৃষ্ট ভয়াবহ দূর্যোগে রুপ নিয়েছে। অগ্নি দুর্ঘটনার মূল কারন হচ্ছে গ্যাস লাইন লিকেজ এবং মানুষের অসাবধানতা। এই অগ্নি দুর্ঘটনা কিছুটা হলেও সমাধান করার জন্য 'অগ্নি' নামের এই ডিভাইসটি উদ্ভাবন করা হয়েছে। বাসা-বাড়ি, অফিস-আদালত, শিল্প-কারখানায় অগ্নি নামের এই ডিভাইসটি ব্যবহার করা হলে অগ্নি দূর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হবে। ক্ষুদে বিজ্ঞানী ইরান সরদার আরও বলেন, সর্বশেষ দেশের অন্যতম স্থান বাংলাদেশ সচিবালয়ে ভয়াবহ অগ্নিকান্ডের পর আমি অগ্নি ডিভাইস উদ্ভাবনে মনোনিবেশ করে ইতোমধ্যে সফল হয়েছি। মানুষের ব্যবহার উপযোগীভাবে খুব অল্প সময়ের মধ্যে অগ্নি ডিভাইসটি তৈরি করা সম্ভব। ডিভাইসটি তৈরি করতে সর্বমোট পাঁচ টাকা খরচ হয়েছে। তিনি আরও জানান, সরকারি কিংবা কোন শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সহায়তা পেলে বাণিজ্যিকভাবে অগ্নি ডিভাইস তৈরি করে বাজারজাত করা সম্ভব হবে। আর এ ডিভাইস সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে পারলে দেশের একটি বড় ভয়াবহ মানবসৃষ্ট দুর্যোগ অগ্নিকান্ড থেকে বাসা-বাড়ি, অফিস-আদালত এবং শিল্প-কারখানাকে অগ্নিকান্ডের হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব হবে। সার্বিক বিষয়ে আগৈলঝাড়া উপজেলা নির্বাহী অফিসার ফারিহা তানজিন বলেন, বাংলাদেশে অলিতে-গলিতে এখন মানবসৃষ্ট নানা দুর্যোগের মধ্যে অন্যতম অগ্নিকান্ড।

আমাদের দেশে অগ্নি দুর্ঘটনা অনেক বেড়ে গিয়েছে। এরইমধ্যে ক্ষুদে বিজ্ঞানী ইরান সরদারের নতুন উদ্ভাবন 'অগ্নি' ডিভাইসটি সময়োপযোগী একটি উদ্ভাবনী। তিনি আরও বলেন, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের তথ্যানুসারে, ২০২৩ সালে সারাদেশে ২৭ হাজার ৬২৪টি এবং দিনে গড়ে ৭৭টি অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটছে। পাশাপাশি সারাদেশে অগ্নিকান্ডে ৭৯২ কোটি ৩৬ লাখ ৮২ হাজার ১৪ টাকা সম্পদের ক্ষতি হয়। অগ্নিকান্ডের মূল উৎপত্তি বৈদ্যুতিক গোলযোগ, বিড়ি-সিগারেটের জ্বলন্ত টুকরা, চুলা এবং গ্যাস লাইন থেকে বেশি ঘটেছে। এসব অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটলে ক্ষুদে বিজ্ঞানী ইরান সরদারের 'অগ্নি' ডিভাইসটি অগ্নিকান্ড থেকে ক্ষয়ক্ষতির পরিমান কমিয়ে আনতে এবং মানুষকে সচেতন করতে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে। বর্তমান বাংলাদেশে অগ্নিদুর্ঘটনা পরিস্থিতি বিবেচনায় গুরুত্বপূর্ণ এই টেকসই উদ্ভাবনের বিষয়টি ব্যাপক প্রসারের লক্ষে সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের মাধ্যমে সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হবে।

কুয়াশা জড়ানো শীতের সকালে দলে দলে কাজের খোঁজে শহরে ছুটছেন দিনমজুরেরা। বখতিয়ারপুর, রংপুর

বন্যা আশ্রয়কেন্দ্রে সোলার লাইট বিতরণ

কলমাকান্দা; নেত্রকোনা প্রতিনিধি : নেত্রকোনার কলমাকান্দা উপজেলায় বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় ২০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাকের পক্ষ থেকে সোলার লাইট দেওয়া হয়েছে। ব্র্যাকের দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কর্মসূচির আওতায় গতকাল সোমবার সকালে ব্র্যাকের কার্যালয়ে এই সোলার লাইট বিতরণ অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ফাইযুল ওয়াসীমা নাহাত । এতে উপজেলার ২০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানের হাতে সোলার লাইট তুলে দেওয়া হয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন,ভারপ্রাপ্ত উপজেলা শিক্ষা অফিসার মো. ছারোয়ার জাহান, সহকারি শিক্ষা অফিসার মোজাম্মেল হক, কলমাকান্দা প্রেসক্লাবের সভাপতি শেখ শামীম ও সাধারণ সম্পাদক মো. ওবাইদুল হক পাঠান, প্রমুখ। ইউএনও ফাইযুল ওয়াসীমা নাহাত বন্যা আশ্রয় কেন্দ্রে সোলার লাইট বিতরণের উদ্যোগের প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, এই উপজেলায় প্রাকৃতিক দুর্যোগ বেশি হয়। বিশেষ করে বন্যায় অনেকেই আশ্রয় কেন্দ্রে যান। দুর্যোগের সময় বিদ্যুৎ না থাকলে দুর্ভোগ আরও বাড়ে। আশ্রয়কেন্দ্র আলোর এই বিশেষ ব্যবস্থা তখন কাজে লাগবে।আশ্রয়কেন্দ্রের প্রতিটিতে দুইটি সোলার প্যানেল, দুইটি লাইট, দুইটি রিমোট কন্ট্রোল এবং প্রতিস্থাপন সরঞ্জাম প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে ব্র্যাকের কলমাকান্দা শাখা কার্যালয়ের সিনিয়র এলাকার ব্যবস্থাপক মো. জামাল উদ্দিন (দাবি) , সিনিয়র শাখা ব্যবস্থাপক ফররুখ আহমদ (দাবি), সিনিয়র শাখা ব্যবস্থাপক আ: রউফ (দাবি) উপস্থিত ছিলেন।

চাঁদপুরে ক্রিকেট টুর্নামেন্টের উদ্বোধন

চাঁদপুর প্রতিনিধি : বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের ব্যবস্থাপনায় চাঁদপুরে শুরু হয়েছে ইয়াং টাইগার্স অনুর্ধ ১৪ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। উদ্বোধনী ম্যাচে অংশগ্রহণ করেন লক্ষীপুর ও নোয়াখালী জেলা ক্রিকেট দল । চাঁদপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার আয়োজনে গতকাল সোমবার সকালে টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করেন চাঁদপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার সভাপতি ও জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ মোহসীন উদ্দিন। চাঁদপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার ক্রিকেট উপকমিটির সভাপতি ও অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মোস্তাফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা ক্রীড়া অফিসার রফিকুল ইসলাম, ক্রীড়া সংগঠক হাসান আল জায়েদ রিফাই, বিসিবির কোচ ও নির্বাচক মোঃ রুহুল কুদ্দুস শামিম, ক্রিকেটার মোরসালিন খান, চাঁদপুর ভেন্যু ম্যানাজার গাউসুল আলম, ক্রিকেট কোচ পলাশ কুমার সোম। চাঁদপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার সূত্রে জানা যায় চাঁদপুর স্টেডিয়ামের ভেনুতে অংশ নিয়েছে চারটি জেলা। দলগুলো হলো নোয়াখালী, লক্ষীপুর, কুমিল্লা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া উদ্বোধনী ম্যাচে খেলা পরিচালনা করেন আম্পায়ার সুকন ও ফারুক।

চিতলমারীতে রসুন উৎপাদনে, স্বপ্ন দেখছেন কৃষক

চিতলমারী, বাগেরহাট প্রতিনিধি : দেশের দক্ষিণাঞ্চল বাগেরহাটের চিতলমারী উপজেলার মধুমতি নদের তীরবর্তী দিগন্তজোড়া কৃষি জমিতে চাষ বিহীন কাঁদা মাটিতে কোয়া লাগিয়ে রসুন উৎপাদনে ভাগ্য বদলের স্বপ্ন দেখছেন কৃষক। এখানকার অনুকূল আবহাওয়া ও বাম্পার ফলনে চাষীদের মুখে এখন হাসির ঝিলিক বইছে। উপজেলার শৈলদাহ, কুনিয়ারচর, বাকপুর ও রাজনগরের চাষীদের এই কৃষিকাজে উপজেলা কৃষি বিভাগ নিয়মিত মনিটরিং এবং পরামর্শ প্রদান করছেন। উপজেলা কৃষি অফিসার (কৃষিবিদ) শিফাত আল মারুফ জানান, বিল থেকে পানি নেমে গেলে কাঁদামাটিতে রোপণ করা হয় রসুনের কোয়া। কম খরচ ও পরিশ্রমে লাভ বেশি হওয়ায় কৃষকরা এই রসুন চাষে উৎসাহী হয়ে উঠেছেন। এখানে প্রতিবিঘা জমিতে ২৫ এবং কোনো কোনো স্থানে ৩০ মণ রসুন ঘরে তোলা সম্ভব হচ্ছে। বাকপুর গ্রামের রসুনচাষী আমিনুর খান (৩৫) মুঠো ফোনে জানান, গত বছর তিনি সামান্য জমিতে রসুন চাষকরে বেশ লাভবান হয়েছেন। চলতি মৌসুমে তিনি আড়াই বিঘা জমিতে রসুন ফলিয়ে ৫০ হাজার টাকা ব্যায় করেছেন, রসুনগাছ ভালো হয়েছে। এই রসুন পরিপক্ক হলে প্রতিমন বীজ রসুন ১৩ হাজার টাকা ও কাঁচা রসুন ৬ হাজার টাকা হিসাবে ৫ লাখ টাকা তার লাভ থাকবে।

ওয়েস্টহ্যামের জালে লিভারপুলের ৫ গোল

স্পোর্টস ডেস্ক : লিভারপুলের জয়রথ ছুটছেই। শুধু জয় নয়, প্রতিপক্ষকে রীতিমতো বিধ্বস্ত করছে অলরেডরা। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে গত রোববার ওয়েস্টহ্যাম ইউনাইটেডকে ৫-০ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে আর্নে স্লটের দল। সর্বশেষ তিন ম্যাচেই ১৪ গোল (৬, ৩, ৫) করেছে লিভারপুল। দাপুটে জয়ে ৮ পয়েন্ট বেশি নিয়ে বরাবরের মতোই টেবিলের শীর্ষে লিভারপুল। ১৮ ম্যাচে অলরেডদের পয়েন্ট ৪৫। দুইয়ে থাকা নটিংহ্যাম ফরেস্টের পয়েন্ট ১৯ ম্যাচে ৩৭। লিভারপুলের সমান ম্যাচ খেলে ৩৬ পয়েন্ট নিয়ে তিনে আছে আর্সেনাল। গত রোববার ওয়েস্টহ্যামের ঘরের মাঠ লন্ডন স্টেডিয়ামে আরও এটি শো দেখিয়েছেন লিভারপুলের মোহাম্মদ সালাহ। এক গোলের পাশাপাশি দুটি অ্যাসিস্ট করেছেন তিনি। এ নিয়ে চলতি মৌসুমে মোট ২০ গোল করলেন মিশরীয় তারকা। প্রিমিয়ার লিগে অ্যাসিস্ট করেছেন ৮টি। ডাগআউটে স্লটের প্রথম মৌসুমে সালাহর দুর্দান্ত পারফরম্যান্সে ২০তম লিগ শিরোপার দিকে ছুটছে লিভারপুল। ম্যাচ শেষে সালাহ বলেন, 'আমার মনে একটাই কথা, আমি চাই লিভারপুল লিগ জিতুক এবং আমি এর অংশ হতে চাই। ট্রফি জেতার জন্য আমার সেরাটা দেবো। আরও কয়েকটি দল আমাদের সঙ্গে (লড়াইয়ে) আছে এবং আমাদের মনোযোগী এবং নম্র থাকতে হবে এবং পারফর্ম করে যেতে হবে। আমি আরও কিছুর জন্য (জয়) ক্ষুধার্ত।' চলতি মৌসুম শেষ হলেই সালাহর সঙ্গে লিভারপুলের চুক্তির মেয়াদ ফুরিয়ে যাবে। মৌসুমের প্রায় অর্ধেকটা সময় চলে গেলেও এখন পর্যন্ত সালাহর সঙ্গে চুক্তি নবায়নের বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো আলোচনা করেনি লিভারপুল। যে কারণে আগামী মৌসুমে সালাহ লিভারপুলে থাকবেন কিনা, তা নিয়ে তৈরি হয়েছে ধুম্রজাল। চুক্তি বাড়ানোর ক্ষেত্রে কোনো অগ্রগতি হয়েছে কিনা জানতে চাইলে সালাহ বলেন, 'না, আমরা এটি থেকে অনেক দূরে এবং আমি মিডিয়াতে এ নিয়ে কিছু বলতে চাই না।' ওয়েস্টহ্যামের বিপক্ষে প্রথম গোল করতে লিভারপুলের সময় লেগেছিল ৩০ মিনিট। এরপর আর অলরেডদের প্রতিরোধ করতে পারেনি ওয়েস্টহ্যাম। একের পর এক স্বাগতিকদের জালে বল জমা করেই চলছিল স্লটের দল। লিভারপুলের হয়ে প্রথম গোল করেন লুইস দিয়াজ। বাকি গোলগুলো করেন- কোডি গাকপো (৪০ মিনিটে), মোহাম্মদ সালাহ (৪৪ মিনিটে), ট্রেন্ট আলেকজান্ডার আরনল্ড (৫৪ মিনিটে) ও দিয়াগো জোতা (৮৪ মিনিটে)।

ভিনির 'প্রাপ্য' ছিল ব্যালন ডি'অরের সমালোচনায় রোনালদো

স্পোর্টস ডেস্ক : ভিনিসিয়ুস জুনিয়রকে পেছনে ফেলে এবারের ব্যালন ডি'অর পুরস্কার নিজের করেন নেন ম্যানচেস্টার সিটি মিডফিল্ডার রদ্রি। কিন্তু সবার প্রত্যাশা ছিল দুর্দান্ত ফর্মে থাকা ভিনিই এই পুরস্কারের যোগ্য। দারুণ ফর্মের পাশাপাশি বেশ কয়েকটি শিরোপা জিতেও ভিনি যখন ব্যালন ডি'অর পায়নি তখনই শুরু হয় বিতর্ক। লম্বা সময় পর এই বিতর্কে এবার যোগ দিলেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। দুবাইয়ে অনুষ্ঠিত হয় গ্লোব সকার অ্যাওয়ার্ডস অনুষ্ঠান। সেখানে রোনালদো পুরস্কার পান মধ্যপ্রাচ্যের সেরা ফুটবলারের। ওই অনুষ্ঠানে ব্যালন ডি'অরের সমালোচনা করে পর্তুগিজ তারকা। জানান ভিনিসিয়ুসের সঙ্গে হয়েছে অন্যায়। পুরস্কারটি পাওয়ার যোগ্য ছিলেন রিয়াল মাদ্রিদের এই ব্রাজিলিয়ান তারকাই। রোনালদো বলেন, 'ভিনিসিয়ুসের ব্যালন ডি'অর জেতা উচিত ছিল। রদ্রিও এটি পেতে পারতেন, তবে ভিনিসিয়ুস চ্যাম্পিয়নস লিগ জিতেছেন, ফাইনালে গোল করেছেন। অন্য কোনো বিষয় আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়। যখন কেউ যোগ্য, তখন তাকে পুরস্কৃত করা উচিত। আমার মতে, এটি অন্যায় হয়েছে। 'ব্যালন ডি'অরের আয়োজক ফরাসি সাময়িকী ফ্রান্স ফুটবলের সমালোচনাও করেন রোনালদো। সঙ্গে প্রশংসা করেন গ্লোব সকার অ্যাওয়ার্ডের।

এই ব্যাপারে আল নাসর তারকা বলেন, 'এই অনুষ্ঠানগুলো এমনই। তারা সব সময় এই কাজই করে। এ কারণেই আমি গ্লোব সকার অ্যাওয়ার্ডসকে ভালোবাসি। তারা সৎ।

৫ ম্যাচ পর জয়ে ফিরলো সিটি

স্পোর্টস ডেস্ক : টানা ৫ ম্যাচ জয়হীন থাকার পর অবশেষে হাসি ফিরলো ম্যানচেস্টার সিটি শিবিরে। দলের এই দুঃসময় কাটালেন সাভিনিও ও আর্লিং হালান্ড। কিং পাওয়ার স্টেডিয়ামে প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচে লেস্টার সিটিকে ২-০ গোলে হারিয়েছে পেপ গার্দিওলার শিষ্যরা। এর মধ্যে প্রথম গোলটি করেন সাভিনিও। ব্রাজিলিয়ান উইঙ্গারের এটি মৌসুমের প্রথম গোল। এরপর তার অ্যাসিস্টে গোল করেন হালান্ড। প্রতিপক্ষের মাঠে প্রথম সুযোগটি পায় সিটি। সপ্তম মিনিটে জোরালো শট নিয়েছিলেন হালান্ড। কিন্তু দারুণ দক্ষতায় তা ঠেকিয়ে দেন লেস্টারের গোলকিপার জ্যাকুব সোলারজিক। ১৯তম মিনিটে সিটির ত্রাণকর্তা হয়ে আসেন তাদের গোলকিপার স্তেফান ওর্তেগা। সিটির ডিফেন্ডার জস্কো ভার্দিওলের ভুলে বল পেয়ে যান জেমি ভার্ডি। এরপর তার শট বাঁদিকে ঝাঁপিয়ে ফেরান সিটি গোলকিপার। এর মাত্র দুই মিনিট পরেই এগিয়ে যায় সিটি। যদিও ফোডেনের শট কোনোরকমে ঠেকিয়ে দিয়েছিলেন সোলারজিক। তবে ফিরতি শটে বল জালে জড়িয়ে দেন সাভিনিও। ৩৬তম মিনিটে হালান্ডের শট অল্পের জন্য গোলবার ঘেঁষে বেরিয়ে যায়। দুই মিনিট পর লেস্টারকে হতাশ করে গোলবার। ফলে ১-০ ব্যবধানে পিছিয়ে থেকে বিরতিতে যায় স্বাগতিকরা। বিরতির পর প্রথম সুযোগটি পেয়েছিল লেস্টার। গোলকিপারের সামনে ক্রস পেয়ে বলকে জালের পথ দেখাতে পারলেই হতো ভার্ডির। কিন্তু লেস্টার স্ট্রাইকার পা লাগালেন ঠিকই, কিন্তু বল চলে গেল পোস্টের ওপর দিয়ে। লেস্টার ব্যর্থ হওয়ার পর ৭৪তম মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন হালান্ড। সাভানিওর ক্রসে বল জালের ঠিকানায় পাঠান নরওয়েজিয়ান স্ট্রাইকার।সিটির একচেটিয়া আধিপত্যের বিপরীতে কপাল চাপড়ে মাঠ ছাড়তে হয় লেস্টারকে। কারণ শেষদিকেও ভাগ্যকে সঙ্গে পায়নি তারা। ৮৯তম মিনিটে ভার্ডির হেড বারে লেগে বাইরে চলে যায়। শেষদিকে বদলি নেমে খেলায় কিছুটা গতি বাড়ালেও দলের হার এড়াতে পারেননি লেস্টারের বাংলাদেশি ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার হামজা চৌধুরী। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ১৪ ম্যাচে দ্বিতীয় জয় পেল সিটি। বাকিগুলোর মধ্যে ৯টিতে হার ও ৩টিতে ড্র দেখেছে তারা। এই জয়ে ৩১ পয়েন্ট নিয়ে পাঁচে উঠে এলো বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা। চারে থাকা চেলসির চেয়ে এখনও ৪ পয়েন্টে পিছিয়ে তারা।

সবুজের একাই পাঁচ গোল নৌ-বিমানবাহিনী ফাইনাল

স্পোর্টর্স ডেস্ক : প্যারাগন গ্রুপ বিজয় দিবস হকিতে বাংলাদেশ নৌবাহিনী ও বাংলাদেশ বিমানবাহিনী ফাইনালে উঠেছে। মওলানা ভাসানী স্টেডিয়ামে শিরোপা লড়াইয়ে মুখোমুখি হবে দুই দল। শনিবার মাওলানা ভাসানী স্টেডিয়ামে প্রথমটিতে বাংলাদেশ নৌবাহিনী হকি ৪-১ গোলে পরাজিত করে খেলোয়াড় কল্যাণ ঐক্যকে। দ্বিতীয় সেমিফাইনালে বিকেএসপিকে ৫-২ গোলে হারিয়েছে বিমান বাহিনী। নৌ বাহিনীর ১২ মিনিটে অধিনায়ক রাসেল মাহমুদ জিমি হকি খেলোয়াড় কল্যাণ ঐক্যর ডিফেন্সের বাধা টপকে দ্বীন ইসলামকে কাট ব্যাক করেন। গোল পেস্টের সামনে তাকে অবৈধ ভাবে রূখে দেয়া হলে পেনাল্টি পায় নৌ বাহিনী। আশরাফুল ইসলাম পেনাল্টি স্ট্রোক থেকে গোল করতে ভুল করেননি। হকি খেলোয়াড় কল্যাণ ঐক্য ৪০ মিনিটে আমিরুল ইসলামের পেনাল্টি কর্নারে ম্যচে ফেরে। স্কোরবোর্ডে ১-১ তখন। তবে নৌ বাহিনী তাদের সেরাটা রেখে দিয়েছিল শেষ দুই কোয়ার্টারের জন্য। এ দুই কোয়ার্টারে আরও তিনটি গোল যোগ করে তারা। ৪৯তম মিনিটে আশিরাফুল আবারও ড্র্যাগে নৌ বাহিনীকে এগিয়ে দেন, ৪৯তম মিনিটে রোমান সরকার তৃতীয় এবং ৫৮ মিনিটে মাহবুব হোসেন চতুর্থ গোলে গোল দলকে পৌছে দেন ফাইনালে। দ্বিতীয় সেমিফাইনালে বিমান বাহিনীর সামনে দাঁড়াতেই পারেনি বিকেএসপির তরুণরা। বিমান বাহিনীর পেনাল্টি কর্ণার মাস্টার সোহানুর রহমান সবুজ একাই পাঁচ গোল করে ঝড় তুলেছেন তিনি নীল টার্ফে। ২১, ২৭, ২৯, ৩১ ও ৪৩ মিনিটে গোল গুলো করেন তিনি। বিকেএসপির গোল দুটো আসে মেহেদি হাসান অভি ও হুজায়ফা হেসেনের স্টিক থেকে।

অধিনায়ক বানানোয় নিজেই অবাক পেরেরা

স্পোর্টস ডেস্ক : লিটন নয়, বিপিএলে ঢাকা ক্যাপিটালসের অধিনায়ক থিসারা পেরেরা। সর্বশেষ ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজে বাংলাদেশের ভারপ্রাপ্ত অধিনায়কের দায়িত্ব পালন করেছেন লিটন দাস। গত বছর কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্সের অধিনায়ক ছিলেন তিনি। তাই ধারণা করা হচ্ছিলো এবার ঢাকা ক্যাপিটালের অধিনায়কত্ব থাকবে লিটনের কাঁধে। তবে সবাইকে ভুল প্রমাণ করে অধিনায়ক বানানো হয়েছে লঙ্কান ক্রিকেটার থিসারা পেরেরাকে। সংবাদসম্মেলনে এসে পেরেরা জানালেন তিনি নিজেও ভাবেননি তাকে অধিনায়ক বানানো হবে, ''আমি কখনও ভাবিনি আমাকে অধিনায়কত্ব দেওয়া হবে।

ইনজুরিতে ছিটকে গেলেন ইংলিস

স্পোর্টস ডেস্ক : সিডনিতে ভারতের বিপক্ষে পঞ্চম টেস্টের আগে অস্ট্রেলিয়া শিবিরে হানা দিয়েছে ইনজুরি। মেলবোর্নে ভারতের বিপক্ষে চতুর্থ টেস্টের সময় বদলি ফিল্ডার হিসাবে ফিল্ডিং করার সময় চোট পান জশ ইংলিস। এ কারণেই দল থেকে ছিটকে গেছেন এই উইকেটরক্ষক ব্যাটার। ইনজুরির কারণে ভারতের বিপক্ষে চলমান সিরিজের শেষ টেস্টের জন্য ব্যাক-আপ উইকেটরক্ষক হিসাবে রাখা হয়েছিলো জশ ইংলিসকে। ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার একজন মুখপাত্র নিশ্চিত করেছেন ২৯ বছর বয়সী জশকে সিডনিতে ভারত সিরিজের চূড়ান্ত স্কোয়াড থেকে বাদ দেওয়া হবে। জশ ইংলিসের বদলি কে হবে তা ৩ জানুয়ারি থেকে শুরু হওয়া পঞ্চম টেস্টের আগে জানিয়ে দেবে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া। ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার এক বিবৃতিতে বলেছে, ''ভারতের বিপক্ষে চতুর্থ টেস্ট ম্যাচের দ্বিতীয় দিনে ফিল্ডিং করার সময় জশ ইংলিস চোট পেয়েছেন। এবং পুনর্বাসনের জন্য তাকে দল থেকে বাদ দেয়া হবে।'' বিবৃতিতে আরো বলা হয়, ''সিডনিতে পঞ্চম টেস্ট ম্যাচের জন্য দলে একজন বদলিকে যথাসময়ে ঘোষণা করা হবে। ইংলিস অস্ট্রেলিয়ার পরবর্তী শ্রীলঙ্কা সফরের আগে ঠিক হবে বলে আশা করা হচ্ছে।'' যদিও ইংলিসের এখনও টেস্ট অভিষেক হয়নি। তিনি অস্ট্রেলিয়ার হয়ে ৫০ টিরও বেশি সাদা বলের ম্যাচ খেলেছেন। তিনি গত বছর ভারতে আইসিসি ওয়ানডে ক্রিকেট বিশ্বকাপ জয়ী দলের একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন।

লাইফস্টাইল

শীতে রঙিন কেশরাশি যত্ন-আত্তি

লাইফস্টাইল ডেস্ক :শীত মৌসুম মানে উৎসবের ধুম। শীতে ঘুরে বেড়ানো অনেকের শখ। এ সময়ে চুলে রংবেরঙের ঢেউয়ের খেলা অনেকেরই পছন্দ। তরুণীদের চুলে রং করার মধ্য দিয়ে নিজেদের ফ্যাশন সচেতনতার দিকটাও ফুটে ওঠে। চুলের রং দীর্ঘদিন রাখার উপায় কী? কীভাবেই বা রঙিন কেশরাশি যত্নে রাখা যায়। আসুন তা জানি- * পিকনিক হোক বা বিয়েবাড়ির পার্টি হোক রোদের তাপে, ধুলোয় রঙিন চুলের ক্ষতি হতেই পারে। সেই কারণে ব্যবহার করতে পারেন টুপি । ঠান্ডা জাঁকিয়ে পড়লে বা পাহ-াড়ি এলাকায় বেড়াতে গেলে রংবাহারি উলের টুপি বেশ মানাবে। কম ঠান্ডার জায়গায় ডেনিম বা সুতির কাপড়ের 'ক্যাপ' জিন্স, টপের সঙ্গে মানানসই লাগবে। * রং করা চুল দিনভর খুলে না রেখে খোলা জায়গায় ঘোরাঘুরির সময় বেঁধেও নিতে পারেন। ক্লিপ বা ববি পিন দিয়ে চুলের উপরিভাগের অংশ কায়দা করে আটকে নিলেও বেশ মানাবে। * ডগা ফাটার সমস্যা থাকলে নিয়মিত চুল ছেঁটে নেওয়া জরুরি। চুল ছাঁটা আর কাটা কিন্তু এক নয়। চুলের ডগা ফেটে গেলে, সেই অংশটুকু কাঁচির সাহায্যে কেটে নিতে হবে। * এই সময়ে বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ কম থাকায় চুল শুষ্ক হয়ে পড়ে। তাই গরম পানি দিয়ে কেশরাশি পরিষ্কার করালে সমস্যা আরও বাড়বে। * রং বেশি দিন ধরে রাখতে হলে উপযুক্ত শ্যাম্পু বেছে নিতে হবে চুলের জন্য। রং করা চুলের জন্য বিশেষ ধরনের শ্যাম্পু পাওয়া যায়। * রঙে রাসায়নিক থাকে। তার প্রভাবে চুল অনেক সময় রুক্ষ হয়ে যায়। ফলে শ্যাম্পুর পর ভালো মানের কন্ডিশনার ব্যবহার করা জরুরি। * গোসলের পর হেয়ার

ড্রায়ার বা চুল শুকোনোর বৈদ্যুতিক যন্ত্র ব্যবহার না করাই ভালো। এতে চুলের ক্ষতি হতে পারে। * চুলে হট ওয়েল ম্যাসেজ করুন। প্রয়োজনে কয়েক প্রকার তেল একসঙ্গে মিশিয়ে নিন। ভিটামিন এ ক্যাপসুলও মিশিয়ে নিতে পারেন তেলের সঙ্গে। * চুলে ব্রাশ বা চিরুনি ব্যবহারের সময় খুব আলতোভাবে ব্যবহার করুন। এতে করে চুল সহজে ছিঁড়বে না। * চুলে কালার করার পর তিনদিন চেষ্টা করুন চুল না ভেজানোর। এতে করে চুলের কালার উঠে যাওয়ার বেশি ভয় থাকে না। * স্ট্রেটনার, কার্লার ঘন ঘন ব্যবহার করলেও রং দ্রুত হালকা হয়ে যেতে পারে। * মাসে একবার পার্লারে গিয়ে রঙিন চুলের ট্রিটমেন্ট করাতে পারলে দীর্ঘদিন রং ও চুল সুন্দর থাকে।

শীতকালে কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করার উপায়

লাইফস্টাইল ডেস্ক : জীবনযাপনের পরিবর্তন, পরিবেশগত কারণ এবং শারীরবৃত্তীয় প্রতিক্রিয়ার সংমিশ্রণের কারণে শীতকালে কোষ্ঠকাঠিন্য আরও খারাপ হতে থাকে। যেহেতু এসময় মানুষ কম সক্রিয় থাকে এবং আরামদায়ক খাবারের মাধ্যমে বেশি চিনি, লবণ এবং অস্বাস্থ্যকর ফ্যাট গ্রহণ করে। যে কারণে হজম এবং মলত্যাগের গতি কমে যায়। এসময়ের খাবারে মসৃণ হজমের জন্য প্রয়োজনীয় ফাইবারের অভাব থাকে। ঠান্ডা আবহাওয়ায় শরীরের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শীতকালে শরীর স্বাভাবিকভাবেই ত্বকে রক্ত প্রবাহ কমিয়ে (ভাসোকনস্ট্রিকশন) এবং তাপ হ্রাস রোধ করে আপনাকে উষ্ণ রাখার চেষ্টা করে। গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গগুলোকে উষ্ণ এবং ভালোভাবে পারফিউজ রাখার জন্য শরীরের রক্ত সরবরাহ হ্রাস করার প্রবণতা রয়েছে। এর ফলে কোষ্ঠকাঠিন্য এবং বদহজম হতে পারে। নিম্ন তাপমাত্রা এবং শুষ্ক বায়ু সমস্যাটিকে আরও বাড়িয়ে তোলে। ঠান্ডা, শুষ্ক পরিবেশ কোলনকে ডিহাইড্রেট করতে পারে, যা মলকে আরও কঠিন এবং পাস করা আরও চ্যালেঞ্জিং করে তোলে। ঠান্ডা আবহাওয়ার কারণে ব্যাহত সার্কাডিয়ান রিদম এবং প্রদাহ বৃদ্ধি সমস্যাটিকে আরও জটিল করে তোলে। হার্ভার্ড পাবলিশিং স্কুলের মতে, হরমোনের ওঠানামা, ওষুধ এবং অন্তর্নিহিত স্বাস্থ্যের অবস্থাও শীতের কোষ্ঠকাঠিন্যকে তীব্র করে তুলতে পারে। এসময় কোষ্ঠকাঠিন্য থেকে বাঁচতে করণীয় জেনে নিন- নিয়মিত ব্যায়াম, অলস জীবনযাপন মলত্যাগের গতি কমিয়ে দেয়।

হাড়ক্ষয় রোধে

লাইফস্টাইল ডেস্ক : বয়স ৪০ পেরোলেই দেখা যায় হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে। ক'দিন পরপরই হাঁটুতে ব্যথা। উঠতে বসতে সমস্যা। অনেকে নিজে নিজে ব্যথানাশক ওষুধ খেয়ে নেন। তবে তাতেও কাজে দেয় না। পরে যখন চিকিৎসকের কাছে যাওয়া হয়, পরীক্ষা করলে দেখা যায় হাড়ক্ষয় হতে শুরু করেছে। বিশেষজ্ঞরা বলেন, ক্যালসিয়ামের অভাবেই মূলত হাড়ক্ষয় রোগ দেখা দেয়। হাড়ের কাঠামো ও পেশিগুলোকে সচল রাখতে ক্যালসিয়ামের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ক্যালসিয়াম ছাড়া ভিটামিন এ, ডি, ই আর কে-র মতো ভিটামিনগুলো শরীরে সঠিকভাবে কাজ করতে পারে না। বিশেষজ্ঞরা বলেন, একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের শরীরে প্রতিদিন এক হাজার মিলিগ্রাম ক্যালসিয়ামের প্রয়োজনীয়তা আছে। আর এই ক্যালসিয়াম আমরা প্রতিদিনের খাবার থেকেই পেয়ে থাকি।

যেসব খাবার থেকে আমরা ক্যালসিয়াম পেতে পারি। জেনে নিন: আমরা জানি, দুধে প্রচুর ক্যালসিয়াম থাকে। এক কাপ দুধে প্রায় ২৭০ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম পাওয়া যায়। প্রোটিন, ভিটামিন, ক্যালসিয়াম, ছাড়াও ফসফরাস ও জিঙ্কের মতো মিনারেলের সন্ধান মিলবে চিজ বা পনিরে, যারা দুধ হজম করতে পারেন না বা পছন্দ করেন না, তাদের জন্য আদর্শ হচ্ছে দই। এক কাপ দইয়ে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ ২৮০ মিলিগ্রামের কাছাকাছি, নানা ধরনের ডালেও প্রচুর ক্যালসিয়াম মেলে। এক কাপ রান্না করা মুগ ডালে ক্যালসিয়ামের পরিমাণও ২৫০ মিলিগ্রাম, পালং শাক, বাঁধাকপি, ব্রকোলি আর ফুলকপি থেকেও ক্যালসিয়াম পেয়ে থাকি। তবে এসব শাক-সবজি ধুয়ে কাটতে হবে, কাটার পরে ধোয়া যাবে না। এতে পুষ্টিগুণ নষ্ট হয়ে যায়, শুকনো ফল খেজুর, বাদামেও বেশ ভালো পরিমাণেই ক্যালসিয়াম মেলে, এছাড়াও সামুদ্রিক মাছ, ডিম, মাংসও ক্যালশিয়ামের জোগান দেয়।

এবার হিসাব করে খাবারগুলো নিয়মমতো খেলেই শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় ক্যালসিয়াম পেয়ে যাবেন।

শীতে ত্বকের উজ্জলতা বাড়াতে

লাইফস্টাইল ডেস্ক শীতের প্রিয় খাবার গুড়। আর দুধ তো আদর্শ খাবার নামেই জানে লোকে। সুন্দর ত্বকের জন্য শুধু বাইরে থেকেই পরিচর্যা নয়, প্রয়োজন ভেতর থেকে পুষ্টির যোগান। ত্বকের সৌন্দর্য বাড়াতে দুধের জুড়ি নেই। এটি একদিকে যেমন উজ্জ্বলতা বাড়ায়, অন্যদিকে শুষ্কতা কমিয়ে ত্বককে করে তোলে মসৃণ। অন্যদিকে গুড়ে রয়েছে প্রচুর পরিমাণ প্রয়োজনীয় ভিটামিন ও খনিজ যা ত্বকের পুষ্টির চাহিদা পূরণ করার পাশাপাশি ?ত্বকের প্রায় সব ধরনের সমস্যা দূর করে। তাই সুন্দর ও স্বাস্থ্যজ্জ্বল ত্বক পেতে প্রতিদিন পান করতে পারেন এক গ্লাস দুধ আর কিছুটা গুড়। আসুন জেনে নেই দুধ ও গুড় খেলে কীভাবে আপনার ত্বকের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাবে। গুড় আপনার শরীরে হিমোগ্লোবিনের মাত্রা ঠিক রাখবে। এ কারণে অক্সিজেনের প্রবাহ ভাল থাকে যা ত্বক উজ্জ্বল করতে সাহায্য করে। গুড় খেলে শরীরের ক্ষতিকারক টক্সিন দূর হয় যার ফলে ত্বক পরিষ্কার হয়। এছাড়া গুড়ের ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস, ত্বকের বলিরেখা, ফুসকুড়ি ও ব্রণের সমস্যা কমায়। তবে খুব বেশি গুড় খেলেও মুখে ব্রণের সমস্যা দেখা দিতে পারে। সুন্দর ত্বকের জন্য শুধু বাইরে থেকেই পরিচর্যা নয়, প্রয়োজন ভেতর থেকে পুষ্টির যোগান। ত্বকের সৌন্দর্য বাড়াতে দুধের জুড়ি নেই্ন্দর ত্বকের জন্য শুধু বাইরে থেকেই পরিচর্যা নয়, প্রয়োজন ভেতর থেকে পুষ্টির যোগান। ত্বকের সৌন্দর্য বাড়াতে দুধের জুড়ি নেই

গুড় আর দুধ দুইরকম খাবারেই চোখের নিচের কালো দাগ বা ডার্ক সার্কেল দূর করে। আবার সকালে ঘুম থেকে উঠার পর অনেকেরই মুখে ফোলাভাব দেখা যায়। শরীরে রক্তের অভাব হলেও এমনটা হতে পারে। গুড় খেলে এই ঘাটতি পূরণ হবে। তাই কারও চোখমুখ ফোলাভাব থাকলে প্রতিদিন অল্প করে গুড় খান।

কোনো কারণ ছাড়াই মন খারাপ?

লাইফস্টাইল ডেস্ক : আমাদের অনেকেরই কোনো কারণ ছাড়াই মন খারাপ হয়। কখনো তো এমনও হয় যে কোনো কাজেই মন বসানো যায় না। জীবনটাই অর্থহীন বলে মনে হয় কারো কারো, অনেক সময় ভুগতে পারি তীব্র বিষণ্নতায়। বিষণ্নতায় ভোগা, উদাস হয়ে থাকা, মন খারাপ ও মেজাজ খিটখিটে ভাব সব মানুষের ক্ষেত্রেই কম বেশি হয়ে থাকে। হাস্যোজ্জ্বল ও স্বতঃস্ফূর্ত থাকে এমন সব ইতিবাচক ব্যক্তিরাও 'ভালো না লাগা' অসুখে ভোগেন। আমরা হয়তো চাইলেই অনেক ধরনের পরিস্থিতি বদলে ফেলতে পারি না। তবে আমরা সুখী হবো নাকি অসুখী তার অনেকটাই নির্ভর নিজের ওপর। জেনে নিন মন খারাপের সময় কী করবেন: বাদ দিন, যদি বুঝতে পারেন বারবার একই ধরনের কারণে মন খারাপ হচ্ছে, আর এজন্য সেই একই ব্যক্তি বা কাজ দায়ী তাহলে এখনই সিদ্ধান্ত নিন। সেই ব্যক্তি এবং সেই কাজ নিয়ে চিন্তা করা একদম বন্ধ।

গুড়-নারকেলের পায়েস

লাইফস্টাইল ডেস্ক : শীতের নানা আয়োজনে মজাদার সব পদের সঙ্গে ডেজার্টে রাখতে পারেন নতুন গুড়ের পায়েস। নতুন বছর উদযাপন হোক কিংবা বিয়ে-শাদির অনুষ্ঠান সবেতেই রাখতে পারেন নতুন গুড়ের পায়েস। তাহলেই উৎসব জমে যাবে। যারা পায়েস রাঁধতে ভয় পান, তারা চাইলে এই রেসিপি অনুসরণ করে খুব সহজেই তৈরি করতে পারবেন নতুন গুড়-নারকেলের পায়েস। রইলো রেসিপি- উপকরণ, ১. নারকেল ১ কাপ ২. দুধ ১ লিটার, ৩. গুড় ১ কাপ, ৪. কনডেন্সড মিল্ক ৪ টেবিল চামচ, ৫. ঘি ২ টেবিল চামচ, ৬. ছোট এলাচ ১টি, ৭. সুজি ৩ টেবিল চামচ, ৮. কাজু বাদাম ও কিশমিশ ৩ টেবিল চামচ। চকলেট স্পঞ্জ কেক, আস্ত রসুন দিয়ে গরুর মাংস রাঁধবেন যেভাবে, পদ্ধতি, প্রথমে কম আঁচে ২৫ মিনিট ধরে দুধ জ্বাল দিয়ে নিন। খেয়াল রাখুন দুধ যেন ঘন হয়ে আসে। এরপর ঘন দুধে কনডেন্সড মিল্ক দিয়ে আরও কিছুক্ষণ ফুটিয়ে নিন। আঁচ যেন কম থাকে। অন্যদিকে একটি কড়াইতে ঘি বা মাখন গরম করে এর মধ্যে দিয়ে দিন ছোট এলাচ গুঁড়া। মাখনের মধ্যে অল্প সুজি দিয়ে নাড়াচাড়া করুন। হালকা বাদামি রং ধরলে তুলে রাখুন। দুধে অল্প অল্প করে ভেজে রাখা সুজি দিতে থাকুন। কড়াইয়ের তলায় যাতে ধরে না যায়, তার জন্য সমানে নাড়তে থাকুন। মনে রাখবেন নারকেলের চেয়ে সুজির পরিমাণ যেন বেশি না হয়। ফুটে উঠলে চিনি ও কোরানো নারকেল দিয়ে দিন। নলেন গুড় দিলে স্বাদ আরও বাড়বে। সেক্ষেত্রে চিনি না দিলেও চলবে। ফুটে উঠলে উপর থেকে কাজু বাদাম ও কিশমিশ কুচি দিয়ে পরিবেশন করুন।